Hans-Jörg Ronsdorf

সুখবর কী এবং
আমাদের জন্য তার অর্থ কী

সহজ।
স্পষ্ট।

ঈশ্বরের শুভ সুসমাচার

ঈশ্বরের শুভ সুসমাচার

সুখবর কী এবং আমাদের জন্য তার অর্থ কী

Hans-Jörg Ronsdorf

প্রকাশনা-তথ্য

ঈশ্বরের শুভ সুসমাচার। সুখবর কী এবং আমাদের জন্য তার অর্থ কী

সংশোধিত নতুন সংস্করণ, ২০২৬। বিনামূল্যে ডাউনলোড: www.hans-joerg-ronsdorf.de

মুদ্রিত ৫ম সংস্করণ (নভেম্বর ২০২১) ISBN 978-3-9820715-0-3-এ প্রকাশিত হয়েছিল (জার্মান সংস্করণের ISBN)।

© Hans-Jörg Ronsdorf – সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখা অপরিবর্তিত থাকলে অন্যদের দেওয়া বিশেষভাবে কাম্য।

Hans-Jörg Ronsdorf, Albis 6 1/2, 87477 Sulzberg

ইমেইল: hj-ronsdorf@t-online.de

ওয়েবসাইট: www.hans-joerg-ronsdorf.de

সূচিপত্র

তিনটি কথা ও একটি কাহিনি ৭
সুসমাচার ৭
ঈশ্বরের সুসমাচার ৯
সুসমাচার কার প্রয়োজন? ১০
পাপ? ১১
স্বাধীনতা – জোরজবরদস্তি নয় ১৩
অবস্থা কীভাবে এতদূর গড়াল ১৪
যেমন আছে, তেমন থাকবে না ১৬
রাজ্যের সুসমাচার ১৬
এই বার্তা আমাদের কাছে কীভাবে এল? ১৭
ঈশ্বরের রাজত্ব কী? ১৮
ঈশ্বরের শাসন – সকলের জন্য সর্বোত্তম ১৯
ঈশ্বরের পুত্রের সুসমাচার ২০
রাজা ও ক্রুশ ২২
রাজহত্যা ২২
প্রত্যাশার চেয়ে ভিন্ন ২৫
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ক্রুশ ২৫
আমাদের জন্য বলিদান ২৬
ঈশ্বরের কি বলির প্রয়োজন? ২৮
উত্তমের দ্বারা মন্দের পরাজয় ৩০
ঈশ্বরের অসীম প্রজ্ঞা ও শক্তি ৩১
ক্রুশ আমাদের যা দান করে ৩৩
ক্রুশ, এক মূর্খতা ৩৪
ঘরে ফেরা ৩৫
ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচার ৩৬
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুগ্রহ ৩৮
ঈশ্বর প্রেম ৪০
অদৃশ্য জগৎ – অন্ধকারের শক্তি ৪৩
শক্তিগুলো ও মানুষ ৪৪
সুসমাচার ও শক্তিগুলো ৪৫

শক্তিগুলো ও ঈশ্বরের পরিত্রাণ-পরিকল্পনা ৪৫
ক্রুশের বিজয় ৪৭
স্বাধীনতা সম্ভব ৪৭
শান্তির সুসমাচার ৪৮
সুসমাচার – পূর্ণ হওয়া প্রতিজ্ঞা ৪৯
সুসমাচারের প্রত্যাশা ৫১
ঈশ্বরের নতুন জগতের স্বপ্ন ৫৩
সুসমাচার – পরিত্রাণের জন্য শক্তি ৫৫
সুসমাচারের বাধ্য হওয়া ৫৫
যীশুর শিষ্য হওয়া ৫৬
শিষ্যত্বের সূচনা ৫৭
যীশুকে অনুসরণ করা দেখতে কেমন? ৫৭
সুসমাচারকে উপেক্ষা করা ৬০
সবকিছু আলোতে আসবে ৬১
ঈশ্বরের ক্রোধ ৬২
অনন্ত জীবন ও নরক ৬৪
অন্য এক সুসমাচার ৬৫
সুসমাচার যা নয় ৬৬
শেষ কথা ৬৭
এরপর কী? ৬৮

অভিনন্দন! এই বইটি আপনার মনোযোগ কাড়তে পেরেছে। এটি রেখে দিন। এটি পড়ুন। খুব সম্ভব, ঈশ্বর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আপনি সুসমাচার আগে থেকেই জানলেও – কিংবা জানেন বলে মনে করলেও। ঈশ্বর আপনার পড়ার সময়কে আশীর্বাদ করুন। এটি সার্থক হবে।

প্রথমে একবার পুরোটা পড়ে ফেলুন। দ্বিতীয়বার পড়ার সময় টীকায় দেওয়া বাইবেলের অংশগুলো একটি বাইবেল খুলে মিলিয়ে পড়তে পারেন।

সুসমাচার কী, তা কেবল বাইবেলই দেখায়। আমি যথাসাধ্য ভালোভাবে ও সংক্ষেপে তা তুলে ধরেছি।

তিনটি কথা ও একটি কাহিনি

সুসমাচার একটি কাহিনি। আমাদের কাহিনি নয়। নাসরতের যীশুর কাহিনি। যা শুরু হয় বৈৎলেহমে আর শেষ হয় যিরূশালেমে। এমন এক কাহিনি, যা অবিশ্বাস্য। তবুও বহু মানুষ তা বিশ্বাস করে। কারণ এই পুরোনো কাহিনি অগণিত নতুন কাহিনি লিখেছে। বহু মানুষ সাক্ষ্য দেয়, যীশুর এই কাহিনি তাদের জীবনে কী করেছে। তারা নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে, পেয়েছে আশা ও ভবিষ্যৎ।

সুসমাচার সত্যিই যীশুর কাহিনি। তিন কথায় বললে তার সারকথা এই:

যীশু প্রভু।[1]

তিনি রাজা।[2]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে। সকলের ও সবকিছুর উপরে। এমন এক রাজা, যিনি ন্যায়ে ও প্রেমে রাজত্ব করেন, যিনি ক্ষমা করেন এবং যিনি সবকিছু নতুন করবেন। এটাই সুখবর! এটাই প্রচার করেছিলেন প্রেরিতেরা – সেই শিষ্যেরা, যাঁরা শুরু থেকে সঙ্গে ছিলেন। ইস্রায়েলের কাছে ও সারা জগতের কাছে।

এ বিষয়ে আরও বলার আছে। তা পাবেন পরের পাতাগুলোতে। এই তিনটি কথা মনে রাখুন। এটাই মূল বার্তা। এটাই সুখবরের প্রাণ। এটি আমাদের সবার বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে। অন্যদের নয়। আমাদের। আমার। আর এটি আমাদের গোটা গ্রহের, আমাদের ঘরের বিষয়। আপনি দেখতে পাবেন। এই বইটিকে আপনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে পাঠানো একটি খবর হিসেবে পড়ুন।

সুসমাচার

খ্রীষ্টানরা সুসমাচারের কথা বলেন। এটাই তাঁদের পরিচয়ের সার। অথবা হওয়া উচিত। এটি তাঁদের আত্মপরিচয়ের অংশ। এটি ছাড়া তাঁরা কিছুই নন। অর্থহীন। সেই লবণের মতো, যার লবণত্ব নেই।

সুসমাচার তাঁদের রহস্য। তাঁদের সম্পদ। তাঁদের ওষুধ। তাঁদের আত্মিক, অহিংস অস্ত্র। এর সঙ্গে তুলনীয় বার্তা আর কারও নেই।

“সুসমাচার” শব্দটি বাইবেলে বহুবার এসেছে। তবে সেখানেই এর প্রথম উল্লেখ নয়। এটি বাইবেল বা মণ্ডলীর তৈরি কোনো ধর্মীয় শব্দ নয়। যীশুর সময়ে এবং তারও আগে এটি ছিল চলতি ভাষার শব্দ। একটি সুখবর অর্থে। একটি আনন্দের সংবাদ অর্থে, যা আনন্দ ও স্বস্তি আনে। যা ভালো কিছুর ঘোষণা দেয়।[3] নানা আনন্দের উপলক্ষে মানুষ “সুসমাচার” পৌঁছে দিত। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩ সালে সম্রাট অগাস্টাস জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁর জন্মদিন গোটা রোমান সাম্রাজ্যে আনন্দের সংবাদ হিসেবে

1. প্রেরিত ২:৩৬; ৪:২৪; ১১:২০; ১৫:১৭
2. প্রেরিত ১৭:৭; ১ তীমথিয় ৬:১৫; প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৪; ১৯:১৬
3. লূক ১:১৯

পালন করা হতো। তিনি নিজেকে বলতেন দেবপুত্র – এমন এক উপাধি, যা পরে বহু সম্রাটের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। সম্রাট অগাস্টাস সম্পর্কে সেই সুসমাচার থেকে কয়েকটি বাক্য এখানে দেওয়া হলো:

> "এই দিনটি জগৎকে এক ভিন্ন চেহারা দিয়েছে। তাঁর জন্মে যদি সকল মানুষের জন্য পরিত্রাণ উদিত না হতো, তবে জগৎ হারিয়ে যেত। জগতের পরিত্রাণের জন্য এই মানুষটি এমন সব গুণে পূর্ণ যে, আমাদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁকে ত্রাণকর্তা হিসেবে পাঠানো হয়েছে। সব বিবাদের এখন অবসান হলো, তিনি সবকিছুকে মহিমাময় করবেন। পিতৃপুরুষদের আশা পূর্ণ হয়েছে। এঁর চেয়ে মহান কেউ কখনো আসবেন, তা অসম্ভব। তাঁর জন্মের সঙ্গে শুরু হয় এক নতুন কালগণনা।"[4]

এর ৭০০ বছর আগে প্রাচীন ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন: আহা! পর্ব্বতগণের উপরে তাহারই চরণ কেমন শোভা পাইতেছে, যে সুসমাচার প্রচার করে, শান্তি ঘোষণা করে, মঙ্গলের সুসমাচার প্রচার করে, পরিত্রাণ ঘোষণা করে, সিয়োনকে বলে, তোমার ঈশ্বর রাজত্ব করেন।[5]



যিশাইয় জীবন্ত ঈশ্বরের কথা বলছেন। সেই চিরন্তনের কথা। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাসের প্রভুর কথা। কোনো মানুষের কথা নয়। কিংবা স্বঘোষিত কোনো ঈশ্বরপুত্রের কথা নয়। সম্রাটের ঘোষণা ছিল এক আনন্দের খবর। কিন্তু কোন শাসক জগৎকে তা এনে দেন, যা তার সত্যিই প্রয়োজন? যার জন্য সবাই অন্তরের গভীরে আকুল?

4. এশিয়া মাইনরের প্রিয়েনেতে পাওয়া পঞ্জিকা-শিলালিপি, খ্রী.পূ. ৯; সংক্ষেপিত ও স্বাধীনভাবে অনূদিত।
5. যিশাইয় ৫২:৭

সুসমাচার ছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসা খবরও। যখন লড়াই করে জয় আসত আর শত্রু পরাজিত হতো। খ্রীষ্টীয় সুসমাচারের সঙ্গে এটি হুবহু মিলে যায়। এটি এক বিজয়ের সুখবর। ঈশ্বরের বিজয় – তাঁর পুত্রের মাধ্যমে, যিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হলেন: যীশু খ্রীষ্ট। ঈশ্বর আত্মসমর্পণ করেননি। তিনি তাঁর জগতের জন্য লড়াই করছেন!

> ক্রুশীয় মৃত্যু, মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনে মহিমায় উন্নীত হওয়া যীশুকে জগতের প্রভু ও ত্রাণকর্তা করেছে। সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে: তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তা।[6] সবকিছু তাঁরই। তিনি রাজাদের রাজা, যিনি সবাইকে ক্ষমা ও অনন্ত জীবনের প্রস্তাব দেন![7] এমন এক রাজা, যিনি আমাদের জন্য তাঁর সবকিছু দিয়েছেন। যিনি আমাদের ভালোবাসেন। এমন এক রাজা, যাঁর হাতে নিশ্চিন্তে নিজেকে সঁপে দেওয়া যায়, কারণ তাঁর কোনো নিজস্ব স্বার্থ নেই, কোনো গোপন মতলবও নেই। সমস্ত সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। তিনি আবার আসবেন, তবে সে কথা পরে।

সংক্ষেপে এটাই সুসমাচার। সবচেয়ে জরুরি কথা। এ নিয়ে ভাবুন। এটি মনে রাখুন। কখনো ভুলবেন না।

যীশুকে রাজা বলে সাক্ষ্য দেওয়া খ্রীষ্টানদের জন্য আজও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, আর কোনো কোনো দেশে তা ঝুঁকিপূর্ণই। এই রাজাকে[8] সম্মান করাকে শাসক, সম্রাট ও রাজাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হতে পারে। কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াই। বাধ্যতা থেকে। যীশুর প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে তাঁদের প্রায়ই নির্যাতন ও মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। কারণ তাঁদের ও আমাদের যীশু পৃথিবীর রাজাদের কর্তা।[9] তিনি তাঁদের উপরে!

কিন্তু এই সুখবরকে হত্যা করা গেল না। এর মধ্যে বেঁচে ছিলেন পুনরুত্থিত প্রভু ও খ্রীষ্ট। রোমান সাম্রাজ্যকে নতজানু করার মতো বিস্ফোরক শক্তি এর ছিল। তলোয়ার দিয়ে নয়, বরং সুসমাচারের রূপান্তরকারী অনুগ্রহ ও শক্তি দিয়ে।

ঈশ্বরের সুসমাচার

সুসমাচার কোথা থেকে আসে? সবকিছুর শুরু ঈশ্বরে। ত্রিএক ঈশ্বরে: পিতা, পুত্র ও আত্মা। তিনিই এর উদ্ভাবক। তাঁর হৃদয়েই এর জন্ম। তাঁর অনন্ত প্রেম থেকে। পৃথিবী ও মানুষের অস্তিত্বেরও আগে।[10] এর মধ্যে যা কিছু আছে, সবই তাঁর কাছ থেকে আসে।[11] কেবল তাঁরই কাছ থেকে। এটি তাঁর

6. মথি ২৮:১৮; প্রেরিত ২:৩৬; ইফিষীয় ১:২০-২৩
7. লূক ২৪:৪৭; প্রেরিত ২:৩৮; ৫:৩১; ১০:৪৩; ১৩:৩৮; ২৬:১৮
8. প্রেরিত ১৭:৭
9. প্রকাশিত বাক্য ১:৫
10. রোমীয় ১৬:২৫; ২ তীমথিয় ১:৯
11. ২ করিন্থীয় ৫:১৮

সুসমাচার। তাই এটি সত্য। নির্ভরযোগ্য। বিশ্বাসযোগ্য। এর উপর জীবন গড়ে তোলা যায়।[12] কারণ ঈশ্বর বিশ্বস্ত।[13] তিনি মিথ্যা বলেন না।[14] সুসমাচারে তিনি যা কিছু প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার করেন, সবই বহাল থাকে এবং ঘটে। তাঁর প্রতিজ্ঞা, যার উপর আমরা নিঃসংকোচে ভরসা রাখতে পারি। এটি স্বেচ্ছায় দেওয়া। সীমাহীন প্রেম থেকে উৎসারিত। তিনি এটি চেয়েছিলেন। নিজেকে দান করতে তিনি আনন্দ পান। এটাই তাঁর আনন্দ। এতে তিনি নিজের মহিমা প্রকাশ করেন।[15] সমস্ত সম্মান তাঁরই।[16]

ঈশ্বর নিজেই এই সুখবর পৌঁছে দেন। এটি ঈশ্বরের মিশন। তিনি কাজ করেন, ক্রিয়াশীল থাকেন, কথা বলেন। এই খবর এমন এক জগতে আসে, যার ঠিক এটিরই প্রয়োজন। ঈশ্বরের নিজের কিছুই প্রয়োজন নেই। তাঁর কোনো অভাব নেই। তিনি সম্পূর্ণ। তবুও তাঁর হৃদয় উপচে পড়ে। তিনি ভালোবাসেন, কারণ তিনি প্রেম। তিনি শুরু করেন সর্বকালের সবচেয়ে বড় ফিরিয়ে আনার অভিযান। তিনি আমাদের মানুষদের ফিরে পেতে চান! তিনি একটি পরিবার চান![17] কারণ জন্মগতভাবে আমরা তাঁর সন্তান নই। আমাদের সবারই তা হয়ে ওঠার কথা। তাই তিনি আমাদের তাঁর প্রেম ও মমতা দান করতে চান। যেন আমরা চিরকাল তাঁর সঙ্গে বাস করি।

সুসমাচার কার প্রয়োজন?

ঈশ্বরের বার্তা এমন এক জগতে এসে পৌঁছায়, যা আর তেমন নেই, যেমনটি ঈশ্বর শুরুতে সৃষ্টি করেছিলেন। আর যেমনটি তিনি কল্পনা করেছিলেন। আপনার কী মনে হয়: আমাদের জগতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ কি প্রয়োজন? নাকি ঈশ্বর ছাড়াই আমরা পেরে উঠব?

আসুন, আমরা আমাদের জগতের দিকে সৎ ও খুঁটিয়ে দেখা দৃষ্টিতে তাকাই।

ঈশ্বরের বার্তা এমন মানুষদের কাছে পৌঁছায়, যারা ভেতরে ভেঙে পড়েছে ও আশাহীন। যারা প্রায়ই আর কোনো পথ দেখতে পায় না। যাদের বিবেক দোষের ভারে জর্জরিত। যারা জানে, কত কিছু অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল বা হতে পারত। যারা ভয়ে আছে, যারা অস্থির, শূন্য, অসুস্থ ও বন্দি। এই বার্তা এমন মানুষদের কাছে পৌঁছায়, যারা সবাই একদিন মারা যাবে।[18] ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত মানুষদের কাছে।

মানবজাতির বড় একটি অংশ দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে আছে। প্রতিদিনের টিকে থাকার লড়াইয়ে। অনেকেই পথেই ঝরে পড়ে।

12. মথি ৭:২৪
13. ১ থিষলনীকীয় ৫:২৪; ইব্রীয় ১০:২৩; ১ পিতর ৪:১৯
14. তীত ১:২; ইব্রীয় ৬:১৮
15. ইফিষীয় ১:৬, ৯, ১২, ১৪
16. প্রকাশিত বাক্য ৫:১১-১৪
17. গীতসংহিতা ১০৩:১৩; যিশাইয় ৬৪:৮; মালাখি ২:১০; যোহন ১৪:২; ইব্রীয় ২:১০; ১ যোহন ৩:১-৩
18. রোমীয় ৫:১২-১৪; ৬:২৩

ঈশ্বরের বার্তা এমন মানুষদের কাছে পৌঁছায়, যারা বিবাহে, পরিবারে, পেশায় ও সমাজে ব্যর্থ হয়েছে। এমন মানুষদের কাছে, যারা আত্মহত্যাকেই শেষ উপায় বলে মনে করে।

আবার এই বার্তা ঠিক তেমনি এমন মানুষদের কাছেও পৌঁছায়, যাদের সমস্যা সামান্য বা একেবারেই নেই। যারা সৌভাগ্যক্রমে কোনো ধনী দেশে বা ধনী পরিবারে বড় হয়েছে। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। কিন্তু সুস্বাস্থ্য ও সচ্ছলতা সত্ত্বেও অর্থহীনতা ও অন্তরের শূন্যতায় জর্জরিত।

অপরাজিত রোগ ও ভাইরাস আমাদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে। প্রকৃতি তার প্রাণঘাতী দিকটি দেখায়।

প্রত্যেক মানুষ প্রশ্ন, দুশ্চিন্তা ও কষ্টের এক ছোট্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যা প্রেম, অর্থ, ক্ষমা ও অবলম্বনের জন্য আর্তনাদ করে। যদিও ব্যস্ততা ও নানা মনোযোগ-বিক্ষেপের নিচে তা লুকিয়ে থাকে বা চাপা পড়ে যায়।

সুসমাচার এমন জাতিদের কাছে পৌঁছায়, যারা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। এমন মানুষদের কাছে, যারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ ও অশান্তিতে বাস করে। এটি এমন এক জগতে পৌঁছায়, যেখানে অন্যায় ঘর বেঁধেছে। যেখানে আজও মানুষ মানুষকে দাস বানায় ও শোষণ করে। একে অপরের প্রতি বৈষম্য করে। যেখানে সবচেয়ে দুর্বলেরাই শিকার। শিশুদের কাজ করতে হয় আর নারীদের শোষণ করা হয়। গোটা রাষ্ট্র নিয়মমাফিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে।

অনেকের কাছে জগৎ দুঃখকষ্টে ভরা এক জায়গাই থেকে যায়। এই তালিকা পড়তে পড়তে আপনি নিশ্চয়ই অনেক আগেই ভেবেছেন, সবকিছু এত খারাপ নয়, ভালোও তো অনেক কিছু আছে। অনেক কিছু তো ভালোর দিকেও যাচ্ছে। আপনি ঠিকই বলছেন। বিষয়টি কোনো পক্ষপাতদুষ্ট বা হতাশাবাদী বিশ্বদৃষ্টি নয়। প্রশ্নটি হলো, আমাদের ঈশ্বর ও তাঁর সুসমাচারের প্রয়োজন আছে কি না।

এই সুখবর আমাদের প্রয়োজন! যে কোনো সময় কেউ এই উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারে। এবং এই সুসমাচার নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারে। বহু মানুষ তা উপলব্ধি করেছে। কখনো কখনো কঠিন পথে। ব্যর্থতা, ভাঙন, অসুস্থতা ও দুঃখকষ্টই তাদের এই উপলব্ধিতে নিয়ে এসেছে। ঈশ্বর নীরব নন। এই কঠিন, প্রায়ই প্রাণসংশয়ী অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ঈশ্বরের মেগাফোন।[19]

পাপ?

আধুনিক কোনো শব্দ নয়। অনাকর্ষণীয় ও ভুল বোঝা শব্দ। তবুও এটি বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গির এবং তার কারণ-ব্যাখ্যার অংশ। এই সব অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়, এই ব্যর্থতা, ভাঙন, শত্রুতা আর বিশৃঙ্খলার কারণ আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব?

19. মেগাফোনের উপমাটি সি. এস. লুইসের (C. S. Lewis): “Über den Schmerz” (The Problem of Pain)।

মানুষকে বর্ণনা করতে গিয়ে বাইবেল স্পষ্ট কথা বলে। মানুষ কীভাবে জন্মায়, কীভাবে বেড়ে ওঠে ও বাঁচে। সহমানুষের প্রতি সে কেমন আচরণ করে। আর ঈশ্বরের প্রতি। বাইবেল সোজাসুজি কথা বলে। রেখেঢেকে বলে না। নির্মমভাবে সৎ। বাইবেল বলে, আমরা পাপী।[20] সবাই। কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া। আমরা সবাই পাপ করি, কারণ আমরা পাপী। ঢালাও, পার্থক্যহীন এই সিদ্ধান্ত কেবল বাইবেলের বিশ্বদৃষ্টিতেই আছে! কোনো ধর্ম দাবি করে না যে, সবাই ব্যতিক্রমহীনভাবে পাপী।

পাপ কেবল আমরা যা করি তা নয়। আমরা যা, তাও। দুঃখের বিষয়, টিউমারের মতো একে আমাদের ভেতর থেকে আলাদা করে কেটে ফেলা যায় না। এর চেয়ে খারাপ অবস্থা প্রায় হতেই পারে না: আমরা এর ক্ষমতার কাছে বন্দি। এটি কোনো ভুল আচরণের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। পাপ শুধু ব্যক্তিগত অপকর্মের সমষ্টি নয়। এটি এক সক্রিয়, এক বিদ্বেষপূর্ণ শক্তি, যা আমাদের সত্তাকে ছেয়ে ফেলেছে ও দখল করে নিয়েছে। এ এক বিপর্যয়। কারণ আমাদের পাপের কারণে আমরা ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন। সেই প্রেম আমাদের নাগালের বাইরে। পাপ আর ঈশ্বর কখনো একসঙ্গে মেলে না।

পাপের সঙ্গে এল মৃত্যু। অনিবার্য পরিণতি হিসেবে। যেন আমাদের প্রাপ্য বেতন। আমরা যা বুনি, তাই কাটি। পাপ ও মৃত্যু সর্বজনীন শক্তি, যাদের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না।

ক্ষমতার নীতি হিসেবে পাপ ক্ষতিকর ভাবে আমাদের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে। অন্যের মঙ্গলের প্রশ্নে – প্রতিবেশীর হোক বা আফ্রিকায় মৃত্যুপথযাত্রী কারও – এটি আমাদের বানায় নিখুঁতবাদী, ভীরু ও দোদুল্যমান। আবার নিজের সুবিধার প্রশ্নে স্বার্থপর। পাপ আমাদের বানায় আত্মমুগ্ধ, প্রতারক, আসক্ত, চক্রান্তকারী, ধর্মান্ধ, ব্যভিচারী, ধর্ষক। এই তালিকা অন্তহীনভাবে চলতে পারে।

কিন্তু আমরা কেবল বন্দি বা রোগী নই। কেবল নিষ্ক্রিয় শিকার নই। বরং আমরা হয়ে উঠেছি পাপের সক্রিয়, জোর করে নিয়োগ করা এজেন্ট। আমরা নিজেরাই তার প্রতিনিধি, তার হাতিয়ার হিসেবে কাজে নেমেছি। এটি শুধু বন্দিত্ব নয়, এটি সক্রিয়ভাবে দুষ্কর্মের অংশীদার হওয়া।

যতক্ষণ আমরা পাপ ও ঈশ্বরের সম্পর্ককে উপেক্ষা করি, ততক্ষণ পাপের প্রকৃতি আমাদের কাছে লুকানো থাকে। এটি মানবজীবনের নিছক এমন কোনো ঘটনা নয়, যাকে দমন করা বা লাগাম টেনে রাখা যায় বা রাখতে হয়। বাইবেল পাপকে বর্ণনা করে নৈরাজ্য, শত্রুতা, বিদ্রোহ হিসেবে – ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা হিসেবে। ঈশ্বরহীন মানুষ কেবল এক অসম্পূর্ণ সৃষ্ট প্রাণী নয়, যার একটু উন্নতি দরকার। সে এক বিদ্রোহী, যাকে অস্ত্র নামিয়ে রাখতে হবে। আত্মসমর্পণই একমাত্র পথ।

এমন চরম অভিযোগ সত্ত্বেও দয়া করে পড়া চালিয়ে যান!

মানবজীবনের মৌলিক সম্পর্ক – ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক – ভেঙে গেছে। এই ভাঙন প্রকাশ পায় পরস্পরের সঙ্গে আমাদের অন্য সব সম্পর্কে। আমরা কেবল ব্যক্তিগতভাবে বা একা

20. ইফিষীয় ২:১

পাপী নই। আমরা এমন এক বিশ্বমানবতার অংশ, যা পাপের হাত থেকে রেহাই পায় না।

বাইবেলের এই রোগনির্ণয়ই আমাদের পরিত্রাণ! আমাদের দোষী সাব্যস্ত করা নয়!

আপনার ডাক্তার যদি আপনার প্রাণঘাতী রোগের সৎ রোগনির্ণয় আপনার কাছে গোপন রাখতেন, আপনি কি তা ভালো চোখে দেখতেন? বিশেষ করে যখন তিনি একই নিঃশ্বাসে আপনাকে এমন ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের প্রতিশ্রুতি দিতে পারতেন, যা সেই রোগকে হারিয়ে দেয়?

ঈশ্বরের রোগনির্ণয় বুঝে নেওয়া ও মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। আমরা নিজেদের ব্যতিক্রম ভাবতেই ভালোবাসি। অথবা পরিস্থিতির গুরুত্বকে হালকা করে দেখি।

এভাবে সুসমাচার এমন এক জগতে পৌঁছায়, যা এত সমস্যা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে ঈশ্বরের পরিত্রাণের বার্তায় প্রায় আগ্রহীই নয়। এক স্ববিরোধ। তবুও এই গ্রহে – তাঁর গ্রহে – কী ঘটছে, তা নিয়ে ঈশ্বর উদাসীন নন। সুসমাচারই প্রমাণ যে, ঈশ্বর এই জগতের জন্য লড়াই করছেন। দুঃখকষ্ট, মন্দ আর মৃত্যু শেষ কথা বলবে না। কারণ ঈশ্বর প্রেম![21]

শুরুর প্রশ্নের উত্তর হলো: ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য আমাদের সুসমাচার প্রয়োজন।

পাপের প্রতি – মানুষ বড় পরিসরে কি ছোট পরিসরে যে মন্দ চিন্তা করে ও করে, তার প্রতি – ঈশ্বরের বিতৃষ্ণা গভীর। কারণ পাপ আমাদের ধ্বংস করে। কারণ ঈশ্বর প্রেম এবং তিনি আমাদের পরিত্রাণ করতে চান। ঈশ্বরের এই বিতৃষ্ণা ও পাপের বিরুদ্ধে তাঁর রায় বাস্তবে প্রকাশ পায় "ঈশ্বরের ক্রোধ"-এর মধ্যে।[22]

যে মন্দের সঙ্গে আমরা কর্তা হিসেবে একাত্ম, তিনি তাকে যতখানি দোষী সাব্যস্ত করেন, ততখানিই তিনি প্রত্যেক মানুষকে তা থেকে মুক্ত করতে চান।

স্বাধীনতা – জোরজবরদস্তি নয়

এই মহিমাময় সুসমাচার[23] সত্ত্বেও ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে জোর করে "হ্যাঁ" আদায় করেন না। প্রকৃত প্রেম কেবল স্বাধীনতার ভিত্তিতেই সম্ভব! সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা ও দায়িত্ব মানুষের স্বভাবেরই অংশ হয়ে থাকে। এভাবেই, অন্যভাবে নয়, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

তবে পাপী হিসেবে মানুষ আর নিরপেক্ষ নয়। পাপ তাকে অসহায় করে, এমনকি নিজের শক্তিতে সুসমাচার গ্রহণ করতে অক্ষম করে তোলে। নিজে যে পাপী, এই আত্মোপলব্ধি মানুষের দিক থেকে অসম্ভব। কিন্তু সুসমাচারের শক্তি আছে। এটি মানুষের চোখ খুলে দেয় – নিজের দিকে ও ঈশ্বরের দিকে। হৃদয় ও বিবেককে আলোকিত করে। এই সিদ্ধান্তে ঈশ্বর মানুষকে একা ছেড়ে দেন না।

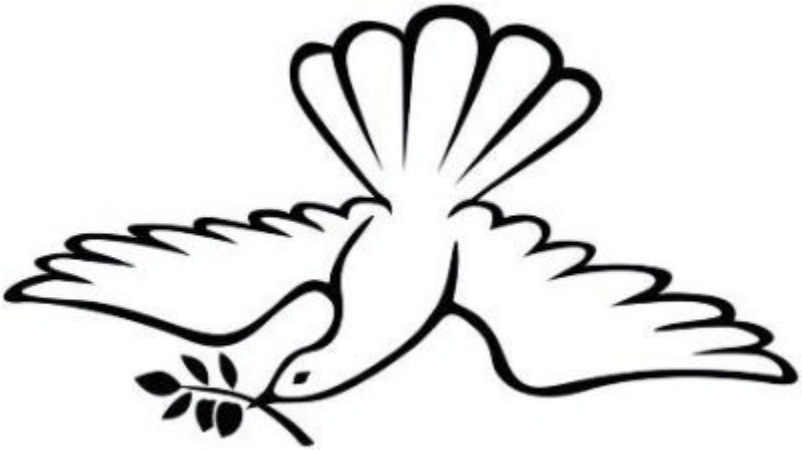
21. রোমীয় ৫:৮; ১ যোহন ৩:১; ৪:৭-১১
22. যোহন ৩:৩৬; রোমীয় ১:১৮; ৫:৯; ইফিষীয় ২:৩; ৫:৬; কলসীয় ৩:৬; ১ থিষলনীকীয় ১:৯-১০
23. ২ করিন্থীয় ৪:৪

মানুষের হৃদয় এক তীব্র লড়াইয়ের রণক্ষেত্র। ঈশ্বর হৃদয়গুলো জয় করতে চান। আর পুনর্মিলনের জন্য তাঁর প্রস্তুত মন দিয়ে মানুষকে প্রত্যয়ী ও আলোকিত করতে চান।

পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের উদ্ভাবনী শক্তি অপরিমেয়। ঈশ্বর যে কোনো পরিস্থিতি, যে কোনো সময় ও যে কোনো স্থান কাজে লাগাতে পারেন, যেন তাঁর পবিত্র উপস্থিতি দিয়ে পাপ ও হারিয়ে যাওয়ার চেতনা জাগিয়ে তোলেন এবং একই সঙ্গে পরিত্রাণ ও উদ্ধার দান করেন।

এই মহাক্ষণগুলোর জন্য কোনো বিধি বা বাঁধা ছাঁচ নেই। এভাবেই তা ঘটেছে। এভাবেই তা ঘটে। এভাবেই এখন আপনার জীবনেও তা ঘটতে পারে। বহু মানুষ বলে, কত আশ্চর্যভাবে, অপ্রত্যাশিতভাবে, রহস্যময়ভাবে, স্নেহভরে বা আমূলভাবে ঈশ্বর তাদের জীবনে এসেছেন।

ঈশ্বরের বার্তা মন ফেরানোর এক জরুরি আদেশ।[24] আমাদের মঙ্গলের জন্য। তবে মানুষ এতে কীভাবে সাড়া দেবে, তার দায়িত্ব তাদের নিজেদের।



অবস্থা কীভাবে এতদূর গড়াল

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁর প্রতিমূর্তি হিসেবে। যেন তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মিলে যত্নের সঙ্গে পৃথিবীর দেখাশোনা ও শাসন করে। পরমদেশের উদ্যান – এক ছোট, সীমিত পরিসরের জায়গা – সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হওয়ার কথা ছিল। তিনি, পিতা, আর তারা, সব মানুষ, তাঁর পরিবার।[25] শুরু থেকেই এমনটাই ভাবা হয়েছিল।

মানুষ – প্রকৃত ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্ট। যেন তারা ঈশ্বরের প্রেম গ্রহণ করে, সেই প্রেমের প্রতিদান দেয় ও অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে এভাবে বাস করা ও কাজ করা – এক

24. প্রেরিত ১৭:৩০
25. যিশাইয় ৬৩:১৬; ৬৪:৮; লূক ৩:৩৮; প্রেরিত ১৭:২৮-২৯

স্বপ্ন। একেবারে কাছাকাছি। তাঁর সুরক্ষা ও আশীর্বাদের মধ্যে।

কিন্তু সেই সময়ে, শুরুতে, মানুষ অন্য সিদ্ধান্ত নিল। তারা তাদের বিশেষ সুবিধার বাসস্থান, পরমদেশের উদ্যান, রক্ষা করল না। প্রলোভনকারী ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেই ধূর্ত সাপ। সাপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ঈশ্বরের এক স্বর্গদূত, যে একসময় উজ্জ্বল দীপ্তিময় ছিল। এই দূত ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। বিদ্রোহ করেছিল ও পাপে পতিত হয়েছিল। এই ধারণাই শয়তান, দিয়াবল, মানুষের কাছে বিক্রি করতে চাইল: আলোকপ্রাপ্তি হিসেবে, আরও ভালো, আরও স্বাধীন জীবনের দিকে অগ্রগতি হিসেবে।

তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার উত্তম নির্দেশ মানল না। ঈশ্বরের মতো হয়ে ওঠা – এটাই দিয়াবলের প্রলোভন ও প্ররোচনা। এভাবে তারা তাদের মঙ্গলময় ঈশ্বরের একটি সহজ আজ্ঞা অমান্য করল। তারা কি ভয় পেয়েছিল যে, ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু আটকে রেখেছেন?[26]

এই পদক্ষেপের জন্য তাদের চড়া মূল্য দিতে হলো। সবকিছু আর তেমন রইল না, যেমন থাকার কথা ছিল। তারা পরমদেশ হারাল। মৃত্যু, নশ্বরতা – আত্মিক ও শারীরিক দুই দিক থেকেই – তাদের জীবনে প্রবেশ করল।[27] তা ছড়িয়ে পড়ল। বংশগত রোগের মতো তা তাদের সব বংশধরের মধ্যে সঞ্চারিত হলো। যাদের মধ্যে আমরাও আছি।

এ অনেক কাল আগের কথা। তবু কোনো না কোনোভাবে অবস্থা তেমনই রয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত। হাজার হাজার বছর পরেও আমরা মানুষেরা সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে জীবন গড়ি। নিজের ইচ্ছামতো। যেন ঈশ্বর বলে কেউ নেই। আমরা মনে করি, আমরাই ভালো জানি। আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গেছি। আর আপাতদৃষ্টিতে আরও আকর্ষণীয় দেবতা খুঁজে পেয়েছি। কারণ মানুষ হিসেবে আমাদের স্বভাবই হলো ধর্মপ্রবণ হওয়া, কোনো কিছুর উপর নির্ভর করা বা কোনো কিছুতে বিশ্বাস করা। জগতের ধর্মগুলো তা দেখায়, আর আধুনিক মানুষের আচরণ এবং অর্থ, ক্ষমতা ও যৌনতার মতো তাদের বিকল্প দেবতারাও তা দেখায়। ঈশ্বর ছাড়া এখন আমাদের নিজেদেরই নিজেদের চাহিদা মেটাতে হয়। বড় পরিসরে কি ছোট পরিসরে অতৃপ্ত লোভ – এ হলো নিজের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া হৃদয়ের প্রকাশ। আমরা নিজেদের মধ্যেই বন্দি, আর জানি যে, জরুরি কিছু, জীবনের অর্থ দেয় এমন কিছু আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা জীবনের উৎস,[28] আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে ত্যাগ করেছি। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া সৃষ্টির সঙ্গে সুস্থ সম্পর্কও বিঘ্নিত। বহু জায়গায় মানুষ সেই ঘরটিকেই ধ্বংস করছে, যেখানে তারা বাস করে। ঈশ্বরের উত্তম আজ্ঞাগুলো আমাদের দেওয়া হয়েছে, যেন ঈশ্বরের সঙ্গে, পরস্পরের সঙ্গে ও সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের জীবন সার্থক ও আশীর্বাদপূর্ণ হয়। অথচ সেগুলো আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

26. আদিপুস্তক ৩
27. রোমীয় ৫:১২-২১
28. গীতসংহিতা ৩৬:৯; হিতোপদেশ ১৪:২৭; যিরমিয় ২:১৩; ১৭:১৩

প্রায়ই এই সিদ্ধান্ত টানা হয় যে, বিধি ও আজ্ঞা আসে এক স্বৈরাচারীর কাছ থেকে। এমন এক ঈশ্বরের কাছ থেকে, যিনি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে, আমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে ও আমাদের গণ্ডিবদ্ধ করতে চান। কিন্তু ঈশ্বর আসলে যেমন, অনেকে তাঁকে তেমনভাবে জানে না।

এক মঙ্গলময় পিতা, যিনি আমাদের সর্বোত্তম মঙ্গল চান।

যেমন আছে, তেমন থাকবে না

পতিত জগতের পেছনে পেছনে ঈশ্বর এগিয়ে যান। জগতের সব সমস্যা ও সংকটস্থল সমেত। তিনি জগৎকে ত্যাগ করেন না।[29] মন্দ – নানা রূপের তীব্রতায়, বড় পরিসরে কি ছোট পরিসরে – নিছক একটি সমস্যা নয়। শুরু থেকেই এটি অস্তিত্বের এক সংকট। থাকা, না থাকা। এদনের বাইরে টিকে থাকা – এটাই আমাদের অস্তিত্বের দিগন্ত। সেই থেকে আমরা এই সংকটে আর আমাদের কাজের সব পরিণতির মধ্যে বাস করছি। এর অর্থ কী, তা প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে। ঈশ্বর ছাড়া এর ভালো সমাপ্তি হতে পারে না। ঈশ্বর ছাড়া পথ যায় অন্ধকারের দিকে। আমরা আত্মিক ও নৈতিক অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে ঘুরে বেড়াই। পথও জানি না, গন্তব্যও না।

সুসমাচার – বিচার ও দোষী সাব্যস্ত করা নয় – যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের উত্তর। সুসমাচার হলো মন্দকে পরাজিত করার জন্য তাঁর মহাপরিকল্পনা। নিম্নমুখী ঘূর্ণিকে থামানো এবং অন্ধকারে আলো, জীবন ও আশা নিয়ে আসা।[30] যেন স্বাধীনতা, শান্তি ও আনন্দ ফিরে আসে।[31] সকলের জন্য। আর সব মন্দ থেকেও শেষ পর্যন্ত ভালো কিছু হয়।[32] যেন ঈশ্বর আবার একটি পরিবার পান। আর আমরা তাঁর সন্তান হতে পারি। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটতে পারে, তার মধ্যে এটাই সর্বোত্তম।

সুসমাচার ঈশ্বরের অঙ্গীকার যে, আজ যেমন আছে, তেমন থাকবে না। এই প্রতিজ্ঞা আজও বহাল। তা কখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। এটি তাঁর সব মানুষের জন্য। জগতের প্রতিটি স্থানে।

রাজ্যের সুসমাচার

সুসমাচার সত্যিই সহজ। প্রত্যেকের তা বোঝার কথা। তবুও এর নানা মাত্রা ও নানা দিক আছে। শুরুতে যতটা চোখে পড়ে, এর মধ্যে তার চেয়ে বেশি আছে। একটি হীরার কথা কল্পনা করুন। যত হীরা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টি। কাটা ও মসৃণ করা। তা আলোকে শুধু একটি তলে নয়, বরং প্রতিটি কাটা তলে ভেঙে নানা রঙে ছড়িয়ে দেয়। সুসমাচার নানাভাবে ও আশ্চর্য দীপ্তিতে ঝলমল করে। এ হলো খ্রীষ্টের মহিমা, যিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।[33]

29. যোহন ৩:১৬
30. গীতসংহিতা ২৭:১; ৪৩:৩; যিশাইয় ৯:২; ৬০:১; মথি ৪:১৬; যোহন ১:৪-৯; ৩:১৯-২১
31. লূক ২:১০
32. আদিপুস্তক ৫০:২০
33. ২ করিন্থীয় ৪:৪

এই বার্তা আমাদের কাছে কীভাবে এল?

বার্তাটি এল একজন ব্যক্তির মধ্যে। হ্যাঁ, বার্তাটি নিজেই একজন ব্যক্তি। এটি কোনো বিধান নয়। কোনো বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি নয়। কোনো প্রশ্নোত্তরমালা নয়। এটি একজন মানুষ। প্রশ্ন এই নয় যে, কী আমাদের পরিত্রাণ করতে পারে। প্রশ্ন হলো, কে আমাদের পরিত্রাণ করতে পারেন।

তিনি আমাদেরই একজন হলেন। তবুও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অন্যরকম: এমন একজন, যিনি একই সঙ্গে ঈশ্বর ও মানুষ। কিন্তু যিনি তাঁর ঈশ্বরত্বকে পেছনে সরিয়ে রাখেন এবং দীনতায়, এমনকি দুর্বলতায় আমাদের কাছে আসেন।

ঈশ্বর আমাদের কাছে নেমে আসেন। তিনি নিজেকে একেবারে ছোট করলেন।[34] সেই অসীম, যাঁকে আমরা চিন্তায় ধরতে পারি না। যাঁর আমাদের মতো কোনো শুরু নেই। তিনিই মানুষ হলেন। আমাদের একেবারে কাছে এলেন।[35] আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে কাছে। নেমে এলেন আমাদের চোখের সমতলে। সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের মাঝে। মানুষের রূপে।[36] মানুষ তাঁকে দেখল, তাঁর কথা শুনল, তাঁকে স্পর্শ করল, আলিঙ্গন করল।[37] তিনি দেখলেন, কথা বললেন, হৃদয়ে নাড়া খেলেন, কাঁদলেন, তিনি মানুষকে ভালোবাসলেন এবং সহমর্মিতায় তাদের স্পর্শ করলেন।

যেন আমরা অবশেষে বুঝি। তিনি কোনো শাসকের জাঁকজমক নিয়ে আসেননি। এলেন নাসরতের এক ছুতোর মিস্ত্রি। গালীলের নিচুতলার মানুষদের মধ্য থেকে। যীশুতে ঈশ্বর আমাদের কাছে আসেন। তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা সত্য করেন। যিশাইয় আগে থেকেই বলেছিলেন:

> প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্রগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বাঁধিয়া দিই; যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি, ও কারাবদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি ...[38]

নাসরতের সমাজগৃহে যীশু এই কথা নিজের প্রতি প্রয়োগ করেন: অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল।[39] তাঁর গোটা জীবন, তাঁর কথা ও কাজ, এই ভাববাণীর পূর্ণতা এবং এই সুখবরের নিখুঁত প্রকাশ।

34. ফিলিপীয় ২:৬-৮
35. যোহন ১:১৪
36. ফিলিপীয় ২:৫-১১
37. ১ যোহন ১:১-৩
38. যিশাইয় ৬১:১-২
39. লূক ৪:১৬-২২

যীশু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।[40] যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁরা স্বর্গীয় পিতাকে দেখেছিলেন।[41] তিনিই ঈশ্বরের মিশন। ঈশ্বর আমাদের যা বলতে চান, যীশু নিজেই তা।[42] ঈশ্বর কে এবং কেমন, তা যদি আমরা বুঝতে চাই, তবে যীশুর দিক থেকেই তাঁকে বুঝতে হবে। যীশুই ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ছবি। সুসমাচারের বিবরণগুলোতে যেমন বর্ণনা করা আছে। ঈশ্বর ঠিক এমনই।

তাই মথি, মার্ক, লূক ও যোহনের লেখা যীশুর চারটি জীবনবৃত্তান্তকে বলা হয় সুসমাচার। মার্ক এভাবে শুরু করেন: যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ; তিনি ঈশ্বরের পুত্র।[43]

যীশুর সঙ্গে সুখবরের শুরু। তাঁর সম্পর্কে লেখা আছে: ... যীশু গালীলে আসিয়া ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কাল সম্পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল; তোমরা মন ফিরাও, ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।'[44]

ঈশ্বরের রাজত্ব কী?

ঈশ্বরের রাজত্ব হলো প্রেম ও ন্যায়ে পরিচালিত তাঁর শাসন। আমাদের জগতের জন্য একমাত্র বিকল্প, যার ভবিষ্যৎ আছে। জগতের একমাত্র ভবিষ্যৎ।

বহু ইহুদি এর অর্থ বুঝেছিল এই যে, রোমান দখলদারেরা পরাজিত হবে আর তাদের স্বৈরশাসনের অবসান হবে। কিন্তু যীশুতে আসেন একজন সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক ক্ষমতাধর কোনো রাজা নন। কোনো যুদ্ধবীর নন। তাঁর রাজ্য, ঈশ্বরের রাজ্য, প্রত্যাশামতো যিরূশালেমে দায়ূদের সিংহাসনে শুরু হয় না, বরং শুরু হয় এক ভ্রাম্যমাণ প্রচারককে দিয়ে, যাঁর জীবন শেষ হয় ক্রুশে। এটি শুরু হয় সেই মানুষদের হৃদয়ে, যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করে ও জীবন বদলায়। তাঁর রাজ্য এই জগতের নয়।[45] এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। এটি ভিন্ন। হিংসা ছাড়া, নিপীড়ন ছাড়া, সামরিক দখল ছাড়া। এর শুরু ইস্রায়েলে, কিন্তু এর দৃষ্টি গোটা জগতের দিকে। সব মানুষের জন্য পরিকল্পিত।

যীশুতে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না। এর লক্ষ্য অন্য। যীশু দেশময় ঘুরে বেড়ান এবং প্রচার করেন মন ফেরানো ও ঈশ্বরের দিকে ফেরা। যীশুর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে এবং যারা তাঁকে অনুসরণ করে, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের শাসন বাস্তব হয়ে ওঠে। তিনি অগণিত রোগীকে সুস্থ করেন। মন্দ আত্মা তাড়ান। ঈশ্বরের রাজত্ব সেই মন্দ ও অদৃশ্য শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে, যারা মানুষকে যন্ত্রণা দেয়। শুধু রাজা বা সৈন্যদের মতো দৃশ্যমান কর্তৃপক্ষই নেই। এমন অদৃশ্য

40. কলসীয় ১:১৫; ইব্রীয় ১:১-৩
41. যোহন ১৪:৯
42. ইব্রীয় ১:২
43. মার্ক ১:১
44. মার্ক ১:১৪-১৫
45. যোহন ১৮:৩৬

শক্তিও আছে, যাদের অধীনে মানুষ কষ্ট পায়। একেবারে শুরুতে পরমদেশের উদ্যানে সেই প্রলোভনকারীর কথা মনে করুন। এ বিষয়ে পরে আরও বলা হবে।

মন্দ কোথা থেকে আসে এবং কেন আছে, যীশু সেই প্রশ্নের উত্তর দেন না। তিনি কাজ করেন। তাঁর পিতার দেওয়া দায়িত্বে ও ক্ষমতায় তিনি এর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। ঈশ্বরের রাজত্ব এই জগতে ভেঙে প্রবেশ করে এবং এমন কিছু বদলে দেয়, যা সেকালের রোমানদের চেয়ে অনেক গভীরভাবে ঈশ্বরের শাসনের বিরোধী। মানুষ যেখানে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়, ঈশ্বরের রাজ্য সেই স্তরেই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মন্দ, অন্যায়, ভণ্ডামি ও প্রেমহীনতা। এক কথায়: পাপ। পাপ মানুষকে আত্মিকভাবে অসুস্থ করেছে। মানুষের উপর ক্ষমতা লাভ করেছে। সেকালেও, আজও।

ঈশ্বর নিজেই পাপ, বেদনা ও ভয়, দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুর রঙ্গমঞ্চে আসেন। তিনি আসেন এই সবকিছু নিজের উপর তুলে নিতে এবং এর মধ্য দিয়ে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে।

ঈশ্বরের শাসন – সকলের জন্য সর্বোত্তম

৩০ বছর লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার পর যীশু সাড়ে তিন বছর প্রকাশ্যে কাজ করেন। তিনি সুস্থ করেন, মুক্ত করেন এবং শিক্ষা দেন, আসলে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ভণ্ডামি প্রকাশ করে দেন, ক্ষুধার্তদের তৃপ্ত করেন। এভাবে তিনি দেখান, ঈশ্বর কে এবং ঈশ্বর কী চান। এর মধ্য দিয়ে আমাদের মানুষদের কাছে দৃশ্যমান হয়, ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্য একদিন কেমন হবে। যীশুর কাজ কেবল শুরু। আর একটি প্রতিশ্রুতি। কারণ ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনায় আছে সেই মহান লক্ষ্য, যা যীশুর মধ্যে ইতিমধ্যেই ঝলক দিয়ে ওঠে: এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী, যেখানে যীশু যা কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তার কিছুই আর থাকবে না। এক নতুন পৃথিবী, যেখানে ঈশ্বর তাঁর পরিবারের সঙ্গে বাস করেন।[46] এক নতুন পৃথিবী, যা পরিবর্তিত ও নবীকৃত মানুষেরা যত্নের সঙ্গে শাসন করবে। স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসকেরা নয়। সুখবর হলো: জগতের রাজ্যগুলো তাদের সম্রাট ও রাষ্ট্রপতিদের নিয়ে লোপ পায়। ঈশ্বরের রাজ্য আসছে; আর চিরকাল থাকবে।[47]

যীশুর সঙ্গে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ এটি বিদ্যমান। বাইরে থেকে দেখলে লুকানো। দৃশ্যমান কোনো রাজা নেই। রাজা কিছু সময়ের জন্য চলে গেছেন, সেই দৃষ্টান্তের প্রভুর মতো, যিনি বিদেশে যাত্রা করেন। তাঁর রাজ্য তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে।[48] আজ এটি এক "ছদ্মবেশী" রাজ্য। কোনো সীমানা নেই। কোনো রাজধানী নেই। এটি বেঁচে আছে বিশ্বসাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক কাঠামোগুলোর পাশাপাশি। সর্বত্র, যেখানে মানুষ অনুপস্থিত, অদৃশ্য, কিন্তু প্রকৃত রাজা যীশুর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। তারা কোনো রকম হিংসা ছাড়াই এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।[49] তাদের অস্ত্র

46. প্রকাশিত বাক্য ২১:৩-৫
47. দানিয়েল ২:৪৪-৪৫; ৭:২৬-২৭
48. মথি ২৫:১৪-৩০

প্রেম। তারা অপেক্ষা করছে, কখন তাদের পুনরুত্থিত, স্বর্গে ফিরে যাওয়া যীশু আবার আসবেন। তিনি এমনটাই প্রতিজ্ঞা করেছেন।[50] রাজার প্রত্যাবর্তন – প্রকাশ্যে, দৃশ্যমানভাবে, প্রবল প্রতাপে। তখন সব বিশ্বসাম্রাজ্যের অবসান হবে। সেই অদৃশ্য শক্তিগুলোরও, যারা বিদ্বেষপূর্ণভাবে জগতের ঘটনাপ্রবাহে প্রভাব ফেলে।

সুখবর ঘোষণা করে, ঈশ্বরের প্রেম ও ন্যায়ের শাসনকে যা কিছু প্রতিরোধ করে, তার সবকিছুর উপর ঈশ্বরের বিজয়। যীশুর জীবনে এর শুরু হয়েছে। ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিজয় এখনও আসছে। তা অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে আসছে। তাঁর রাজ্য ইতিমধ্যেই এসেছে, কিন্তু এখনও পুরোপুরি নয়। এখনও দৃশ্যমান নয়। যীশু আবার না আসা পর্যন্ত এটি এক অস্থায়ী, রহস্যময় রূপে বিদ্যমান। তবুও এখনই আছে আগামী দিনের এক পূর্বাস্বাদ। পবিত্র আত্মায় শান্তি ও আনন্দ।[51] সারা পৃথিবীতে সুসমাচারের বিস্তার, আর এমন মানুষ, যারা প্রতিদিন কৃতজ্ঞ মনে রাজার হাতে নিজেদের সঁপে দেয় – এরা এই রাজ্যের অদৃশ্য অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। তেমনি আজও চিহ্ন, আশ্চর্য কাজ ও আরোগ্যদান।

সুসমাচার হলো এই ঘোষণা যে, নাসরতের যীশুই খ্রীষ্ট এবং তাঁকে সবকিছুর উপরে প্রভু করা হয়েছে।[52] পিতা পুত্রকে পাঠালেন। পুরাতন নিয়মে যে সব প্রাচীন ভাববাণী পড়া যায়, তিনি সেগুলো সব পূর্ণ করলেন। তিনি দায়ূদের বংশধর হিসেবে মানুষ হলেন। তিনি আমাদের জন্য ও আমাদের পাপের জন্য মারা গেলেন। তাঁকে কবর দেওয়া হলো, মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত করা হলো এবং ঈশ্বরের সিংহাসনে মুকুট পরানো হলো। সেখান থেকে তিনি রাজত্ব করেন। সমস্ত ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছে। যীশুই খ্রীষ্ট!

ঈশ্বরের পুত্রের সুসমাচার

যীশু খ্রীষ্টই সুসমাচার। নতুন নিয়ম একে বলে খ্রীষ্টের সুসমাচার।[53] প্রেরিতেরা এবং যাঁরা যীশুর শিষ্য ও অনুসারী হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই এটাই প্রচার করতেন।[54] তাঁরা তাঁকেই প্রচার করতেন।[55] এটাই রাজ্যের সুসমাচার। তিনিই রাজা। কিন্তু তিনি এর চেয়েও বেশি। আমাদের শুধু একজন রাজার প্রয়োজন নয়। আমাদের একজন মুক্তিদাতারও প্রয়োজন।

চারটি জীবনবৃত্তান্তকে সুসমাচার বলা হয়, কারণ সেগুলোই সুখবর। সেগুলোতে চোখে পড়ে যে, যীশু নিজের প্রচারের জন্য নিজে কোনো চেষ্টাই করেন না। লোকে তাঁকে রাজা বানাক, তাও তিনি

49. মথি ৫:৪৩-৪৮
50. প্রেরিত ১:১০-১১
51. রোমীয় ১৪:১৭
52. প্রেরিত ২:৩৬; ৩:২০-২৩; ১০:৩৬
53. রোমীয় ১৫:১৯; ১ করিন্থীয় ৯:১২; ২ করিন্থীয় ২:১২; ফিলিপীয় ১:২৭; ১ থিষলনীকীয় ৩:২
54. প্রেরিত ৮:৪, ১২, ২৫, ৩৫, ৪০; ১০:৩৬; ১১:২০; ১৩:৩৮; ১৪:৭, ১৫, ২১
55. প্রেরিত ৫:৪২; ইফিষীয় ৩:৮; ফিলিপীয় ১:১৭-১৮; কলসীয় ১:২৮

চান না।[56] যারা সুস্থ হয়েছে, তাদের কিছু না বলতে বলা হয়। তবুও তারা বলে, তাদের আনন্দ এতই বড়।[57] মন্দ আত্মায় পাওয়া লোকদের, আরও স্পষ্ট করে বললে, তাদের ভেতরের অশুচি আত্মাদের, যারা তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানত, তিনি কথা বলতে নিষেধ করেন।

খুঁটিয়ে দেখলে, তিনি আসলে কে ছিলেন, তা কেউই সত্যিই বোঝেনি। এমনকি তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষেরাও নয়। পিতর যদিও বলেন, 'আপনি সেই খ্রীষ্ট',[58] তবুও তিনি জানেন না যে, কেবল মৃত্যুবরণ করা ও পুনরুত্থিত এক খ্রীষ্টই সেই সব কথা পূর্ণ করেন, যা আগে থেকে বলা হয়েছিল।

শিষ্যদের সঙ্গে প্রায় দুই বছর কাটানোর পর যীশু তাঁদের বিস্মিত করে বলেন যে, তাঁকে হত্যা করা হবে। তাও যিরূশালেমে, মহান রাজার নগরে।[59] ফরীশী, প্রধান যাজক ও শাস্ত্রবিদদের ঘৃণার কারণে। একই সঙ্গে তিনি বলেন যে, তিন দিন পরে তিনি পুনরুত্থিত হবেন।[60]

সবকিছু কি এক অকল্পনীয় বিয়োগান্ত ঘটনায় শেষ হওয়ার কথা? এটা কি সুখবর হতে পারে? এমন এক রাজা, যাঁকে হত্যা করা হয়?

কিন্তু যীশু বলেন যে, অনেকের জন্য তাঁকে মুক্তির মূল্য হিসেবে তাঁর প্রাণ[61] দিতে হবে। ক্রয়মূল্য হিসেবে তাঁর প্রাণের বিনিময়। অনেককে মুক্ত করার জন্য। মূল্য দিয়ে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য। পাপ ও মৃত্যুর কারাগার থেকে। আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মপ্রেম ও নানা আসক্তি থেকে। অদৃশ্য শক্তিগুলোর কবল থেকে। এই মৃত্যুর হওয়ার কথা ছিল এক সর্বব্যাপী, জগৎ-বদলে-দেওয়া পরিত্রাণের ঘটনা। কোনো দুর্ঘটনা নয়, কোনো পরাজয় নয়।

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল তা পূর্ণ করা,[62] যা শুনতে এত স্ববিরোধী লাগত।[63] তিনি তা আগে থেকেই জানতেন।[64] মানুষের মুক্তির জন্য মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। নিজের প্রাণ দিয়ে। তিনি মানুষ হলেন, যেন তাদের জন্য মরতে পারেন।[65] এমন একজন, যিনি কেবল ভালো কাজ করেছেন ও ভালো কথা বলেছেন। যিনি সম্পূর্ণ পাপহীন ছিলেন।[66] আমাদের সবার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আত্মনিবেদন ও প্রতিবেশীর সেবায় পূর্ণ এক জীবন। স্বার্থপরতার লেশমাত্র ছাড়া। এমন মূল্যবান, শুদ্ধ ও পবিত্র এক জীবন, যার কখনো শেষ হওয়া উচিত ছিল না। সুসমাচার হলো যীশুর জীবন ও কাজ।

56. যোহন ৬:১৫
57. মার্ক ১:৩৪, ৪৩-৪৫; ৫:৪৩; ৮:২৬
58. মথি ১৬:১৩-২০; লূক ৯:১৮-২১
59. গীতসংহিতা ৪৮:২; মথি ৫:৩৫; ২১:৫
60. মথি ১৬:১৩-২১; মার্ক ৮:২৭-৩২; লূক ৯:১৮-২২, ৪৪-৪৫; ১৮:৩১-৩৪
61. গীতসংহিতা ৪৯:৭; মথি ২০:২৮; মার্ক ১০:৪৫; ১ তীমথিয় ২:৬
62. লূক ৯:৫১
63. লূক ১২:৫০; যোহন ১৭:৪; ১৯:২৮-৩০
64. যোহন ১৮:৪
65. ইব্রীয় ২:১৪
66. ২ করিন্থীয় ৫:২১; ১ পিতর ২:২২; ইব্রীয় ৪:১৫; ১ যোহন ৩:৩, ৫

শুধু তাঁর নৈতিক নিখুঁততা নয়। পাপ, রোগ, মন্দ আত্মার দখল ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিরোধ, তাঁর সংগ্রাম ও বিজয়ও।

মৃত্যুতেই এই জীবনের পৌঁছানোর কথা ছিল এর চূড়ান্ত শিখরে, এর পূর্ণতায়, এমনকি এর চরম বিজয়ে। এমন এক মৃত্যু, যা সবকিছু বদলে দিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ক্ষমতার পালাবদল।

তাঁর প্রেম মন জয় করে। যেভাবে তিনি মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাদের খুঁজে ফেরেন, তাদের তুলে দাঁড় করান, তাদের সুস্থ করেন, তাদের মূল্য দেন। কোনো ভেদাভেদ ছাড়া – ছোট ও বড়, রোগী ও পাপী সবাইকে। এই যীশুকেই প্রচার করা হয়। যিনি মারা গেলেন, পুনরুত্থিত হলেন এবং জীবিত আছেন। আর আজ সুসমাচারে অদৃশ্যভাবে, অথচ অনুভব করার মতো প্রবলভাবে উপস্থিত। যিনি মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সুসমাচারের মুখোমুখি হওয়া মানে যীশুরই মুখোমুখি হওয়া। তিনি আজ জীবিত, ঠিক ততটাই বাস্তব, যতটা তখন, যখন তিনি ইস্রায়েলে ঘুরে বেড়াতেন। এখন পুনরুত্থিত জন হিসেবে, যিনি ঈশ্বরের স্বর্গীয় মহিমায় বাস করেন। ঈশ্বরের সিংহাসনে। কিন্তু তাঁর আত্মার মাধ্যমে তিনি সর্বত্র উপস্থিত, যেখানে আনন্দের সংবাদ প্রচার করা হয়। এর প্রমাণ হলো, প্রতিদিন মানুষ বিশ্বাসের বাধ্যতায় যীশুর দিকে ফেরে এবং তাঁকে অনুসরণ করে।

পিতা পুত্রকে পাঠালেন আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে, অর্থাৎ আমাদের পাপের ক্ষমা হিসেবে। এটাই প্রমাণ যে, তিনি জগৎকে ভালোবাসেন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা জগতের পরিত্রাণে একতাবদ্ধ।[67]

রাজা ও ক্রুশ

যীশু তাঁর পরিণতির দিকে মনোযোগ স্থির রেখেছিলেন। অকালে আসা এক সমাপ্তি।[68] কিন্তু একই সঙ্গে নতুন কিছুর শুরু। অনেক বড় কিছুর। তিনি এসেছিলেন মুক্তির মূল্য হিসেবে তাঁর প্রাণ দিতে। অনেকের জন্য মুক্তি! এটাই ছিল তাঁর পিতার অন্তরের বাসনা ও ইচ্ছা।[69] আর যীশু এই ইচ্ছা পূর্ণ করতে সর্বস্ব পণ করলেন। আসুন, আমরা যীশুর জীবনের শেষ অঙ্কের কাছে যাই। এটি এতই ব্যাখ্যাতীত যে, আমরা তা করি ভেবেচিন্তে ও সংযমের সঙ্গে।

রাজহত্যা

শিষ্যদের সঙ্গে তিনি নিস্তারপর্বের জন্য হেঁটে যিরূশালেমে যান। নগরের সামনের পথে এবং নগরে প্রবেশের সময় তাঁকে রাজার মতো, এমনকি রাজা হিসেবেই বরণ করা হয়। অবশেষে কি রাজত্ব শুরু

67. যোহন ৩:১৬; ১ যোহন ৪:৯-১৪
68. গীতসংহিতা ১০২:২৪
69. লূক ২২:৪২

হচ্ছে?

নগর লোকে ঠাসা। অগণিত তীর্থযাত্রী পথে। পুরো এক সপ্তাহ তিনি সেখানে থাকেন।[70] আজ আমরা একে বলি যন্ত্রণাভোগের সপ্তাহ। তিনি শিক্ষা দেন এবং শাস্ত্রবিদদের সঙ্গে অবিরাম তর্কবিতর্কে লিপ্ত থাকেন। তারা তাঁকে কোণঠাসা করে ফাঁদে ফেলতে চায়, কিন্তু বারবার তাঁর প্রজ্ঞার সামনে নিজেরাই ধরা পড়ে যায়। তিনি ধর্মীয় নেতাদের ভণ্ডামি ও প্রেমহীনতা প্রকাশ করে দেন। জনসমাজে এর প্রভাব বিরাট। মন্দিরে তাঁর সেই কাজ – যখন তিনি অল্প সময়ের জন্য বলপ্রয়োগ করে মন্দির-প্রাঙ্গণে মুদ্রা-বিনিময়কারীদের টেবিল উল্টে দেন – জাতির নেতাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। তারা এই আপত্তিকর নাসরতীয়কে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যীশু শিষ্যদের সঙ্গে ইহুদিদের নিস্তারপর্ব পালন করেন। এই নিস্তারপর্বের ভোজের সময় তিনি নতুন কিছুর সূচনা করেন। তিনি একটি রুটি নিয়ে ভাঙেন এবং এই কথা বলে শিষ্যদের মধ্যে ভাগ করে দেন: ইহা আমার শরীর, যাহা তোমাদের নিমিত্ত দেওয়া যায়। তারপর তিনি দ্রাক্ষারসের একটি পানপাত্র নিয়ে বলেন: ইহা আমার রক্ত, নূতন চুক্তির রক্ত, যাহা পাপমোচনের নিমিত্ত পাতিত হয়।[71] সেই সময় শিষ্যেরা বুঝতে পারেননি, এই কথাগুলো কত সুদূরপ্রসারী ও গভীর ছিল।

তারপর সবকিছু আপন গতিতে এগোয়। যীশু তাঁর নিজেরই এক শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন।[72] তাঁকে বন্দি করা হয়।[73] প্রধান যাজকদের সামনে হাজির করা হয়।[74] তাঁকে রোমান দেশাধ্যক্ষ পীলাতের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়।[75] তারা তাঁকে নির্যাতন করে। সবকিছু যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যীশু শক্তিগুলোর হাতের খেলার পুতুল হয়ে পড়েন। তিনি গভীর অর্থপূর্ণভাবে বলেছিলেন: এই তোমাদের সময় এবং অন্ধকারের অধিকার।[76] ক্রুশের ঘটনায় শুধু সুপরিচিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতারাই সক্রিয় ছিল না, অদৃশ্য শক্তিগুলোও সক্রিয় ছিল। সবকিছু একজোট হলো ঈশ্বরের পুত্রের বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে।

মানুষের প্রতি অবজ্ঞায় ভরা এই প্রহসন শেষ হলো ক্রুশারোপণে। সবচেয়ে নিষ্ঠুর হত্যাপদ্ধতিগুলোর একটি দিয়ে যীশুকে হত্যা করা হলো। সেই স্মরণীয় শুক্রবারে।[77] দুজন অপরাধীর সঙ্গে, বাঁয়ে ও ডানে, তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়। দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত, যখন সূর্য আকাশের সবচেয়ে উঁচুতে, তখন অন্ধকার নেমে আসে।[78] ক্রুশবিদ্ধ যীশু চিৎকার করে বলেন: ঈশ্বর

70. মথি ২১-২৭
71. মথি ২৬:২৬-৩০; মার্ক ১৪:২২-২৬; লূক ২২:১৪-২০
72. মথি ২৬:১৪; মার্ক ১৪:১০
73. যোহন ১৮:১-১১
74. যোহন ১৮:১২-২৪
75. যোহন ১৮:২৮-১৯:১৬
76. লূক ২২:৫৩
77. যোহন ১৯:১৭-২৪
78. লূক ২৩:৪৪

আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?[79] সেখানে অসাধারণ কিছু ঘটে। শেষে যীশু চিৎকার করে এমন কথা বলেন, যা কখনো শোনা সব কথার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: সমাপ্ত হইল![80] গ্রিক শব্দ tetelestai – যীশু সম্ভবত অরামীয় ভাষায় কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন – এর অর্থ: দায়িত্ব পূর্ণ হয়েছে। যে সবকিছুর জন্য তিনি এসেছিলেন, সবই সম্পন্ন। মুক্তির মূল্য দেওয়া হয়ে গেছে। এই কথার ঠিক পরেই তিনি মারা গেলেন। তিনি তাঁর আত্মা তাঁর পিতার হাতে সমর্পণ করলেন।[81]

যে রোমান শতপতি ক্রুশারোপণ পরিচালনা করেছিলেন, যিনি সবকিছু খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন, তিনি গভীরভাবে নাড়া খান। তিনি বলেন: সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।[82]

অনেকে বহুদিন ধরে যা চাইছিল, অবশেষে তা সম্পন্ন হলো। মানুষ প্রকাশ করে দিল, তাদের হৃদয়ে কী আছে। এর চেয়ে খারাপ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর আর কিছু হতে পারত না। হিংসা, ঘৃণা ও অন্ধকারের শক্তিগুলো জয়ী হয়েছিল।

যীশুর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই টেকেনি। নির্দোষ জন এক অপরাধীর মৃত্যু বরণ করেন। সমস্ত কষ্টের মধ্যেও যীশু নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেননি।[83] তাঁর প্রার্থনা নজিরবিহীন: পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।[84] পিতা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগের পথে হাঁটেন। তবে তা যীশুকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করে না। পিতা তাঁর পুত্রকে রেহাই দিলেন না।[85]

যীশু খুব তাড়াতাড়ি মারা যান, তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ অন্যদের আগেই। অরিমাথিয়ার যোষেফ, ইহুদিদের মহাসভার একজন সদস্য, দেহটি তাঁর নিজের অব্যবহৃত সমাধিগুহায় রাখেন।[86] যাঁরা যীশুর উপর আশা রেখেছিলেন, তাঁদের সবার জগৎ ভেঙে পড়ে। আশা মরে সবার শেষে। এখন সেই আশাও মরে গিয়েছিল।

রবিবার সকালে নারীরাই যীশুর দেহে সুগন্ধি মাখাতে সমাধিগুহায় আসেন। তাঁরা হতভম্ব: টন-ভারী সমাধি-পাথরটি সমাধির পাশে পড়ে আছে। খোলা সমাধিতে তাঁরা যীশুর দেহ খুঁজে পান না। সমাধি শূন্য। তাঁর দেহ আর সেখানে নেই। এর বদলে স্বর্গদূতেরা, যাঁরা বলেন:

তিনি এখানে নাই; কেননা তিনি উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন।[87]

79. মথি ২৭:৪৬
80. যোহন ১৯:৩০
81. লূক ২৩:৪৬; যোহন ১৯:৩০
82. মার্ক ১৫:৩৯
83. যিশাইয় ৫৩:৭; ১ পিতর ২:২৩
84. লূক ২৩:৩৪
85. যোহন ৩:১৬; রোমীয় ৮:৩২
86. যিশাইয় ৫৩:৯; লূক ২৩:৫০-৫৬
87. লূক ২৪:১-১২; যোহন ২০:১-১০

প্রত্যাশার চেয়ে ভিন্ন

শিষ্যেরা কেবল ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে, তাঁদের গুরু পুনরুত্থিত হয়েছেন। যতক্ষণ না যীশু তাঁদের দেখা দেন এবং তাঁরা তাঁকে দেখেন ও স্পর্শ করেন। এ তিনিই। সেই একই জন, অথচ কোনোভাবে ভিন্ন। পুনরুত্থিত। এক নতুন দেহ। তবুও: হাতে ও পায়ে পেরেকের চিহ্ন, তাঁর পাঁজরের ক্ষত স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি তাঁদের সঙ্গে খান, অথচ বন্ধ দরজা ভেদ করে চলে যান। কখনো এখানে, কখনো সেখানে।[88] বহু শিষ্যকে দেখা দেন। তাঁর ভাই যাকোবকেও।[89] মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত জন হিসেবে এক নতুন অস্তিত্বে তিনি অন্যরকম, অথচ একই সঙ্গে তাঁদেরই যীশু।

তাঁরা বুঝতে শুরু করেন যে, তিনি তাঁদের সবকিছু আগেই বলে রেখেছিলেন। ৪০ দিন ধরে তাঁরা এখন পুনরুত্থিত যীশুর সঙ্গে থাকেন। তিনি অনেক প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁদের সন্দেহ দূর করেন। তাঁদের নতুন করে দিশা দেন। তাঁদের নতুন দায়িত্বের জন্য। রাজ্য সম্পর্কে তিনি তাঁদের শিক্ষা দেন।[90] তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে। কেন তাঁকে মরতে হলো। তিনি আগেও তা বলেছিলেন, কিন্তু এখন তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। এটি কোনো অর্থহীন বিয়োগান্ত ঘটনা ছিল না। এ ছিল ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনা, যার কেন্দ্রে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান। এক আত্মিক ভূমিকম্পের উৎসকেন্দ্র, যা জগৎকে কাঁপিয়ে দিল। এক নতুন যুগের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রণাঙ্গনের ও ক্ষমতার পালাবদল।

আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগবে, একটি ক্রুশের কেন এই মহাজাগতিক তাৎপর্য থাকবে। ক্রুশ তো আর সবকিছুরই প্রতীক, কেবল এর নয়। ক্রুশীয় মৃত্যুর উদ্দেশ্য মানুষকে তার মানবিকতা থেকে বঞ্চিত করা, চরমভাবে অপমান করা এবং স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা।

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ক্রুশ

ক্রুশকে আমরা দেখি দূর থেকে। বহু কাল আগে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা। এমন এক জগতে ও সংস্কৃতিতে, যা নানা দিক থেকে আমাদের নিজেদের জগৎ ও সংস্কৃতির কাছে অচেনা মনে হয়। কিন্তু এই ক্রুশকে যদি আমরা ঠিকভাবে বুঝি, তবে এই দূরের ক্রুশেই আবিষ্কার করি যে, ঈশ্বর আমাদের কাছেই আছেন।

শিষ্যেরা বুঝতে শুরু করলেন যে, মশীহের মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনা ছিল না। এ ছিল আমাদের মুক্তির মূল্য। তাঁরা উপলব্ধি করলেন ও প্রচার করলেন যে, ঠিক এভাবেই ঘটার কথা ছিল।[91] এর প্রয়োজন ছিল। কারণ খ্রীষ্ট মারা গেলেন আমাদের জন্য।[92] অবোধ্য ঘটনার উপর তাঁরা পরে কোনো মনগড়া

88. লূক ২৪:১৩-৪৯; যোহন ২০:১১-৩১; ২১:১-১৪
89. ১ করিন্থীয় ১৫:৫-৭
90. প্রেরিত ১:৩
91. প্রেরিত ২:২২-২৪; ৩:১৮, ২৪; ৮:৩৫; ৯:২২; ১৩:৩২, ৩৮; ১৮:২৮; ২৬:২৩
92. ১ করিন্থীয় ১৫:৩; গালাতীয় ১:৪; ৩:১৩; ১ থিষলনীকীয় ৫:১০; তীত ২:১৪; ১ পিতর ২:২৪; ১ যোহন ৩:১৬; প্রকাশিত বাক্য ১:৫

অর্থ চাপিয়ে দিতে চাননি। নিজেদের ও অন্যদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। কারণ যীশুর কথার মধ্য দিয়ে – তাঁর মৃত্যুর আগে ও পরে বলা কথার মধ্য দিয়ে – তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপন করেছেন ও মহিমায় উন্নীত করেছেন। জগতের ভবিষ্যৎ এখন তাঁরই উপর নির্ভর করে। ক্রুশের ঘটনায়, তাঁর আত্মবলিদানে তাঁরা চিনতে পারলেন, ঈশ্বর জগৎকে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করেছেন।[93] আর যীশু যে বলি হিসেবে জগতের পাপ বহন করেছেন ও দূর করে দিয়েছেন, তা-ও।[94]

যীশু প্রতিরোধহীনভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন বলেই স্পষ্ট হলো, ঈশ্বরের প্রেম কত মহান। ক্রুশের উপর বিকৃত ও নির্যাতিত যীশুর মধ্যে পুনর্মিলনের জন্য ঈশ্বরের হাত বাড়ানো।

আমাদের জন্য বলিদান

ইস্রায়েলে পশুবলির এক উপাসনা-প্রথা ছিল। আরও অনেক জাতিরও ছিল। কোথাও কোথাও তা আজও আছে। নতুন নিয়ম যীশুর মৃত্যুকে বর্ণনা করে একটি বলি হিসেবে, যেন ইস্রায়েলের দেওয়া সব পশুবলির পূর্ণতা হিসেবে।[95] এটি একটি রূপক, আমাদের জন্য এক সহায়তা, যেন আমরা বুঝি যীশু কী সম্পন্ন করলেন। বলির ধারণা কোনো উপাসনা-প্রথার বাইরেও অপরিচিত নয়। যখন একজন মানুষ অন্যদের বাঁচানোর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে।

বলির পশুকে বেদিতে শান্তভাবে হত্যা করা হতো। কিন্তু যীশুকে মানুষ খুন করল। তিনি সহজে বা তাড়াতাড়ি মারা যাননি। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বলির স্বরূপের মধ্যে আছে রক্তপাত ও মৃত্যু, কিন্তু যন্ত্রণা বা নিষ্ঠুরতা নয়। যীশুর মৃত্যু ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে হিংস্র ও জঘন্য এক ঘটনা। ক্রুশীয় মৃত্যুর উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখিয়ে অন্যদের নিবৃত্ত করা। মানুষ তা বুঝুক বা না বুঝুক, যীশুর বিরুদ্ধে তাদের হিংসা ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হিংসা।

জগতের হিংসার প্রতি ঈশ্বরের নিজের প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, মন্দের শক্তিগুলোকে শূন্যে পরিণত করা হলো। সেগুলোকে সহ্য করে ও নিজের মধ্যে শুষে নিয়ে। তাই এটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, আক্রান্ত হয়েও যীশু নিজেকে রক্ষা করেননি। ক্ষমার মধ্যে আছে অন্তরের বেদনা সহ্য করা, শুষে নেওয়া। আর তিক্ততা, ক্ষোভ, ঘৃণা ও প্রতিশোধকে জন্মাতে না দেওয়া। ঈশ্বর জগতে আসেন নির্দোষ বলি হিসেবে। শেষ পর্যন্ত বলির মৃত্যুকে হতে হলো অনন্য। কেবল এক আনুষ্ঠানিক পশুবলি নয়। আসলে পুরাতন নিয়মের বলিগুলো ছিল প্রকৃত বলির পূর্বছায়া মাত্র।

যীশু মারা গেলেন আমাদের পাপের কারণে, কিন্তু সর্বোপরি আমাদের পাপের জন্য।[96] তিনি ছিলেন ঈশ্বরের বলির মেষশাবক, যিনি জগতের পাপ দূর করেন।[97] বলি হিসেবে তিনিই একমাত্র

93. ২ করিন্থীয় ৫:১৯-২১
94. যোহন ১:২৯, ৩৬
95. ইফিষীয় ৫:২; ইব্রীয় ৭:২৭; ৯:১৪, ২৬; ১০:১২, ১৪
96. ১ করিন্থীয় ১৫:৩

উপায়, যেন আমরা আমাদের পাপ থেকে, আমাদের অশুচিতা থেকে শুচি হই। যেন পবিত্র ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারি।

বলির পশুর উপরে হাত রেখে বা হাত চেপে ধরে বলিদাতা নিজেকে বলির সঙ্গে একাত্ম করে। কিছু একটা বলির উপর চলে যায়। কলঙ্ক, অশুচিতা বলির উপর চলে যেত এবং এভাবে ধ্বংস হতো। বলি হয়ে ওঠে এক ধরনের স্থলাভিষিক্ত। বলি – আরও স্পষ্ট করে বললে, বলির রক্ত – পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারত। পাপের প্রায়শ্চিত্তের অর্থ, আমাদের পাপ মুছে ফেলা হয়। আর পাপ যা কিছু ঘটিয়েছে, তাও বাতিল করা হয়। পাপকে ঢেকে দেওয়া হয়, পাপের ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া হয়। যা ভেঙে গিয়েছিল, তা আবার অটুট হয়।

যীশু সব পশুবলির পূর্বছায়াকে পূর্ণ করেছেন। আর একই সঙ্গে সেগুলোর অবসান ঘটিয়েছেন।[98] সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় করে দিয়েছেন। এবার একজন পাপহীন মানুষ আমাদের পাপের জন্য মারা গেলেন। পাপীদের জন্য একজন নিখুঁত জন। আমাদের পাপ, লঙ্ঘন ও অপকর্ম, ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে আমাদের অগণিত অপরাধ, আমাদের অবাধ্যতা – এসব তিনি নিজের উপর তুলে নিলেন। যেন তিনি নিজেই সেগুলো করেছেন। আর চিরকালের জন্য সেগুলো সরিয়ে দিলেন।[99] নিজের মৃত্যুর মধ্যে নিয়ে গিয়ে। ক্রুশের উপর তিনি বহন করলেন আমাদের পাপ ও আমাদের পাপসমূহের বোঝা। সেখানে ক্রুশের উপর ঈশ্বর তাঁর পুত্রের ব্যক্তিসত্তায় পাপকে দোষী সাব্যস্ত করলেন, এমনকি পাপের বিচার করলেন।[100] এভাবে তাঁর মৃত্যু অন্য ক্রুশবিদ্ধদের মৃত্যুর মতো ছিল না। এখানে একজন পাপীর মৃত্যু বরণ করলেন এমন একজন, যিনি পাপী ছিলেন না। বলি হিসেবে আমাদের পাপ ও অন্যায়ের ভারে ভারাক্রান্ত। গোটা জগতের পাপের সঙ্গে এক করে দেওয়া – এ এক অসহনীয় প্রক্রিয়া। অন্যদের জন্য পাপকে দোষী সাব্যস্ত করার রায় নিজের মধ্যে বহন করা – জগতের কোনো বেদনা বা কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে এর তুলনা হয় না।[101] এ এক অনন্য ঘটনা। এ ঘটে এক যন্ত্রণাদায়ক ক্রুশারোপণের সবচেয়ে মানববিদ্বেষী পরিবেশের মধ্যে। এই ছিল মূল্য। অন্য দুটি ক্রুশের মাঝখানে এই ক্রুশে ঘটেছিল সর্বকালের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণাভোগ।

এই যন্ত্রণাভোগই নিশ্চয়তা দেয় যে, ভবিষ্যৎ মনুষ্যপুত্রের হাতে। ঈশ্বর নিজে যে যন্ত্রণা নিজের উপর তুলে নিয়েছেন, সেই যন্ত্রণার গভীরতা এক রহস্যই থেকে যায়। ঈশ্বর নিজেই একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান তৈরি করেন: তাঁর পুত্রের অনন্য বলিদান। এটি তা পূর্ণ করে, যা আমরা কখনো পারতাম না: যা ঘটেছে তা না-ঘটা করে দেওয়া বা নিজেরা তা সম্পন্ন করা।

আমাদের জন্য ও ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি হিসেবে যীশুর আত্মনিবেদনই আমাদের প্রতি সীমাহীন প্রেম, উদারতা ও আনুকূল্যের প্রমাণ ও ভিত্তি, এর সূচনাবিন্দু।

97. যোহন ১:২৯, ৩৬; ১ পিতর ১:১৮-২১
98. ইব্রীয় ৭:২৭; ৯:২৬, ২৮; ১০:১০, ১৪
99. ইব্রীয় ৮:১২; ১০:১৭; মীখা ৭:১৯
100. রোমীয় ৮:৩
101. রোমীয় ৮:৩; ২ করিন্থীয় ৫:২১

মৃত্যুবরণ করা, মৃত এক খ্রীষ্ট আমাদের কোনো সাহায্য করেন না।[102] বাকি রইল সবকিছুর নিষ্পত্তিকারী প্রশ্ন: ঈশ্বর কি সত্যিই তাঁর পুত্রের বলিদান গ্রহণ করেছেন?

হ্যাঁ! ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপন করলেন। যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপন করা এক আশ্চর্য কাজের চেয়েও বেশি। এক বিস্ময়চিহ্নের চেয়েও বেশি। এটি ঘোষণা করে যে, ঈশ্বর এই অনন্য বলিদান আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং এখন পাপীদের ধার্মিক বলে ঘোষণা করতে পারেন।[103] এর অর্থ, তিনি শর্তহীনভাবে অনুগ্রহ দেখান ও ক্ষমা করেন। আর পাপীদের ধার্মিক করে তোলেন।[104] যেন তারা কখনো পাপ করেনি।

ঈশ্বরের কি বলির প্রয়োজন?

খ্রীষ্টের ক্রুশ নিয়ে অন্তহীনভাবে ভাবা যায়। আপনিও কি কখনো নিজেকে প্রশ্ন করেছেন: ঈশ্বরের কি বলির প্রয়োজন? অথবা, প্রেমের ঈশ্বর কীভাবে নিজের ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য বলি দাবি করতে পারেন?

প্রথমেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বলির প্রয়োজন ছিল আমাদেরই। ঈশ্বরের নয়। সমস্যা ছিল আমাদের। ঈশ্বরের নয়। আমরা পাপ করেছি, আর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, ক্ষতিপূরণের জন্য আমাদেরই বলি আনার কথা। কারণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন কিছু, যার দায় লঙ্ঘনকারীর। কিন্তু একমাত্র যিনি পরিস্থিতিকে ঠিক করে দিতে পারেন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তিনিই মূল্য দেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার জন্য। ক্ষমা করতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক হয়ে। যীশুতে ঈশ্বর ঠিক এটাই করেন।

আমিও নিজেকে প্রশ্ন করেছি, রক্তপাতময় বলি ছাড়া চলত কি না। বিশেষ করে যীশুর ভয়ংকর ক্রুশীয় মৃত্যু ছাড়া। ক্রুশে দেওয়ার কিছু আগে গেৎশিমানী বাগানে যীশু প্রার্থনা ও মিনতি করেন। আতঙ্কিত ও বিহ্বল। তিনি তাঁর পিতার কাছে, যাঁর পক্ষে তো সবকিছুই সম্ভব, মিনতি করেন, ক্রুশ থেকে কি তাঁকে রেহাই দেওয়া যায়। দুঃখভোগের পানপাত্র যেন তাঁর কাছ থেকে সরে যায়। কিন্তু যীশু পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি বিনা প্রতিরোধে মিথ্যা রায়ের দিকে ও ক্রুশের ঘটনার মধ্যে এগিয়ে যান।[105]

বাগানের সেই কথাগুলোই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়: ক্রুশ ও যীশুর মৃত্যু ছাড়া ঈশ্বরের পরিত্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। সত্যিই, ঈশ্বরের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব – কিন্তু পরিত্রাণের জন্য তাঁর নিজস্ব পথ আছে। এটি তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাঁর জগৎ। জীবনের নিয়ম ও কাঠামো তিনিই ঠিক করেন। আমাদের প্রয়োজন ছিল একজন স্থলাভিষিক্তের। আমাদের প্রয়োজন ছিল এমন

102. ১ করিন্থীয় ১৫:১৭
103. রোমীয় ৪:২৪-২৫; ১ করিন্থীয় ১৫:৩
104. রোমীয় ৩:২১-২৬; ৫:১, ৯
105. মথি ২৬:৩৬-৪৬; মার্ক ১৪:৩২; লূক ২২:৩৯

একজন উদ্ধারকারীর, যিনি মৃতদের মধ্য থেকে উঠবেন এবং আমাদেরও টেনে জীবনে নিয়ে আসবেন। আমাদের প্রয়োজন ছিল এমন একজন উদ্ধারকারীর, যিনি মৃত্যুর ক্ষমতাকে পরাজিত করবেন – নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে। যিনি মৃত্যু-শত্রুর দুর্গে ঢুকে পড়বেন এবং শিকল ও দরজা ভেঙে চুরমার করবেন।

ঈশ্বরের প্রেম ও যীশুর প্রেম দুঃখভোগের চেয়ে শক্তিশালী। যীশু কিসের ভয়ে এমন সীমাহীনভাবে আতঙ্কিত ছিলেন? রোমানদের হাতে ক্রুশে হত্যার ভয়ে? নিশ্চয়ই। কিন্তু এই ভয়েও যে, তাঁকে আমাদের পাপের সঙ্গে এক করে দেখা হবে। আমাদের পাপ বহন করতে হবে। যেন তিনি নিজেই এর হোতা ও অপরাধী। এখানেই নিহিত সবচেয়ে বড় বিষয়, যা আমাদের কল্পনার অতীত। এমন কিছু, যা সেদিন গলগথায় উপস্থিত কেউ বোঝেনি, এমনকি আঁচও করেনি। ক্রুশে মুখোমুখি হয় ঈশ্বরের সীমাহীন প্রেম ও পবিত্রতা, জগতের অগণিত পাপ, মানুষের ঘৃণা এবং অন্ধকারের শক্তিগুলো। যীশুকে তা সহ্য করতে হয়। বহন করতে ও সয়ে যেতে হয়। এবং তা নিজের মৃত্যুর মধ্যে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়।

ক্রুশ ছাড়া যদি ঈশ্বরের পরিত্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া সম্ভব হতো, তবে গলগথায় এই সমাপ্তি ঘটত না! ইতিহাসের মোড় ঘোরানো বিন্দু হিসেবে ক্রুশ এক স্ববিরোধই থেকে যায়। কিন্তু আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের শক্তি ও প্রজ্ঞা বলে প্রমাণিত হয়। আবারও বলি: এটাই তাঁর পথ।

এটি মানুষের উদ্ভাবন নয়। যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ এক ভগ্ন জগতের প্রতি ঈশ্বরের উত্তর। খ্রীষ্টানদের, যীশুর অনুসারীদের ক্রুশের জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে না। এটি এক হোঁচট খাওয়ার পাথর হয়েই থাকে। যারা বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য একে কোনো গ্রহণযোগ্য রূপে বা যুক্তিতে বেঁধে দেওয়া যায় না।

শান্ত হওয়ার জন্য বা নিজের ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য ঈশ্বরের বলির প্রয়োজন আছে কি না – এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া যায়: আমরা সবাই ঈশ্বরের ক্রোধের অধীন।[106] ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশিত হয়েছে[107] এবং ভবিষ্যতের বিচারে তা দেখা দেবে।[108]

কিন্তু ঈশ্বর ক্রোধে ধীর।[109] তিনি তাঁর ক্রোধ সংবরণ করেন। তিনি মন্দকে নিজের উপর তুলে নেন এবং শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। ক্ষমার সঙ্গে বহন করা ও সহ্য করার সম্পর্ক আছে। ঈশ্বর নিজেই তাঁর প্রজা ইস্রায়েলের অন্যায় বহুবার সহ্য করেছেন। গলগথা এর চূড়ান্ত শিখর। সেখানে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের পাপ সহ্য করেন এবং সেই উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকেন, যা আমরা মানুষেরা সর্বশক্তিমান হলে দিতাম। কিন্তু ঈশ্বর নীরব থাকেন। তিনি গেৎশিমানীর প্রার্থনার উত্তর দেন

106. যোহন ৩:৩৬; রোমীয় ৩:৫; ইফিষীয় ২:৩
107. রোমীয় ১:১৮
108. রোমীয় ২:৫, ৮; ৫:৯; কলসীয় ৩:৬; ১ থিষলনীকীয় ১:১০
109. যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬; গণনাপুস্তক ১৪:১৮

না, বরং ক্রুশে যীশুর প্রার্থনার উত্তর দেন: পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।[110]

ক্রুশে ঈশ্বর তাঁর ক্রোধের অবসান ঘটান। তিনি তা সংবরণ করেন! ক্রুশ সেই স্থান, যেখানে ঈশ্বরের ক্রোধের সমাপ্তি ঘটে। সেই স্থান নয়, যেখানে তাঁর ন্যায্য ক্রোধ জ্বলে ওঠে, বরং যেখানে তা নিভে যায়। এর প্রমাণ তাঁর প্রতিরোধহীন আত্মনিবেদন। ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বর হিসেবে।

এক হোঁচট খাওয়ার পাথর। কিন্তু আমাদের জন্য এ এক পারমাণবিক গলন (মেল্টডাউন), যার মধ্যে ক্রোধ ও হিংসা মিলিয়ে যায়। পাপ ও মৃত্যুর ক্ষমতার রক্তক্ষরণে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

১৯৮৬ সালে চেরনোবিলে (Chernobyl) যখন একটি পারমাণবিক চুল্লি বিস্ফোরিত হলো, তখন আরও বড় এক বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিল। জ্বলন্ত চুল্লির নিচে ছিল জলভর্তি একটি চৌবাচ্চা। গলিত পদার্থ যদি সেখানে গিয়ে পড়ত, তবে এক প্রচণ্ড বাষ্প-বিস্ফোরণে আরও অনেক বেশি তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ত। তিনজন মানুষ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন। তাঁরা তেজস্ক্রিয়তায় দূষিত, জলে ডুবে থাকা ভূগর্ভস্থ কক্ষে নেমে গেলেন। সেখানে তাঁরা হাত দিয়ে ভালভগুলো খুলে দিলেন, যেন জল বেরিয়ে যেতে পারে। তাঁরা জীবিত ফিরে আসার আশা করেননি। তবুও তাঁরা গেলেন। ইউক্রেনের জন্য, ইউরোপের জন্য। তাঁদের এই কাজ বিপর্যয় ঠেকিয়ে দিল। তিনজনই বেঁচে গেলেন।

ঠিক তেমনি যীশু অকল্পনীয়ভাবে আমাদের জন্য তা-ই হয়ে উঠলেন, যা এই বিপর্যয়ের কারণ: পাপ।[111]

উত্তমের দ্বারা মন্দের পরাজয়

খ্রীষ্টে মন্দের অবসান ঘটে, কারণ তিনি তা নিজের উপর তুলে নেন। মানুষের মন্দ সহ্য করেন। দুর্বলতায় ক্রুশবিদ্ধ হন।[112] কিন্তু ঈশ্বরের দুর্বলতা বেশি শক্তিশালী।[113] মন্দ তাঁর প্রেমকে নিভিয়ে দিতে পারেনি। তিনি উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজিত করলেন। শত্রুকে ভালোবেসে। সেই প্রেম ছিল বেশি শক্তিশালী এবং জয়ী হলো! মন্দ পুরো তাণ্ডব চালিয়েও হেরে গেছে। পুনরুত্থিত জনের মধ্যে পুনর্মিলনের জন্য ঈশ্বরের হাত বাড়ানোই থাকে।

ঈশ্বর খ্রীষ্টে, তাঁর আত্মোৎসর্গী প্রেমে, আমাদের হিংসা নিজের উপর তুলে নিলেন। যেন আমাদের বিকৃত, পাপময় স্বভাব থেকে এবং ক্ষমতা, প্রতিশোধ ও প্রতিফলের ছাপ পড়া হৃদয় থেকে আমাদের মুক্ত করেন।

110. লূক ২৩:৩৪
111. ২ করিন্থীয় ৫:২১
112. ২ করিন্থীয় ১৩:৪
113. ১ করিন্থীয় ১:২৫

ক্রুশে ঈশ্বর পরিত্রাণ দিয়ে ও পুনর্মিলিত করে উপস্থিত।[114] ক্রুশবিদ্ধ জনের মধ্যে। ত্রিএক ঈশ্বর – পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা – ক্রুশের মধ্য দিয়ে অনন্ত পরিত্রাণ সাধন করেছেন।[115] যীশুর রক্তের মাধ্যমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো। সেই রক্ত আমাদের পাপ ঢেকে দেয়।[116] ক্রুশে পাপকে এক শক্তি হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুর রায় দেওয়া হলো,[117] যেন আমরা এক নতুন জীবন যাপন করতে পারি। যেন শুধু আমাদের পাপ ক্ষমা না হয়, বরং পাপের ক্ষমতাও ভেঙে যায়। যেন পাপ আর আমাদের জীবনের উপর আধিপত্য না খাটায়।

এটাই ক্রুশের সুখবর। ত্রিএক ঈশ্বর ক্রুশে নিজের মধ্যে সেই সবকিছু করেন, যা প্রয়োজন – আমাদের জন্য!



ঈশ্বরের অসীম প্রজ্ঞা ও শক্তি

ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় তাঁর নম্রতায়। এমন এক প্রেমে, যা সেবা করে ও নিজেকে বিলিয়ে দেয়। ঈশ্বর যখন খ্রীষ্টে ক্রুশে যান, তখন তিনি নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করেন না। তিনি যেমন, তেমনই কাজ করেন। গলগথা থেকে তাঁর প্রেমের একটি রূপ আছে: ক্রুশের রূপ। এমন এক প্রেম, যা মঙ্গল খোঁজে এবং নিজেকে সঁপে দেয়। ক্রুশ যদি তাঁর প্রেমের সবচেয়ে বড় প্রকাশ হয়, তবে ঈশ্বর চিরকালই এমন ছিলেন। আর চিরকাল এমনই থাকবেন।

114. ২ করিন্থীয় ৫:১৯
115. ইব্রীয় ৯:১৪
116. ১ যোহন ২:২
117. রোমীয় ৮:৩

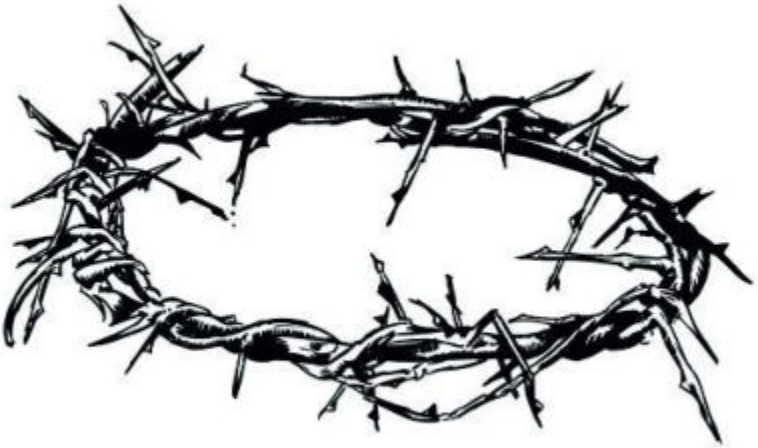
ক্রুশে ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞা দেখান। অথচ তাঁকে মূর্খ মনে হয়। ক্রুশে ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা দেখান। অথচ নিজেকে ক্ষমতাহীন করেন। ক্রুশে ঈশ্বর তাঁর সৌন্দর্য দেখান। অথচ নিজেকে বিকৃত হতে দেন। ক্রুশে ঈশ্বর তাঁর প্রেম দেখান। তিনি আমাদের পাপের পরিণতির সঙ্গে নিজেকে এক করেন। ঈশ্বর থেকে এর চেয়ে দূরে কেউ থাকতে পারে না। ঠিক সেখানেই তিনি নত হয়ে নেমে আসেন।

ক্রুশ ঈশ্বরের শক্তি।[118] এ বিস্ময়কর। পৌল বলেন, ঈশ্বর যখন তাঁর শক্তি দেখান, তখন তা দেখতে এমন: যীশু ঈশ্বর হিসেবে তাঁর যে অধিকার, তা ত্যাগ করেন।[119] তিনি এক আঘাতযোগ্য, ভঙ্গুর মানুষ হন। যে মানুষেরা তাঁকে ক্রুশে দেয়, ঠিক তাদেরই দোষ ও লজ্জা তিনি নিজের উপর তুলে নেন। ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা এভাবে ভাবি না। অনেক খ্রীষ্টানও এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি।

ক্ষমতার কথা ভাবলে আমরা ভাবি জোরজবরদস্তি ও হিংসার কথা। মানুষ তাদের দেবতাদের এভাবেই কল্পনা করে। ক্রুশ দেখায় এর বিপরীত। ক্রুশে ঈশ্বরের ক্ষমতা হলো আমাদের হৃদয় জয় করার জন্য এক আকুল আহ্বান। তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবের মধ্য দিয়ে। এমন প্রেমের মধ্য দিয়ে, যা নিজেকে বিলিয়ে দেয়।

তিনি দুর্বলতায় ক্রুশবিদ্ধ হলেন। কিন্তু ঈশ্বরের দুর্বলতা মানুষের শক্তির চেয়ে বেশি শক্তিশালী।[120] ক্ষমতার নিয়ম অনুসারে নয়, বরং প্রেমের নিয়ম অনুসারে! শত্রুর প্রতি প্রেমের নিয়ম অনুসারে।

118. ১ করিন্থীয় ১:১৮
119. ফিলিপীয় ২:৬-৮
120. ১ করিন্থীয় ১:২৫; ২ করিন্থীয় ১৩:৪



ক্রুশ আমাদের যা দান করে

ক্রুশ দেখায়, আমরা মানুষেরা কী করতে সক্ষম। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহে, আমাদের জীবনের সচেতন বা অচেতন নৈরাজ্যে।[121] যেখানে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। অথবা তিনি কেবল এক পার্শ্বচরিত্র। তবুও যারা শত্রুর মতো তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের জন্যও ঈশ্বর অন্তরের গভীর থেকে এতদূর যেতে প্রস্তুত যে, তিনি তাঁর পুত্রকে মৃত্যুর হাতে দেন।[122] যেন শত্রুতাকে পুনর্মিলন ও শান্তিতে বদলে দেওয়া যায়।

মৃত্যু ও পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য একমাত্র পাপহীন জন মারা গেলেন এবং আবার জীবিত হলেন। খ্রীষ্ট যা করলেন, ঈশ্বর তা আমাদের উপর আরোপ করেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের মৃত্যু, আর তাঁর পুনরুত্থান আমাদের পুনরুত্থান। তাঁর সঙ্গে আমরা মরেছি এবং পুনরুত্থিত হয়েছি![123] ক্রুশে তিনি আমাদের সঙ্গে নিজেকে এক করেছেন। আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মৃত্যু আমাদের মৃত্যু। আমাদের পুরোনো, পাপময় ও ব্যর্থ জীবনের সমাপ্তি। আর তাঁর পুনরুত্থান আমাদের পুনরুত্থান।

121. ১ যোহন ২:১৫-১৭; ৩:৪
122. রোমীয় ৫:৬-১০
123. রোমীয় ৬:১-১৪; ইফিষীয় ২:১-১০; কলসীয় ২:১১-১৪; ৩:১-৪

আত্মিক মৃত্যু[124] থেকে নতুন, অনন্ত জীবনে উত্থাপিত। কেবল ক্রুশের মধ্য দিয়ে, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই এক নতুন শুরু সম্ভব।

ঈশ্বর যদি পাপ ও মন্দকে জগৎ থেকে দূর করতে চাইতেন, তবে তাঁকে মানুষকেই জগৎ থেকে দূর করতে হতো। কারণ পাপ আমাদের এমন কোনো অংশ নয়, যাকে আলাদা করে অস্ত্রোপচারে কেটে বাদ দেওয়া যায়। আমরা আপাদমস্তক পাপী। কিন্তু ঈশ্বর পাপীর মৃত্যু চান না![125] খ্রীষ্টের মৃত্যুতে আমাদের পুরোনো, ঈশ্বরহীন জীবন মারা গেছে। তাঁর মৃত্যুতে কবরস্থ। আমরা নতুন জীবনে উত্থাপিত হয়েছি।

ক্রুশ, এক মূর্খতা

ক্রুশের সামনে মানুষের পথ আলাদা হয়ে যায়। কারও কারও কাছে এটি মূর্খতা। জগতের এক ত্রাণকর্তা, যিনি ক্রুশে যন্ত্রণা পেয়ে মারা যান, তিনি না ঈশ্বরের রাজ্য, না পরিত্রাণ আনতে পারেন। জগতের কোনো ধর্ম নিজ প্রতিষ্ঠাতাকে এই জন্য উদযাপন করে না যে, তিনি অপমানজনকভাবে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

কিন্তু যারা বিশ্বাস করে, তাদের কাছে এটি সবচেয়ে মহান: ঈশ্বরের শক্তি ও প্রজ্ঞা। তাদের কাছে ক্রুশের অর্থ পরিত্রাণ, পুনর্মিলন, ক্ষমা, স্বাধীনতা।[126] কেবল ঈশ্বরই মানুষের মধ্যে ক্রুশ সম্পর্কে এই উপলব্ধি জাগাতে পারেন।

আপত্তিকর ক্রুশ ছাড়া সুসমাচার কোনো সুখবর নয়। কেবল ক্রুশসহই এটি ঈশ্বরের পরিত্রাণকারী শক্তি। পরিত্রাণের জন্য। কেবল ক্রুশবিদ্ধ জনই ঈশ্বর থেকে আমাদের জন্য প্রজ্ঞা, ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও মুক্তি হয়ে ওঠেন![127] মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, এক প্রকাশ্য হত্যার মধ্য দিয়ে মহান পরিত্রাণ সাধন করা – এটাই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা:

- বিজয় ও বন্ধনমুক্তি, ক্ষমতার পালাবদল[128]
- পাপের প্রায়শ্চিত্ত[129]
- পুনর্মিলন[130]
- ক্ষমা[131]
- অনন্ত জীবন[132]

124. লূক ১৫:৩২
125. যিহিষ্কেল ১৮:২৩, ৩২
126. ১ করিন্থীয় ১:১৮, ২৩-২৪
127. ১ করিন্থীয় ১:৩০
128. প্রেরিত ২৬:১৮; কলসীয় ১:১২-১৩; ২:১৫; ইব্রীয় ২:১৪-১৫
129. রোমীয় ৩:২৪-২৬; ৮:৩, ৩২-৩৪; গালাতীয় ৩:১৩; ইফিষীয় ৫:২; ইব্রীয় ২:১৭; ১ যোহন ২:২; ৪:১০
130. রোমীয় ৫:১০; ২ করিন্থীয় ৫:১৮-২০; কলসীয় ১:২০-২২
131. প্রেরিত ২:৩৮; ইফিষীয় ১:৭; ইব্রীয় ১০:১৮
132. যোহন ৩:১৪-১৬; ৬:৫১-৫৬

- মুক্তির মূল্য[133]
- মুক্তি[134]
- আরোগ্য[135]
- প্রেমের সবচেয়ে বড় প্রমাণ[136]
- আদর্শ[137]
- একতা[138]

খ্রীষ্টানদের কাছেও কখনো কখনো ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বোধের অতীত। তাঁরা ক্রুশ সম্পর্কে কী বোঝেন ও বিশ্বাস করেন, সেটাই চূড়ান্ত বিষয় নয়। অনেক বেশি জরুরি হলো, তাঁরা যেন সেই ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখেন, যিনি ক্রুশের মধ্য দিয়ে জগৎকে পরিত্রাণ দান করেন। জ্ঞান পরিত্রাণ করে না, বরং এই বিশ্বাস পরিত্রাণ করে যে, সেখানে একজন আমাদের জন্য সবকিছু ঠিক করে দিয়েছেন।

যে ঈশ্বর ক্রুশে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আপনি কি তাঁর উপর ভরসা রাখেন?

ঘরে ফেরা

ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের উপর যারা ভরসা রাখে, তারা পরিত্রাণ পায়। তাদের জন্য সবকিছু বদলে যায়। হারিয়ে যাওয়া পুত্র ও হারিয়ে যাওয়া কন্যার মতো স্বর্গীয় পিতা তাদের নিজের বাহুতে তুলে নেন। তাদের প্রত্যেকে ঈশ্বরের পুত্র বা কন্যা হয়ে ওঠে।[139] ক্রুশের ওপারে অপেক্ষা করছে পিতার আশীর্বাদের বিপুল ঐশ্বর্য।[140] তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে আমাদের সবকিছুই দান করবেন।[141] ক্রুশের মধ্য দিয়ে যীশু আমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান।[142] ফিরিয়ে নিয়ে যান তাঁর পিতৃহৃদয়ের কাছে।[143] ফিরিয়ে নিয়ে যান তাঁর সহভাগিতায়।[144]

স্বেচ্ছায় তিনি আমাদের স্থান নিলেন। সব পরিণতি সমেত। কারণ পাপের বেতন – আমাদের পাপের অনিবার্য ফল – হলো মৃত্যু।[145] এভাবে ধার্মিক জন অধার্মিকদের জন্য মারা গেলেন। আমাদের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে।

133. মথি ২০:২৮; মার্ক ১০:৪৫; প্রেরিত ২০:২৮; ১ করিন্থীয় ৬:২০; ১ তীমথিয় ২:৫-৬
134. ইফিষীয় ১:৭; ৫:২৫; তীত ২:১৪; ইব্রীয় ৯:১২; ১ পিতর ১:১৮-১৯; প্রকাশিত বাক্য ১:৫-৬; ৫:৯
135. যিশাইয় ৫৩:৫; ৬১:১; লূক ৪:১৮-১৯, ২৩
136. যোহন ৩:১৪-১৬; ১০:১১; ১৫:১৩; গালাতীয় ২:২০; ১ যোহন ৩:১৬; ৪:১০
137. ইফিষীয় ৫:২; ফিলিপীয় ২:৫-১১; ৩:১০-১১; ১ পিতর ২:২১-২৪; ১ যোহন ৩:১৬
138. যোহন ১১:৫২; ১২:২৪; ইফিষীয় ২:১৬
139. রোমীয় ৮:১৪, ১৯, ২৯; গালাতীয় ৪:৬
140. ২ করিন্থীয় ৮:৯
141. রোমীয় ৮:৩২
142. ইব্রীয় ১০:১৯-২২; ১ পিতর ৩:১৮
143. লূক ১৫:১১-২৪; ইফিষীয় ২:১৩, ১৮
144. ১ যোহন ১:৩-৪, ৭
145. রোমীয় ৬:২৩

আপনি কি ইতিমধ্যে ঘরে ফিরেছেন? নাকি এখনও দ্বিধা করছেন? পিতা প্রতিদিন আপনার পথ চেয়ে থাকেন। তিনি আপনার অপেক্ষায় আছেন!

ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচার

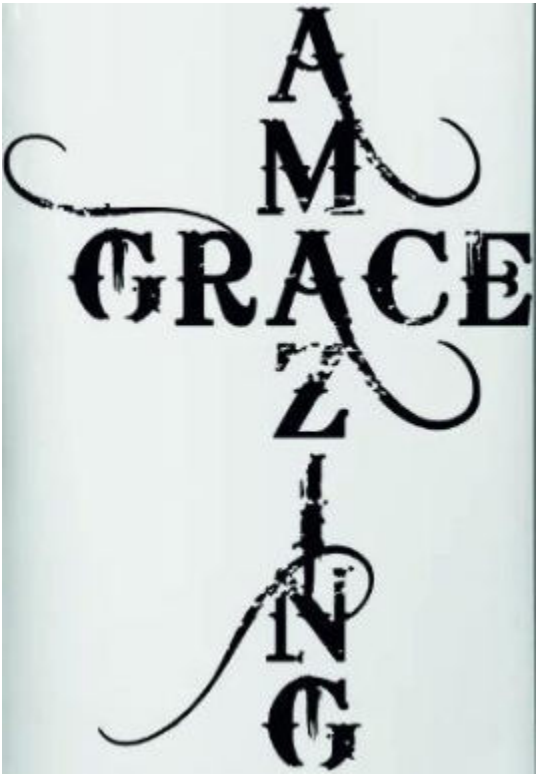
আমরা সবাই পাপী – এ কথা এতবার পড়া কি এখনও সহ্য করতে পারছেন? এতে কারও ক্ষুব্ধ হওয়া কি ন্যায্য নয়? আমার কথা বিশ্বাস করুন: উদ্দেশ্য আমাদের ছোট করা নয়। এই রোগনির্ণয় বাইবেলের। বাইবেল সত্য বলে। আর সেই সত্য আমাদের মুক্ত করে।

নিজে যে পাপী, এই উপলব্ধি ও তা মেনে নেওয়ার অর্থ: আমরা সবকিছু পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলেছি। এটি আর মেরামত করা যায় না। কোনো পথ খোলা নেই। আমাদের অবস্থা সংকটাপন্ন। আমরা মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাব না। আমাদের এই অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য যদি গলগথার ক্রুশ ও যীশুর ভয়ংকর মৃত্যুর প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবে আমরা কিছুটা কল্পনা করতে পারি, আমাদের অবস্থা কতটা মারাত্মক। আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি, এটি আপনি তখনই বুঝবেন, যখন ত্রাণকর্তাকে চিনবেন। যখন আপনি নিরাপদ পাড়ে পৌঁছাবেন।

হয়তো আপনি সেই অশ্বারোহীর কাহিনি জানেন, যে জমে যাওয়া বোডেন হ্রদের (Bodensee) উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পার হয়েছিল। না জেনেই।[146] হ্রদের অন্য তীরে পৌঁছালে লোকে তাকে বলল, সে কোথা থেকে এসেছে। আতঙ্কে সে ভেঙে পড়ল। সে বুঝতে পারল, জমাট হ্রদের উপর কী মৃত্যুর বিপদ ছিল। ঠিক এমনই হয়, যখন কোনো মানুষের জন্য আকাশ খুলে যায় আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ সেই মানুষের হৃদয়ে আলো ফেলে। যখন সে এই কথা শোনে: অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ![147] তখন মানুষ পেছন ফিরে তাকায় আর নিজেকে প্রশ্ন করে: আমি কোথায় ছিলাম? এক অতল খাদের উপরে! প্রাণঘাতী বিপদে। আমি যা করতে পারতাম, তার মধ্যে সবচেয়ে বোকামির কাজ। আমি ধ্বংসের পথে ছিলাম, আর এখন আমি নিরাপদ। আপনি প্রশ্ন করবেন: আমরা কি সত্যিই এত বড় বিপদের মধ্যে বাস করি? হ্যাঁ, আমরা মৃত্যুর দোরগোড়ায় বাস করি, ধ্বংসের পথে।

পরিত্রাণ আছে: আমাদের মুক্তিদাতার দিকে তাকান! ওই ক্রুশের উপরে! আপনার পাপের ভারে ভারাক্রান্ত। আমাদের হারানো, খুইয়ে ফেলা জীবন খ্রীষ্টে ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হলো। যেন আমরা তা থেকে মুক্তি পাই। এই খবর শুনেও যারা নাড়া খায় না, তারা এখনও ঈশ্বরের বাক্য বোঝেনি। হারিয়ে যাওয়া মানুষ নয়, বরং পরিত্রাণপ্রাপ্ত মানুষই নিজের পাপী হওয়ার কথা বুঝতে পারে। নিজে পাপী – এই উপলব্ধি পরিত্রাণের আনন্দে রূপান্তরিত হয়, যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে।

146. গুস্টাফ শ্বাব (Gustav Schwab)-এর গাথা “Der Reiter und der Bodensee” (১৮২৬) অনুসারে।
147. ইফিষীয় ২:১-১০



নিজেদের সম্পর্কে সত্য এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের মুক্ত করে![148] হয়তো আপনি এই গানটি জানেন এবং এর সুর ভালোবাসেন। কিন্তু এর কথাগুলো মন দিয়ে লক্ষ করুন, যা আমাদের বিষয়টিকে একেবারে মূল কথায় নিয়ে আসে:

Amazing Grace how sweet the sound! That saved a wretch like me! I once was lost, but now am found; Was blind but now I see.

আশ্চর্য অনুগ্রহ, কী মধুর তার ধ্বনি, যা আমার মতো এক হতভাগাকে উদ্ধার করল! একদিন আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমাকে খুঁজে পাওয়া গেছে; অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাই।

এটি গানটির প্রথম স্তবক। গানটি লিখেছিলেন এক প্রাক্তন দাস-ব্যবসায়ী – জন নিউটন (John Newton), ১৭৭৯ – যিনি খ্রীষ্টকে তাঁর মুক্তিদাতা হিসেবে খুঁজে পেয়েছিলেন। অথবা আরও ঠিকভাবে বললে, খ্রীষ্টই যাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

148. যোহন ৮:৩২

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুগ্রহ

যীশু অনুগ্রহের কথা বলতেন।[149] এমন কথা নয়, যা দোষী সাব্যস্ত করত ও ধ্বংস করত। বরং যা মানুষকে তুলে দাঁড় করাত, সাহস জোগাত, ক্ষমা দান করত। তাই সুসমাচার অনুগ্রহের সুখবর ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।[150] অনুগ্রহ হলো আমাদের মানুষদের কাছে সেই চিরন্তনের নেমে আসা ও আমাদের দিকে তাঁর মুখ ফেরানো, যদিও আমরা তাঁর দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছি। এমন অনুগ্রহ, যা জোর করে আদায় করা যায় না, বরং যা স্বাধীনভাবে ও সানন্দে দান করা হয়।

অনুগ্রহ আমাদের পরিত্রাণ করল। ঈশ্বরকে দেওয়ার মতো আমাদের কিছুই ছিল না। কারণ কোনো ক্ষতিপূরণ করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমরা কেবল বুঝতে ও মেনে নিতে পারতাম, আমরা কে। আর ঈশ্বর কে। ঈশ্বরের ধার্মিকতা স্বীকার করার অর্থ এই যে, আমরা ধার্মিক নই।

ঈশ্বর ন্যায়বান বিচারক।[151] আমাদের আজকের বিচারব্যবস্থায় বিচারকেরা আইনভঙ্গকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং আইনের ভিত্তিতে শাস্তি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আদেশ দেন। কিন্তু অপরাধগুলো সরাসরি বিচারকের বিরুদ্ধে করা হয় না। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন: তাঁরই বিরুদ্ধে, আমাদের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে – যিনি আমাদের বিচারকও – আমরা দোষী হয়েছি।[152] আমাদের কী প্রত্যাশা করার আছে?[153]

তবুও সেই বিচারকই আমাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়া ঠেকাতে সবকিছু করলেন।[154] তাঁর প্রেমে ও তাঁর পরিত্রাণকারী ধার্মিকতায় তিনি যীশুর মধ্যে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর জীবনে ও তাঁর মৃত্যুতে। ক্রুশে তাঁর বলিদান, যীশুর রক্ত, আমাদের পাপকে চিরকালের জন্য ঢেকে দেয়।[155] এটি তাদের সবার জন্য প্রযোজ্য, যারা সুসমাচারকে নিজের জন্য গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে[156], ঈশ্বর তাদের জন্য কী করেছেন।[157]

এটাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ।[158] যখন আমাদের উপর থেকে এক ন্যায্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া সরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ আরেকজন আমাদের পরিবর্তে দাঁড়ান। তিনি আমাদের পাপ এবং আমাদের পাপময় সত্তাকে বহন করে তাঁর মৃত্যুর মধ্যে নিয়ে যান।[159]

149. লূক ৪:২২
150. প্রেরিত ২০:২৪
151. প্রেরিত ১০:৪২; ১৭:৩১; রোমীয় ২:৩, ১৬; ৩:৬; ১৪:১০; ২ তীমথিয় ৪:১; ইব্রীয় ১০:৩০; ১ পিতর ১:১৭; ৪:৫; প্রকাশিত বাক্য ১১:১৮; ২০:১২
152. রোমীয় ৩:২৩
153. লূক ১৮:১৩
154. যোহন ৩:১৭
155. ১ যোহন ১:৭; প্রকাশিত বাক্য ১:৫-৬; ৫:৯-১০; ইব্রীয় ৯:১২-১৫
156. রোমীয় ১:১৬
157. রোমীয় ৫:৮-১০
158. যোহন ১:১৪-১৭; রোমীয় ৫:৯, ১৫; ২ করিন্থীয় ৮:৯; ইফিষীয় ১:৭; ২:৫, ১৩; তীত ২:১১
159. ১ থিষলনীকীয় ৫:১০; তীত ২:১৪; ১ যোহন ২:২; ৩:১৬; ৪:১০; ১ পিতর ২:২৪; ৩:১৮

অনুগ্রহ এও যে, আমরা এমন কিছু দান হিসেবে পাই, যা আমাদের প্রাপ্য নয়। এমন এক অনুগ্রহ, যা আমাদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও আরও অনেক, অনেক বেশি দান করে।[160] ইনিই সেই ঈশ্বর,[161] অনুগ্রহের সুসমাচারে যাঁর কথা প্রচার করা হয়।[162]

অনুগ্রহের সুসমাচার সব ধর্ম থেকে আলাদা। খ্রীষ্টীয় ধর্ম থেকেও। অনুগ্রহ সব ধর্মের অবসান। সেখানে, যেখানে মানুষ ভালো কাজ করতে বাধ্য। বাধ্য কৃতিত্ব দেখাতে, যেন তার পুরস্কার হিসেবে পরিত্রাণ বা অনন্ত জীবন পায়। যীশুর মধ্যে আমাদের জন্য এই কৃতিত্ব পূর্ণ হয়েছে। যীশুর মধ্যে আমাদের সবকিছু দান করা হয়। আমরা নিজেরা তা পারি না। অনুগ্রহ বিনামূল্যে, তা মুক্ত এবং তা অর্জন করা যায় না। কারও কারও ক্ষেত্রে তাদের নিজের, প্রায়ই অজান্তে থাকা অহংকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনুগ্রহের এই মহাদান বিশ্বাসে গ্রহণ করা কঠিন মনে হয়। কৃতিত্বের নীতি আমাদের রক্তে মিশে আছে। এটি এক যুগান্তকারী অগ্রগতি, এক মুক্তি, যখন কোনো মানুষ অনুগ্রহ গ্রহণ করে এবং আর নিজের উপর ও নিজের কৃতিত্বের উপর ভরসা রাখে না। আর ঈশ্বর ও মানুষের সামনে নিজের করা ভালো কাজের দোহাই দেয় না।

> সুসমাচার অনন্য। এটি মানুষকে হোঁচট খাওয়ায়। সব ধর্ম ও পরিত্রাণের সব প্রস্তাবের বিপরীত। এটি ঘোষণা করে: সবাই পাপী। একজন ক্রুশবিদ্ধ জনই আমাদের পরিত্রাণ। মুক্তি পাওয়া যায় কেবল অনর্জিত অনুগ্রহের দান হিসেবে। বিনামূল্যে। এটাই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

অনুগ্রহ কোনো মানুষ শুধু সেই মুহূর্তে পায় না, যখন সে প্রথমবার ঈশ্বরের কাছে তা চায়। তখন থেকে অনুগ্রহ তার জীবনের প্রতিটি ঘণ্টায় তার সঙ্গে চলে। অনুগ্রহ খ্রীষ্টধর্মের এক চেনা চিহ্ন। এটি ছাড়া কিছুই চলে না। অনুগ্রহ যীশুকে অনুসরণের জীবনকে সব দিক থেকে পূর্ণ করে ও ঘিরে রাখে। অনুগ্রহ আমাদের বহন করে। কোনো বিধানের বা দাস-খাটানো তত্ত্বাবধায়কের দাবি নয়। অনুগ্রহ দাবি করে না, নিজেকে দান করে। যীশুকে অনুসরণ চলে অনুগ্রহের জোরে। দান পাওয়া মানুষ হিসেবে, সারাক্ষণ গ্রহণকারী হিসেবে। অনুগ্রহ যীশুকে অনুসরণের প্রথম দিন ও শেষ দিনকে ঘিরে রাখে। এটি ছাড়া বিশ্বস্ততা ও যীশুকে অনুসরণ কল্পনাই করা যায় না।

160. লূক ১৫:২২; ইফিষীয় ২:৭
161. ১ পিতর ৫:১০
162. মীখা ৭:১৮



ঈশ্বর প্রেম

কার সম্পর্কে বলা যায় যে, তার গোটা সত্তাই প্রেম? আমূল, নিঃস্বার্থ ও আত্মত্যাগী প্রেম। আপনি কি এমন কারও দেখা পেয়েছেন? আমি পাইনি, যদিও আমি ভালো ও আদর্শ সহমানুষদের চিনি।

ঈশ্বর সম্পর্কে তা বলা হয়। যীশুর মধ্যে আমরা প্রমাণ পাই যে, এই অতীন্দ্রিয়, জগতের ঊর্ধ্বের ও চিরন্তন প্রেম সত্যিই আছে। এবং তা আমাদের জগতে প্রকাশিত হয়েছে। এমন এক ঈশ্বরকে জানার যোগ্যতা কি আমাদের ছিল?

এইমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা হলো। তিনি অনুগ্রহশীল। ঈশ্বরের এমন এক গুণ, যার অর্থ আমাদের পরিত্রাণ! কিন্তু তিনি অনুগ্রহশীল কেন? কারণ তিনি স্বয়ং প্রেম।[163] অনুগ্রহের উৎস তাঁর প্রেম, যা স্রোতের মতো আমাদের দিকে বয়ে আসে, আর তখনই থামে, যখন তা গভীরতম বিন্দুতে পৌঁছায়।

তিনি সবসময় প্রেম ছিলেন। ভালোবাসতে হলে প্রেমের একজন মুখোমুখি সঙ্গী লাগে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের আগেই পিতা পুত্রকে ভালোবেসেছেন।[164] পরস্পরের প্রতি অনন্ত প্রেমে

163. ১ যোহন ৪:৭-১১
164. যোহন ১৭:২৪

পিতা, পুত্র ও আত্মা ছিলেন – ত্রিএক ঈশ্বর। কোনো শুরু ছাড়া। তিনি নিঃসঙ্গ বা একা ছিলেন না। আমাদের চিন্তার চেয়েও তিনি বেশি ও মহান। তাঁর প্রেমও তেমনই।

যদি আমরা ধরে নিই যে, কোনো মানুষের প্রেমের গভীরতা এই দিয়ে মাপা যায়, প্রিয়জনের জন্য সে কী ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তাহলে সুসমাচারের কাহিনিতে যে প্রেম প্রকাশ পায়, তা অতুলনীয়। এটি এমন এক ঈশ্বরের কাহিনি, যিনি অতল প্রেম থেকে চরম সীমা পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত ছিলেন। সেই মানুষদের পরিত্রাণ করতে ও আবার পূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে, যারা নিজেরাই নিজেদের ঈশ্বরের শত্রু বানিয়ে ফেলেছিল।

আমাদের প্রতি প্রেমের কারণে পবিত্র ঈশ্বর চরম সীমা পর্যন্ত গেলেন। পুত্র আমাদের পাপ বহন করলেন।[165] পাপের মধ্যে যে ঈশ্বর-পরিত্যক্ত হওয়া লুকিয়ে আছে, তিনি তা ভোগ করলেন। তাই যীশু ক্রুশে চিৎকার করে বললেন: ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?[166] ঈশ্বর এর চেয়ে বেশি দূর যেতে পারেন না। গলগথায় দেওয়া দানের চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারেন না। তাই ক্রুশই ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় প্রকাশ। কোনো কাহিনি এমন কারও কথা বলে না, যে ভালোবাসে, যে আরও বেশি দেয়। আর তাও এমন মানুষদের জন্য, যারা তা পাওয়ার যোগ্য ছিল না।[167]

এই প্রেমকে কীভাবে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা যায়? আমাদের সমাজ প্রায়ই এই শব্দটি ব্যবহার করে। বলতে গেলে যথেচ্ছভাবে। কিন্তু সমাজ এর দ্বারা ঠিক কী বোঝায়? এমন প্রেম, যা প্রত্যেককে যেমন আছে, তেমনই গ্রহণ করে। নিঃশর্তভাবে। এমন প্রেম, যা বিচার করে না, দোষী সাব্যস্ত করে না। যা সবকিছু সহ্য করে, যা সম্প্রীতি খোঁজে। যার কোনো প্রত্যাশা নেই। যা রোমান্টিক ও আবেগপ্রবণ।

এই বর্ণনা কি বাইবেলের প্রেমের ধারণার সঙ্গে হুবহু মেলে?

আসুন, কল্পনা করি, তা-ই সত্যি। মানুষ যা কিছু করে, ঈশ্বর সবই সহ্য করতেন। সমালোচনা ও বিচার করতেন না। এর শেষ কোথায় হতো, আর এমন প্রেম আসলে কতটা প্রেমময়?

ঈশ্বরের প্রেম আমাদের যেমন আছি তেমনই মেনে নেয় – এমন বিশ্বাস করলে ভুলে যাওয়া হয় যে, আমরা পাপী। ভুলে যাওয়া হয় যে, আজ আমরা সেভাবে বাঁচি না, যেভাবে ঈশ্বর চান এবং যা আমাদের জন্য সর্বোত্তম হতো। নিজেকে মা-বাবার জায়গায় রেখে দেখুন। হয়তো আপনি মা বা বাবা। কল্পনা করুন, আপনার সন্তান বড় হয়ে গেছে। সে এমন সব কাজ করে, যা ভালো নয়। এমন কাজ, যা তার নিজের ও অন্যদের ক্ষতি করে। তার উপর সে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছে। সে আপনাকে ঘৃণা করে এবং আপনার বিরুদ্ধে অযৌক্তিক অভিযোগ তোলে।

165. ২ করিন্থীয় ৫:২১
166. মার্ক ১৫:৩৪
167. রোমীয় ৫:৮

সে আপনার সন্তানই থাকে। আপনি তাকে ভালোবাসা বন্ধ করেন না। কিন্তু তার জীবনের মন্দকে আপনি প্রত্যাখ্যান করেন। অবস্থা যেমন, তেমন হওয়ায় আপনি ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত। খারাপকে আপনি কখনো ভালো বলতেন না। এমনকি আমাদের মানবিক অভিজ্ঞতাতেও প্রেম ও প্রত্যাখ্যান কোনো-না-কোনোভাবে একসঙ্গে জড়িত। এ সেই প্রেম, যা মন্দকে প্রত্যাখ্যান করে ও দোষী সাব্যস্ত করে।

আমরা কি বলতে পারি, ঈশ্বরকে আমাদের যেমন আছি তেমনই গ্রহণ করতে হবে, যেন আমরা যেমন আছি তেমনই থেকে যেতে পারি? ঈশ্বর কি সত্যিই আমাদের জীবনধারা মেনে নেবেন, এমনকি যখন অন্যরা তাতে কষ্ট পায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

সীমিত, বহু দিক থেকে পরাধীন মানুষ হিসেবে আমরা এমন এক জগতের জন্য আকুল, যেখানে শান্তি ও ন্যায় স্বাভাবিক বিষয়। আমরা কী মনে করি, যিনি পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি এর জন্য কতখানি আকুল? যারা তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, সেই মানুষদের উপর পাপ যে ঘৃণা, অন্যায়, হিংসা ও দুর্দশা চাপিয়ে দেয়, তা নিয়ে ঈশ্বর যদি ক্রুদ্ধ না হতেন, তবে তিনি প্রেমময় ঈশ্বর হতেন না। কেবল এক নির্লিপ্ত দর্শক। ঈশ্বর যদি পাপকে, মানুষের মন্দকে দোষী সাব্যস্ত না করতেন ও বিচার না করতেন, তবে তিনি তা মেনে নিতেন, অজুহাত দিতেন ও অনুমোদন করতেন। পাপের ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া সবসময় হবে ক্রোধ ও বিচার।

ঈশ্বরের প্রেম এক পবিত্র প্রেম। আমরা প্রায়ই প্রেম বলতে যা বুঝি, এটি তা থেকে ভিন্ন। এটি ঐশ্বরিক, সীমাহীন, নিঃশর্ত। এটি নির্মল। নিষ্ক্রিয়, রোমান্টিক, আবেগপ্রবণ কোনো প্রেম নয়, বরং দৃঢ় সংকল্পের এক উদ্ধারকারী প্রেম।

ঈশ্বরের প্রেম তাঁর ক্রোধ ও বিচারকে বাদ দেয় না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমরা এমন কোনো আদুরে ঈশ্বর পাই না, যিনি আমাদের যেমন আছি তেমনই নেন, কারণ তাতেই তাঁকে খুশি থাকতে হবে। বাইবেলের ঈশ্বর আমাদের বদলাতে চান, প্রেম দিয়ে আমাদের বের করে আনতে চান, নিজের কাছে টানতে চান। পাপী বদলানোর আগেই তিনি তাকে ভালোবাসেন। তার পাপের মাঝখানেই তিনি তাকে ভালোবাসেন।[168] কিন্তু তিনি তাকে বদলাতে চান, পবিত্র করতে চান, যীশুর মতো করে তুলতে চান।

168. যোহন ৩:১৬; রোমীয় ৫:৮; ২ করিন্থীয় ৫:১৪; ইফিষীয় ২:৪-৫; তীত ৩:৪-৫; ১ যোহন ৪:৭-১০



অদৃশ্য জগৎ – অন্ধকারের শক্তি

আসুন, আরও একবার ক্রুশারোপণের কথায় ফিরি। এতে অদৃশ্য, মন্দ শক্তিগুলোরও বড় ভূমিকা ছিল। জীবদ্দশায় যীশু তাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। শক্তিশালী মুক্তিদাতা হিসেবে![169] মন্দ আত্মাদের – অর্থাৎ অশুচি আত্মাদের – তিনি তাড়িয়েছেন এবং পালাতে বাধ্য করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ঘোষণা করলেন যে, তাদের ক্ষমতা শেষ হয়ে আসছে। এই শক্তিগুলোর সঙ্গে সুসমাচারের সরাসরি সম্পর্ক আছে। অনেকের ধারণার চেয়েও বেশি।

এই শক্তিগুলো কারা, আর কেন তারা যীশুর মৃত্যু চেয়েছিল? পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টির আগে ঈশ্বর স্বর্গদূতদের সৃষ্টি করেছেন।[170] কখনো কখনো তাদের ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়।[171] এ তাঁর স্বর্গীয় পরিবার। বিভিন্ন স্তরবিন্যাসে বিভিন্ন স্বর্গদূত, ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বে। ঈশ্বর তাদের নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শাসন করেন। তারা তাঁর সেবক।[172]

আমাদের মানুষদের মতো তাদেরও স্বাধীনতা ছিল তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার। স্বর্গদূতদের একটি অংশ অন্য সিদ্ধান্ত নিল। ঈশ্বরকে ছাড়া এক অস্তিত্ব।[173] তাদের নেতা ছিল দিয়াবল, শয়তান।[174] অদৃশ্য জগতে যখন এই বিপ্লব ঘটল, ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করেননি। তখন থেকে এই স্বর্গদূতেরা ও ঈশ্বরের পুত্রেরা শয়তানের নেতৃত্বে ঈশ্বরের সব কাজের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে।[175] তাদের বিপরীতে আছে সেই স্বর্গদূতেরা, যারা বিশ্বস্ত থেকেছে।[176]

169. মার্ক ৩:২৭
170. ইয়োব ৩৮:৪-৭; গীতসংহিতা ১৪৮:২, ৫; কলসীয় ১:১৬
171. ইয়োব ১:৬; ৩৮:৭; গীতসংহিতা ৮২
172. গীতসংহিতা ১০৪:৪; দানিয়েল ৬:২২; মথি ১:২০, ২৪; ১৬:২৭; লূক ২:১৩; প্রেরিত ৮:২৬; ১০:৭; ১২:৮; ইব্রীয় ১:৭; ১৩:২
173. ২ পিতর ২:৪; যিহূদা ১:৬
174. মথি ২৫:৪১; ইফিষীয় ২:২; ১ যোহন ৩:৮; প্রকাশিত বাক্য ১২:৭-৯
175. রোমীয় ৮:৩৮; ২ করিন্থীয় ১১:১৪; ১২:৭; ইফিষীয় ৬:১০-১৭; প্রকাশিত বাক্য ১২:১৩; প্রকাশিত বাক্য ১৩
176. ১ তীমথিয় ৫:২১; প্রকাশিত বাক্য ৫:১১; ৭:১১; ১২:৭

শক্তিগুলো ও মানুষ

মানুষ সৃষ্টির পরপরই প্রলোভনকারী ও নরঘাতক[177] মঞ্চে হাজির।[178] শয়তান, সেই পুরাতন সাপ,[179] প্রথম মানুষদের প্রলুব্ধ করে, যেন তারা আর ঈশ্বরের উপর ভরসা না রাখে এবং তাঁর মঙ্গলময়তা নিয়ে সন্দেহ করে।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষদের শয়তান হিংসা করত। সে শুধু ধ্বংস করতে চাইত। ঠেকাতে চাইত, যেন পৃথিবীতে ঈশ্বরের মানুষের একটি পরিবার না থাকে। সে মানুষদের নিজের জন্য চাইত। একজন ভালো পিতা হিসেবে নয়, বরং এক দাসমালিক ও স্বৈরাচারী হিসেবে। এই লুণ্ঠনে সে সফল হলো। এদন উদ্যানের সেই ঘটনার পর থেকে মানুষ আর ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নেই।[180]

মানবজাতির ইতিহাসের বিকাশে এই অদৃশ্য শক্তিগুলোর প্রভাব দেখা যায়। সব জাতির অগণিত মূর্তি-উপাসনায় তা চোখ এড়ায় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আজও।[181] নতুন নিয়ম স্পষ্ট করে যে, ঈশ্বরকে ছাড়া ও ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ আত্মিকভাবে দিয়াবলের বন্দিত্বে ও বন্ধনে আছে।[182] বাইরে থেকে তা দেখা যায় না। মানুষ নিজেরাও তা টের পায় না। তারা নিজেদের মুক্ত মনে করে। যে অদৃশ্য জগৎ আমাদের ঘিরে আছে এবং আমাদের মাঝখানেই আছে, সেদিকে একবার তাকানোর সুযোগ যদি তারা পেত, তবে তাদের চোখ খুলে যেত। ঈশ্বর সম্পর্কে, নিজেদের সম্পর্কে ও সুসমাচার সম্পর্কে তাদের চিন্তা অন্ধকারাচ্ছন্ন।[183] জগৎ আসলে এখনও শয়তানের রাজ্য।[184] যীশু শয়তানকে বলেন এ জগতের অধিপতি।[185] পৌল তাকে এমনকি এ জগতের দেবতা বলেন।[186] বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের উপর শয়তানের বিরাট ক্ষমতা ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব আছে। এ ছাড়া জগতের অবস্থা ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। মানুষ নিজেই যে মন্দ, এই বাস্তবতা অবস্থাকে আরও খারাপ ও আরও পথহীন করে তোলে।[187]

আপনি কি ভেবেছিলেন যে, অদৃশ্য জগৎ এতটা বাস্তব? আর আমাদের সঙ্গে এর এত সম্পর্ক?

177. যোহন ৮:৪৪; ১ যোহন ৩:৮, ১২
178. আদিপুস্তক ৩:১-৭; ২ করিন্থীয় ১১:৩-৪
179. প্রকাশিত বাক্য ১২:৯
180. আদিপুস্তক ৩:২৩-২৪
181. ১ করিন্থীয় ১০:২০-২২
182. প্রেরিত ২৬:১৮; ইফিষীয় ২:১-৩; কলসীয় ১:১৩
183. ২ করিন্থীয় ৪:৩-৫
184. মথি ৪:৮-১০
185. যোহন ১২:৩১; ১৪:৩০; ১৬:১১
186. ২ করিন্থীয় ৪:৪
187. মার্ক ৭:২০-২৩

সুসমাচার ও শক্তিগুলো

যীশু যখন এলেন, ঈশ্বরের রাজ্য জগতে – মন্দ শক্তিগুলোর শাসনাধীন এলাকায় – ভেঙে ঢুকে পড়ল। সেটাই ছিল দিয়াবল ও তার দূতদের শেষের শুরু। ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনা কাজে নামল। যীশু যখন গালীলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, মন্দ আত্মারা জানত, তারা কার মুখোমুখি।[188] মানুষেরা কিন্তু তা জানত না। তারা তাঁকে অদৃশ্য জগৎ থেকে চিনত। তিনি ছিলেন তাদের সৃষ্টিকর্তা।

যীশুর বাপ্তিস্মের ঠিক পরেই শয়তান মরুপ্রান্তে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল, তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য। যীশু যদি শয়তানের উপাসনা করেন, তবে সে তাঁকে জগতের সব রাজ্য দেবে – এই প্রস্তাব দিল। শয়তান নিজের সম্মান খোঁজে, নিজের উপাসনা চায়। এটাই তার স্বভাব।[189] কিন্তু যীশু তাকে প্রতিরোধ করেন। এদনে আদমের মতো নয়।[190]

যীশু তাঁর শিষ্যদেরও মন্দ আত্মাদের উপর কর্তৃত্ব দিলেন ও তাদের তাড়ানোর ক্ষমতা দিলেন।[191]

না, এগুলো কোনো ভয়ের গল্প নয়, নিছক মানসিক কোনো ঘটনাও নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা। সেখানেই এমন শক্তিগুলো প্রকাশ পায়। আরও বেশি সেখানে, যেখানে মানুষ সক্রিয়ভাবে নিজেকে তাদের কাছে খুলে দেয় ও সঁপে দেয়।

শক্তিগুলো ও ঈশ্বরের পরিত্রাণ-পরিকল্পনা

ঈশ্বরের পরিত্রাণ-পরিকল্পনা দিয়াবলের কাছে এবং মানুষের কাছেও অজানা ছিল। পুরাতন নিয়মের বহু ভাববাণী সত্ত্বেও তা বোঝা কঠিন ছিল।[192] শিষ্যেরাও তা বুঝতে পারেননি। ক্ষমতা ছাড়া, সিংহাসন ছাড়া মানুষ হিসেবে ঈশ্বরের পুত্রের আগমন শক্তিগুলোকে বিভ্রান্ত করল। এই পরিস্থিতিতে তাদের একমাত্র উপায় ছিল মানুষকে কৌশলে চালিত করা, যেন তারা যীশুকে হত্যা করে।[193] কারণ মানুষ হিসেবে তিনি আঘাতযোগ্য ও মরণশীল ছিলেন। তাই তাদের একটাই লক্ষ্য ছিল: তাঁর মৃত্যু। তারা তা অর্জন করল! কিন্তু তারা ভুল করেছিল। কারণ তাঁর মৃত্যুই ছিল তাঁর বিজয়।[194] তাঁর মৃত্যু ছিল আমাদের মানুষদের জন্য এক মহাজাগতিক ক্ষমতা-বদল।

তাঁর মৃত্যু হলো সেই মুক্তির মূল্য, যা মানুষকে অন্ধকারের ক্ষমতা থেকে মুক্ত করে। তাঁর মৃত্যু মানুষের জন্য অনুগ্রহ ও ক্ষমা এনেছে। মুক্তি। সেই সময়ের দাস-বাজার এর ছবি। মুক্তির অর্থ ছিল, মূল্য দিয়ে দাসত্ব থেকে কিনে নেওয়া এবং স্বাধীনতায় ছেড়ে দেওয়া। মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর

188. মার্ক ১:২৩-২৪; ৩:১১; ৫:৭
189. মথি ৪:১-১১; লূক ৪:১-১৩
190. রোমীয় ৫:১২-২১
191. মার্ক ৬:৭
192. ১ করিন্থীয় ২:৬-৯
193. লূক ২২:৫৩
194. ইব্রীয় ২:১৪

উত্থাপন ও ঈশ্বরের সিংহাসনে মহিমায় উন্নীত হওয়া পাপ, মৃত্যু ও দিয়াবলের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতায় যাওয়ার দরজা।

আমাদের প্রয়োজন ছিল পাপের ক্ষমা এবং পাপের ক্ষমতা থেকে মুক্তি। দুটিই ক্রুশের মাধ্যমে আমাদের দান করা হয়।

দিয়াবল কোনো অনুগ্রহ জানে না। সে নিজে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পায় না,[195] আর মানুষের প্রতিও সে কোনো অনুগ্রহ দেখায় না। অনুগ্রহ তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বাইরে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাকে পুরোপুরি তিক্ত করে তুলেছে।

এখন একজন মানুষ ঈশ্বরের সিংহাসনে বসে আছেন। আমাদের মানুষদের জন্য। আর আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত।[196] আমরা খ্রীষ্টে আছি![197] শক্তিগুলো পরাজিত। তাদের সময় ফুরিয়ে গেছে। তাদের দিন গোনা। কিন্তু তারা এখনও প্রতিরোধ করছে এবং সুসমাচারকে থামাতে এক হেরে যাওয়া লড়াই লড়ছে। প্রতিদিন এই শক্তিগুলো দেখে, কীভাবে মানুষ মুক্ত হচ্ছে। সুসমাচারে বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষ তাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরের পরিত্রাণ-পরিকল্পনা লক্ষ্যে পৌঁছাবে। পৃথিবীর সব জাতি থেকে ঈশ্বর তাঁর পরিবার পাবেন। যীশুর মাধ্যমে, যাঁর মৃত্যুতে তাদের বড় ভূমিকা ছিল। বলা যায়, গলগথায়, যেখানে যীশু মারা গেলেন, তারা না জেনে নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়েছে।

যে ঋণপত্রের, যে অভিযোগপত্রের দোহাই দেয় ঈশ্বর ও মানুষের শত্রু শক্তিগুলো, তা ক্রুশে পেরেক দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে ও মুছে ফেলা হয়েছে।[198] ক্রুশের মাধ্যমে তিনি শক্তিগুলোকে নিরস্ত্র করলেন এবং সেখানে প্রকাশ্যে তাদের লজ্জার পাত্র করলেন। খ্রীষ্ট, পুনরুত্থিত জন, এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।[199] সুখবর এই: তিনি সকলের ও সবকিছুর উপরে প্রভু। যে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে, সে মুক্ত।[200] সে ঈশ্বরের রাজ্যে ঘরে ফেরে।

সুসমাচার ঈশ্বরের এই সুখবর যে, তিনি তাঁর মানুষদের ফিরিয়ে আনেন এবং তাঁর পরিবার পেতে চান। মৃত্যু ও মন্দ শক্তিগুলো থেকে মুক্ত। এটি সেই আনন্দের সংবাদ যে, ক্রুশে মৃত্যুর মাধ্যমে যীশু এসব সম্ভব করেছেন। যীশু এলেন দিয়াবলের কাজগুলো ধ্বংস করতে।[201] তাঁর সঙ্গে এল প্রেমে পূর্ণ ঈশ্বরের শাসন। আমাদের উদ্ধার করে তাঁর প্রেমের রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।[202]

195. ইব্রীয় ২:১৬
196. ইফিষীয় ২:৬
197. রোমীয় ৮:১; ১ করিন্থীয় ১:৩০
198. কলসীয় ২:১৪-১৫
199. মথি ২৮:১৮
200. যোহন ৮:৩৩-৩৬; রোমীয় ৬:৭, ১৮, ২২
201. ১ যোহন ৩:৮
202. কলসীয় ১:১৩-১৪

ক্রুশের বিজয়

রোমান সেনাপতিরা বিজয়ের জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রায় রোমে প্রবেশ করতেন। পরাজিত নেতাদের শিকলে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হতো। তাদের হত্যা করার আগে প্রকাশ্যে সবার সামনে প্রদর্শন করা হতো। এভাবেই পৌল এ জগতের অধিপতির শাসনাধীন এলাকার আধিপত্য ও কর্তৃত্বের উপর ক্রুশের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার বর্ণনা দেন।[203] নিরস্ত্র ও উন্মোচিত। তাদের কার্যক্ষমতা শেষ।

ক্রুশবিদ্ধ জন অদৃশ্য মধ্যবর্তী জগতের জাদুশক্তি থেকে মুক্ত করেন। শয়তানের বিচার হয়ে গেছে। তার ক্ষমতা ভেঙে গেছে। যীশুর লোকদের উপর তার আর কোনো কর্তৃত্ব নেই।

ঈশ্বরের পরিত্রাণ-পরিকল্পনা যেন এক দীর্ঘ দাবা খেলা। ফলাফল অনিশ্চিত থাকে, যতক্ষণ না কোনো খেলোয়াড় এমন এক চাল দেয়, যা দেখে অভিজ্ঞ লোক জানে, খেলার ফয়সালা এখন হয়ে গেছে। যদিও খেলা আরও কিছুক্ষণ চলে। আলো ও অন্ধকারের লড়াইও এমন। রাজাকে দিয়ে নির্ণায়ক চালটি দেওয়া হয়ে গেছে। গলগথার ক্রুশে কাঁটার মুকুট পরা রাজাকে দিয়ে। বিজয় সম্পন্ন হয়েছে।

শত্রুর তৎপরতা এখন কেবল পিছু হটার লড়াই। তার হাতে সময় অল্প। তার পরিণতি স্থির হয়ে গেছে।

ক্রুশের বোঝাই ক্রুশের বিজয় হয়ে ওঠে!

স্বাধীনতা সম্ভব

তাই নিশ্চিত থাকুন: আপনি যদি যীশুর হন, মন্দ আত্মাদের পালাতেই হবে! আপনি যদি জাদুবিদ্যা ও গুপ্তবিদ্যার সঙ্গে, আত্মা ও স্বর্গদূতদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে থাকেন, তবুও স্বাধীনতা আছে। আর ক্ষমা।

এই শক্তিগুলো আপনাকে ছাড়তে চায় না, মুক্ত হওয়ার প্রতিটি চেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চায়। যীশু খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করুন – জোরে তাঁর নাম ডাকুন! এমন খ্রীষ্টানদের খুঁজুন, যাঁরা আপনার জন্য প্রার্থনা করবেন ও আপনাকে সাহায্য করবেন।

এই গুপ্ত জগতের সঙ্গে আপনাকে যা কিছু যুক্ত করে, মুখে উচ্চারণ করে, শোনা যায় এমনভাবে তার সবকিছু ত্যাগ করুন।

এই জাদু ও গুপ্তবিদ্যার জিনিসের সঙ্গে আপনাকে যা কিছু যুক্ত করে, সব ফেলে দিন। যারা আপনাকে এমন চর্চা ও সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করুন।

203. কলসীয় ২:১৫

অদৃশ্য জগৎ এক শক্তিশালী বাস্তবতা, যাকে ছোট করে দেখা চলে না। কিন্তু যীশু আরও শক্তিশালী।

শান্তির সুসমাচার

পিতর দেখেছিলেন, কীভাবে তাঁর গুরু শান্তি প্রচার করতেন।[204] যীশু শান্তি আনলেন যিহূদীদের জন্য এবং জাতিদের, অর্থাৎ অযিহূদীদের জন্য। আর এই দুইয়ের মধ্যে। শান্তি সুসমাচারের এক কেন্দ্রীয় ও মৌলিক দিক।[205] এটাই ঈশ্বরের শালোম। হিব্রু বাইবেলে শব্দটি এটাই। ঈশ্বরের হৃদয় বড় ও প্রশস্ত। এই হৃদয় থেকেই শান্তি আসে। এর অর্থ পূর্ণ হওয়া, সুস্থ হওয়া, অক্ষত হওয়া, পরিত্রাণ পাওয়া। সুসমাচার মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিতে নিয়ে যায়।[206] এর অর্থ ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন এবং সব শত্রুতার অবসান।[207]

সুসমাচার এই নিশ্চয়তায় নিয়ে যায় যে, ঈশ্বর আমাদের তাঁর সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই নিশ্চয়তা ঈশ্বরে নোঙর করা। তিনি যা, এবং তিনি যা করেছেন, তাতে। এই ভিত্তির উপর হৃদয়ে এক প্রকৃত, স্থায়ী শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। অস্থিরতার বদলে বিশ্রাম। অশান্তি ও ভয়ের বদলে শান্তি।

যুদ্ধ ও বিবাদে ভরা আমাদের জগতের – বড় পরিসরে কি ছোট পরিসরে – শান্তির প্রয়োজন।[208] শুধু যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়, শুধু যুদ্ধবিরতি নয়, বরং এমন শান্তি, যা মানুষকে কাছে আনে ও এক করে।[209] সুসমাচার মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। এটি মানুষের এক নতুন সমাজ গড়ে তোলে, যেখানে শান্তি রাজত্ব করে।[210] ক্রুশের প্রচার, যেখানে ঈশ্বর চিরকালের জন্য একবারে মানুষের হিংসাকে নিজের মধ্যে শুষে নিয়েছেন, তা কি জগতের শান্তির চাবিকাঠি হতে পারে? আর সবার আগে মণ্ডলীর নিজের মধ্যে?

মানুষ যদি জানতে চায় শান্তি কী, তবে তাদের উচিত তা তাদের কাছ থেকে চেনা, যারা সুসমাচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের শান্তি পেয়েছে। এবং তা চারপাশে ছড়িয়ে দেয়। অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়। শান্তি স্থাপনকারী। যতদূর তাদের পক্ষে সম্ভব,[211] তারা প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে শান্তিতে বাস করে।

যীশুর মাধ্যমে সবকিছু ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছে এবং আবার তাঁর সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে ফিরে এসেছে। তাঁর রক্তের মূল্যে। গলগথায় তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে। ক্রুশ প্রয়োজন ছিল, যেন ঈশ্বরের

204. প্রেরিত ১০:৩৬
205. কলসীয় ১:২০; ইফিষীয় ২:১৭; ৬:১৫
206. রোমীয় ৫:১
207. রোমীয় ৫:১০; ২ করিন্থীয় ৫:১৮
208. তীত ৩:৩
209. মথি ৫:৪৪; ১ যোহন ৪:১৯
210. ইফিষীয় ২:১৪-২২
211. রোমীয় ১২:১৮

সঙ্গে শান্তি এবং ঈশ্বরের শান্তি বাস্তব হয়।[212]

আপনি এই শান্তি কীভাবে অভিজ্ঞতা করেছেন? এটি আপনার মধ্যে, আপনার সম্পর্কগুলোতে কী বদলেছে?

সুসমাচার – পূর্ণ হওয়া প্রতিজ্ঞা

সুসমাচার লাগামছাড়া হয়ে যাওয়া মানব-ইতিহাসের প্রতি ঈশ্বরের কোনো আতঙ্কিত বা হতাশ প্রতিক্রিয়া নয়। এটি ঈশ্বরের হৃদয় থেকে আসে এবং অনাদিকাল থেকে প্রতিজ্ঞাত।[213] তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এর শিকড় হিব্রু বাইবেলের গভীরে, অর্থাৎ বাইবেলের প্রথম অংশে, পুরাতন নিয়মে। সেখানে এর প্রতিজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।[214] সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, কীভাবে ঈশ্বরের পরিত্রাণের ইতিহাস সেই বিন্দুর দিকে এগিয়ে চলে, যাকে বাইবেল কালের পূর্ণতা বলে। সেই সময়, যখন ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন।[215] ইস্রায়েলে তাঁর সমকালীনদের বেশির ভাগই যীশুকে প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা হিসেবে চিনতে পারেনি।[216] কিন্তু বারোজন শিষ্য, প্রেরিতেরা, শীঘ্রই তা বুঝলেন। অবশ্য যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরেই। প্রেরিতদের কার্যবিবরণে ও তাঁদের পত্রগুলোতে তাঁদের সুসমাচার-প্রচার পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতিতে ভরা।[217] অনেক উদাহরণ আছে। যীশু নিজেই বলেছেন যে, শাস্ত্র, অর্থাৎ পুরাতন নিয়ম, তাঁরই কথা বলে।[218] এখানে পুরাতন নিয়ম থেকে তিনটি ছোট উদাহরণ এবং বাইবেলের কয়েকটি অংশ দেওয়া হলো।[219]

বাইবেলের একেবারে প্রথম পাতাগুলোতেই, মানুষ ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করার পর, এক প্রতিজ্ঞা আছে, যাকে বলা হয় আদি-সুসমাচার: আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।[220] তখন যা প্রায় বোঝা যেত না, যীশুর আলোতে, তাঁর জীবন ও মৃত্যুর আলোতে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যীশু মৃত্যুবরণ করে দিয়াবলকে পরাজিত করলেন![221]

মানব-ইতিহাসের সময়রেখায় বহু বছর পরে অব্রাহাম আবির্ভূত হন, তাঁর স্ত্রী সারার সঙ্গে। এই বৃদ্ধ, নিঃসন্তান দম্পতি একটি ছেলের প্রতিজ্ঞা পান। শুধু এই জন্য নয় যে, তাঁরা দুজন সুখী হবেন। না, এই

212. কলসীয় ১:২০
213. রোমীয় ১৬:২৫-২৭; ২ তীমথিয় ১:৯; তীত ১:২
214. রোমীয় ১:১-৩; গালাতীয় ৩:১৪-১৬
215. গালাতীয় ৪:৪
216. প্রেরিত ১৩:২৭, ৩২
217. প্রেরিত ২:২৫-৩১; রোমীয় ১:১৭; ৩:২১-২৬; ৪:১৭; ১০:৮-১৩; ১৫:৯-১৩; ১ করিন্থীয় ২:৯; ২ করিন্থীয় ৬:২; গালাতীয় ৩:১৬; ১ পিতর ১:১৯; ২:৬-৯
218. যোহন ৫:৩৯; ৭:৪২
219. গীতসংহিতা ১৬:৮-১০; ২২; ৩১:১৩; ৩৫:১১; ৬৯:৪; যিশাইয় ৯:২-৭; ১১:১; ৩৫:৪-৬; ৫০:৬; ৫৩; মীখা ৫:২; সখরিয় ১১:১২; দানিয়েল ৯:২৫-২৬
220. আদিপুস্তক ৩:১৫
221. ইব্রীয় ২:১৪; রোমীয় ১৬:২০; প্রকাশিত বাক্য ১২:৯-১১; ২০:১০

ছেলের মধ্যে, ইসহাকের মধ্যে, পৃথিবীর সব জাতি আশীর্বাদ পাবে।[222] এটি এমন এক প্রতিজ্ঞা, যা যীশুর মধ্যে পূর্ণ হয়![223]

শতাব্দীর পর শতাব্দী পরে দায়ূদ ইস্রায়েলের রাজা হন। ঈশ্বরের মনের মতো একজন মানুষ। যদিও তিনি ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করেছিলেন, তবুও তিনি সবসময় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন এবং কখনো কোনো প্রতিমার উপাসনা করেননি। ঈশ্বর তাঁকে এমন এক পুত্রের প্রতিজ্ঞা দেন, যাঁর সিংহাসন হবে চিরস্থায়ী।[224] সেই পুত্র কেবল শলোমন নন। সম্পূর্ণভাবে তা পূর্ণ হয়েছে যীশুর মধ্যে, দায়ূদের সন্তানের মধ্যে। তাঁর মধ্যে বহু শতাব্দীর পুরোনো এক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। একজন রাজা, দায়ূদের রাজবংশের সরাসরি একজন বংশধর, হবেন ইস্রায়েলের মশীহ-রাজা। চিরকালের জন্য। আর ঠিক তা-ই ঘটেছে।[225] তিনি এখন ঈশ্বরের সিংহাসনে আছেন এবং শীঘ্রই সবার দৃষ্টিগোচরে জগৎ শাসন করবেন।

নিজেকে নিয়ে এত ভাববাণী আছে বলে আর কেউ দাবি করতে পারে না। অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে। সেগুলোর অনেকগুলোই ইতিমধ্যে হুবহু পূর্ণ হয়েছে। গোটা পুরাতন নিয়ম যীশুর দিকে নির্দেশ করে। পুরাতন নিয়মই ঈশ্বরের পুত্রের সুসমাচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী।



222. আদিপুস্তক ১২:৩; ২২:১৮; ২৮:১৪
223. গালাতীয় ৩:১৬
224. ২ শমূয়েল ৭:১২-১৬
225. লূক ৩:২৩-৩১; আদিপুস্তক ৪৯:১০; যিরমিয় ২৩:৫-৬; গীতসংহিতা ১৩২:১১; রোমীয় ১:৩; ২ তীমথিয় ২:৮; প্রকাশিত বাক্য ৫:৫

সুসমাচারের প্রত্যাশা

একজন ক্রুশবিদ্ধ মানুষ যদি পুনরুত্থিত হতে পারেন, তবে আমাদের সবার প্রত্যাশা আছে! এটি এক নিশ্চিত প্রত্যাশা, কারণ একজন ক্রুশবিদ্ধ জন আমাদের জন্য মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন: ঈশ্বরের পুত্র। তিনি আমাদের প্রত্যাশা ফিরিয়ে দিয়েছেন!

আমাদের সবারই আশা ও স্বপ্ন আছে। একটু সময় নিন। আপনার কি এমন কোনো ভবিষ্যৎ আছে, যা আপনি চান, এমন কোনো কিছুর স্বপ্ন, যা আপনার বর্তমান অভিজ্ঞতার চেয়ে ভালো? এমন এক আশা, যা একদিন বাস্তব হোক বলে আপনি চান?

সুসমাচার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। আমরা বাঁচব! চিরকাল। মৃত্যু শেষ কথা বলবে না। সুসমাচার প্রত্যাশা ছড়ায়।[226] তাই আমি একে বলতে ভালোবাসি: নতুন সৃষ্টির সুসমাচার। এটি প্রতিজ্ঞা করে যে, যেমন আছে, তেমন থাকবে না।[227] গোটা সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বর আন্তরিক।[228] বিষয়টি শুধু মানুষ নয়, গোটা গ্রহ। ঈশ্বরের রাজ্য একদিকে এমন মানুষদের নিয়ে গঠিত, যারা রাজার সেবা করে। কিন্তু একটি স্থানও আছে, যেখানে এই রাজ্য অবস্থিত। সেই স্থান আমাদের পৃথিবী।[229] এই পৃথিবীতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্র ধূলিকণাতে, ঈশ্বর যীশুর মধ্যে এসেছেন।

ঈশ্বর একে সৃষ্টি করেছিলেন। এটি তাঁর হৃদয়ের প্রকল্প: সবকিছু খুব ভালো ছিল।[230] তাই ঈশ্বর ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন বা নতুন কিছু ভাবছেন না। না, তিনি পৃথিবীকে আবার তেমন করে গড়বেন, যেমনটি হওয়া উচিত। অন্য কথায়: তিনি একে নতুন করবেন।[231] একদিন এর উপর আর কোনো মৃত্যু, রোগ ও ক্ষুধা থাকবে না।[232] মানুষ যা কিছু ধ্বংস করে, মানুষের ক্ষতি করে এমন লাগামছাড়া প্রকৃতিও, আর থাকবে না।[233]

আশাহীন এক ভাঙা জগতে,[234] এটি প্রত্যাশার সুসমাচার,[235] যা এক চিরস্থায়ী ও অটল রাজ্যের[236] প্রতিজ্ঞা দেয়। এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী আমাদের নতুন বাড়ি হবে।

প্রত্যাশা দৃঢ়ভাবে নোঙর করা আছে পুনরুত্থিত জনের মধ্যে। তাঁর মধ্যে, যিনি মৃত ছিলেন এবং যুগে যুগে জীবিত আছেন।[237] তিনি মৃত্যুর ক্ষমতা ভেঙে দিয়েছেন।[238] তাঁর মাধ্যমে প্রকৃত জীবন ও

226. ১ পিতর ১:৩-৪
227. রোমীয় ৮:১৮-২৪
228. যোহন ৩:১৬
229. প্রকাশিত বাক্য ৫:৯-১০
230. আদিপুস্তক ১:৩১
231. যিশাইয় ৬৫:১৭-১৯; ৬৬:২২
232. প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১৭; ২১:১, ৪-৫
233. প্রকাশিত বাক্য ৭:১৬; ২২:৩
234. ইফিষীয় ২:১২; ১ থিষলনীকীয় ৪:১৩
235. ইফিষীয় ১:১৮; কলসীয় ১:৫, ২৩
236. ২ পিতর ১:১১; ইব্রীয় ১২:২৭-২৮; দানিয়েল ২:৪৪; ৭:১৪, ২৭
237. প্রকাশিত বাক্য ১:১৭-১৮; যোহন ১৪:১৯
238. ইব্রীয় ২:১৪-১৫

অক্ষয়তা আলোতে এসেছে।[239] খ্রীষ্টে আমরা তাঁর পুনরুত্থান-জীবনকে আমাদের জীবন হিসেবে পেয়েছি, যা আর কখনো মরে না। আর পাপের সঙ্গে যার আর কোনো সম্পর্ক নেই।[240] এটাই প্রকৃত জীবন এবং নতুন সৃষ্টির অফুরন্ত শক্তি। যীশুর অনুসারীদের জীবনে তা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।[241] তাঁরা নতুন জীবনে ও এক জীবন্ত প্রত্যাশায় নতুন জন্ম পেয়েছেন।[242] খ্রীষ্টে তাঁরা এখনই এক নতুন সৃষ্টি। একদিন তাঁরা নতুন সৃষ্টির মধ্যে বাস করবেন।[243] তাঁদের এক রূপান্তরিত, অমর ও মহিমাময় দেহ থাকবে।[244] তবুও তাঁরা সেই অনন্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় গড়া ব্যক্তিত্বই থাকবেন, যা তাঁরা তাঁদের মরণশীল জীবনে ছিলেন।

সুসমাচার এমন এক সময়ের কথা বলে, যা ঈশ্বর স্থির করেছেন।[245] তখন যীশু আবার আসবেন, সব মানুষের দৃষ্টিগোচরে।[246] মহা মহিমায় ও পরাক্রমে।[247] যারা তাঁর অপেক্ষায় আছে, তাদের সবার জন্য সেটি হবে আনন্দের দিন। কারণ তখন শুরু হবে ঈশ্বরের চিরস্থায়ী শাসন। তখন শুরু হবে সেই সময়, যা আর কখনো শেষ হবে না। যখন ঈশ্বর নিজেই মানুষের সঙ্গে বাস করবেন।[248] তারা ঈশ্বরকে দেখবে। আর অকল্পনীয় আনন্দ উপভোগ করবে।[249] ঠিক তা-ই, যা প্রেমের চিরন্তন ঈশ্বর, ত্রিএক ঈশ্বর, সবসময় চেয়েছেন। তখন অবস্থা আগের যে কোনো সময়ের চেয়েও ভালো হবে। স্বর্গ, ঈশ্বর নিজেই, পৃথিবীতে নেমে আসবেন, যেন তাঁর মানুষদের সঙ্গে, তাঁর পরিবারের সঙ্গে দৃশ্যমানভাবে বাস করেন। চিরকাল। আমরা যীশুর মতো হয়ে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হব![250]

পৃথিবী তখন হবে একটিমাত্র, বিশাল, হ্যাঁ, বিশ্বজোড়া পরমদেশ। এক নতুন ও আরও ভালো এদন।[251] সেখানে প্রলোভনকারী আর কখনো আসবে না। পাপের প্রলোভন আর থাকবে না।

সেখানে একঘেয়েমিও থাকবে না, বরং রোমাঞ্চ। এক বড় অভিযান আমাদের অপেক্ষায়, কারণ আমরা সেই মানুষ হব এবং হতে পারব, যা আমাদের সবসময় হওয়ার কথা ছিল।

239. ২ তীমথিয় ১:১০
240. রোমীয় ৬:৯-১০
241. ২ করিন্থীয় ৫:১৭
242. ১ পিতর ১:৩
243. ২ পিতর ৩:১৩
244. ১ করিন্থীয় ১৫:৩৫-৫৮; ফিলিপীয় ৩:২০-২১
245. প্রেরিত ১৭:৩০-৩১
246. প্রকাশিত বাক্য ১:৭
247. মার্ক ৮:৩৮; ১৩:২৬
248. প্রকাশিত বাক্য ২১:৩
249. প্রকাশিত বাক্য ২২:৪
250. ১ করিন্থীয় ১৫:৪৯-৫০; ফিলিপীয় ৩:২০-২১; ১ যোহন ৩:২
251. প্রকাশিত বাক্য ২:৭; ২২:১-৫

ঈশ্বরের নতুন জগতের স্বপ্ন

আসুন, কয়েক মুহূর্ত ঈশ্বরের এই নতুন জগতের স্বপ্ন দেখি। যদিও আমরা এ সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না, তবুও সব খারাপ, নেতিবাচক, ধ্বংসাত্মক জিনিস আর থাকবে না। একই সঙ্গে এমন অনেক কিছু থাকবে, যা আমরা বর্তমান পৃথিবীতেও চিনতাম, যেমন ঈশ্বর একে সৃষ্টি করেছিলেন।

এমন এক জগৎ, যেখানে আর দারিদ্র্য নেই, ক্ষুধা নেই, টিকে থাকার লড়াই নেই, ভবিষ্যতের ভয় নেই।

দাসত্ব নেই, নিপীড়ন নেই, হিংসা নেই, কারসাজি নেই, বৈষম্য নেই, অপমান নেই, অপরাধ নেই, যুদ্ধ নেই।

রোগ নেই, মৃত্যু নেই, আর তাই শোকও নেই, চোখের জলও নেই – যদি চোখের জল থাকে, তবে তা আনন্দের অশ্রু।

পরিবেশ দূষণ নেই, দুর্যোগ নেই। পুলিশ নেই, উকিল ও আদালত নেই, হাসপাতাল নেই, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানী নেই।

একঘেয়েমি নেই, জীবনের অর্থের নিষ্ফল খোঁজ নেই, হীনম্মন্যতা নেই, লজ্জা নেই, শূন্যতা নেই, ধ্বংসাত্মক নির্ভরতা ও আসক্তি নেই, আশাভঙ্গ নেই!

এর বদলে থাকবে এগুলো: শান্তি, মানুষের মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রেম, নিখুঁত ন্যায়, পরস্পরকে পূর্ণ গ্রহণ, মূল্যদান ও মনোযোগ।

এমন এক স্থান, যেখানে সবকিছু যেমন হওয়া উচিত, তেমনই। উচ্ছ্বসিত জীবনের, বৈচিত্র্যের, অগ্রগতির, স্বাধীনতার, অভিযানের, সৃজনশীলতার, নিত্যনতুন আবিষ্কারের স্থান, এমন এক স্থান, যেখানে সবকিছু সবসময় নতুন ও সতেজ।

ক্লান্তি, উদ্যমহীনতা ও অবসাদের বদলে শক্তি, প্রাণচাঞ্চল্য, অনুপ্রেরণা চিরকাল থাকবে।

অকল্পনীয় ও বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের এক স্থান, যা মানুষ ঘুরে দেখে ও অনুসন্ধান করে। এমন এক স্থান, যেখানে নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাদের সঙ্গে উৎসব করা যায়।

এমন এক স্থান, যেখানে সময় থেমে থাকে বা কখনো ফুরায় না! এমন এক স্থান, যেখানে সুন্দর জিনিস শুধু অতীতের ইতিহাস নয়, সবসময় বর্তমান! এমন এক স্থান, যেখানে আমাদের কিছুই ফসকে যায় না।

এমন এক স্থান, যার সম্পর্কে আমরা ভাবতাম যে, তা থাকতেই হবে, এমন এক স্থান, যার জন্য আমাদের হৃদয় সবসময় আকুল ছিল।

প্রাচুর্যের, সেরা খাবারের, সবচেয়ে সুন্দর শিল্প ও সংগীতের, সেরা প্রযুক্তির এক স্থান। আজ যা কিছু জীবনকে জীবন করে তোলে, সেখানে তা পরিপূর্ণ রূপে আছে।

আনন্দের এক স্থান, কারণ সৃষ্টিকর্তা সবার দৃষ্টিগোচরে মানুষের সঙ্গে বাস করেন। আর তারা তাঁর আশ্রয়ে, তাঁর আশীর্বাদে, তাঁর প্রেমে বাস করে। ঈশ্বরে – পিতা, পুত্র ও আত্মায় – আনন্দ করে, তাঁর উপাসনা করে ও তাঁকে জানে। তাঁকে ভালোবাসে।

চিরন্তনের চোখের দিকে তাকানো, মুখোমুখি ঈশ্বরকে দেখা – এটাই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সুখ। সবচেয়ে দেরি হলেও তখন আমরা বুঝব, এই কথা কতখানি সত্য। ভয় ও লজ্জা ছাড়া, মুক্ত হয়ে ও পূর্ণ আস্থা নিয়ে ঈশ্বরের প্রেমময় যত্নে চিরকাল বাস করা – এর সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। যখন তাঁর দৃষ্টি আমাদের উপর পড়বে, তখন অসীম প্রেম আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে ও আমাদের স্পর্শ করবে, আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হবে ও আমাদের আলিঙ্গন করবে – সেই প্রেম, যার জন্য আমরা সবসময় আকুল ছিলাম।

জীবন-জলের উৎস থেকে পান করা এবং জীবন-বৃক্ষ থেকে অবিরত খাওয়া। এটি অনন্তকালের এক ছবি, যাকে আজ স্বর্গ বলা হয়।

সেখানে, তাঁর উপস্থিতিতে, আমরা তা-ই হব, যা আমাদের সবসময় হওয়ার কথা ছিল। আমরা নিজেরা। ঠিক ততটাই স্বতন্ত্র ও অনন্য, যেমন ঈশ্বর আমাদের চেয়েছেন ও গড়ে তুলেছেন। সেখানে কোনো মুখোশ নেই। খাঁটি।

সেখানে সব মানুষ সর্বোত্তম অর্থে প্রেম ও যত্নের সঙ্গে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করবে[252] এবং এভাবে প্রথম মানুষদের দায়িত্ব পালন করবে। এমনভাবে, যেন সৃষ্টির সম্ভাবনাগুলো আগে কখনো না দেখা রূপে বিকশিত হয়। অকল্পনীয় সৃজনশীলতা, বৈচিত্র্য, সমৃদ্ধি ও উপভোগে। সবকিছু ঈশ্বরের প্রেমে পরিপূর্ণ। সবাই একসঙ্গে, পিতা তাঁর পরিবারের সঙ্গে, যিনি তাদের জন্য সবকিছু প্রস্তুত করেছেন।[253] স্বর্গ ও পৃথিবী একত্র হয়। আমরা আমাদের সৌভাগ্য বিশ্বাসই করতে পারব না। ১০,০০০ বছর পরেও নয়। আমরা চিরকাল যীশুর সঙ্গে থাকব। প্রকৃত, গভীর, উল্লসিত আনন্দের কোনো শেষ থাকবে না।[254]

সুসমাচার হলো সেখানে উপস্থিত থাকার এবং সেই মহান, চিরন্তন উৎসবে যোগ দেওয়ার নিমন্ত্রণ।[255] এই বার্তা সব মানুষের কাছে যায়।[256] প্রত্যেকে নিমন্ত্রিত।[257] প্রবেশের জন্য কোনো মূল্য দিতে হয় না। যীশু সবকিছু ভালো করে দিয়েছেন![258]

252. রোমীয় ৫:১৭; প্রকাশিত বাক্য ৫:১০; ২২:৫
253. ১ করিন্থীয় ২:৯
254. গীতসংহিতা ১৬:১১
255. প্রকাশিত বাক্য ১৯:৬-১০; ২১:৬; ২২:১৪-১৫, ১৭
256. মথি ২৮:১৯-২০; ২ করিন্থীয় ৫:১৫
257. মথি ২২:১-১৪
258. রোমীয় ৩:২৪; প্রকাশিত বাক্য ২১:৬; যিশাইয় ৫৫:১

সুসমাচার – পরিত্রাণের জন্য শক্তি

যীশুর কোনো শিষ্যের সুসমাচারের জন্য লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদিও ক্রুশ অনেকের কাছে মূর্খতা। এই বার্তার শক্তি আছে। এটি ডিনামাইটের মতো।[259] সুসমাচার যাদের হৃদয় খুলে দেয়, তারা ঈশ্বরের এই শক্তি অনুভব করে, যা তাদের উপর কাজ করে। মন ফেরানো ঘটে, এক নতুন জীবন শুরু হয়। জীবনের এমন এক মোড় ফেরা, যা কেবল ঈশ্বরের শক্তিই ঘটাতে পারে এবং যা জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।[260] এই শক্তি পরিত্রাণ করে এবং গুপ্তবিদ্যার বন্ধন ও আসক্তি থেকে মুক্ত করে। অনেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হয়েছে। সম্পর্ক আবার জোড়া লাগে। সুসমাচারে ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গে আর কোনো কিছুর তুলনা চলে না। কোনো মতাদর্শ, ধর্ম বা দর্শনের প্রভাব সুসমাচারের মতো নয়।[261]

যেখানে আমরা মানুষেরা শক্তিহীন ও দিশাহারা, নিজেদের ও অন্যদের সাহায্য করতে পারি না,[262] সেখানে এই সুসমাচার অলৌকিক কাজ করে। নতুন জন্মের অলৌকিক কাজ।[263] সুসমাচার নতুন জীবন সৃষ্টি করে। একটি শিশুর জন্মের সঙ্গে এর তুলনা চলে।[264]

একবার এক নাস্তিক এক পরিচিত সুসমাচার-প্রচারককে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্কের আহ্বান জানাল। প্রচারক রাজি হলেন, কিন্তু শর্ত দিলেন যে, নাস্তিককে এমন মানুষদের সঙ্গে আনতে হবে, যাদের জীবন নাস্তিকতার মাধ্যমে ভালোর দিকে মোড় নিয়েছে। বিতর্কটি আর হয়নি, কারণ নাস্তিকতার মাধ্যমে কেউ নতুন মানুষ হয়নি বা আসক্তি ও নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়নি। অন্যদিকে প্রচারক এমন বহু মানুষকে চিনতেন, যারা তাঁর সুসমাচার-প্রচারের মাধ্যমে মুক্ত হয়েছে ও নতুন মানুষ হয়েছে।

সুসমাচার কোনো মানুষের সামনে থেমে যায় না। এটি সবার জন্য। আর তাই এই বার্তায় যে শক্তি বাস করে, তাও সবার জন্য। এটি ঈশ্বরের শক্তি, যেমনটি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুত্রের উত্থাপনে প্রকাশ পেয়েছিল।

এটাই পরিত্রাণের বাস্তব শক্তি!

সুসমাচারের বাধ্য হওয়া

সুসমাচার মানুষকে বদলে দেয়। আপনি কি তা অভিজ্ঞতা করেছেন? কিংবা অন্যদের মধ্যে দেখেছেন? সত্যিকারের আনন্দের বিষয়। হঠাৎ মানুষ বাইবেল পড়ার জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। তারা

259. রোমীয় ১:১৬-১৭
260. ১ থিষলনীকীয় ১:৫-১০
261. যোহন ৮:৩৬; রোমীয় ৬:১৮
262. রোমীয় ৫:৬
263. যোহন ৩:৩; ১ পিতর ১:৩; তীত ৩:৪-৭
264. ১ করিন্থীয় ৪:১৫; যাকোব ১:১৮; ১ পিতর ১:২৩-২৫

ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে।[265] তারা ঈশ্বর সম্পর্কে আরও জানতে চায়। সুসমাচার জানার আগে এই আগ্রহ ছিল না। হঠাৎ তারা জিজ্ঞেস করে, ঈশ্বর কী চান।[266]

সুসমাচারের প্রতি সাড়া একদিকে উদাসীনতা বা প্রত্যাখ্যান। অন্যদিকে বিশ্বাস।[267] সুসমাচারকে কেবল বুদ্ধি দিয়ে সত্য বলে মেনে নেওয়া নয়,[268] বরং গোটা মানুষের এক ব্যক্তিগত সাড়া। এক কথায়: বিশ্বাসের বাধ্যতা।[269] এই বার্তা মানুষের জন্য যা আনে, তা বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে মানুষ সুসমাচারের আহ্বানের বাধ্য হয়। যদিও তারা নিজেরা একে বাধ্যতার পদক্ষেপ হিসেবে মোটেই টের পায় না, বরং একটি উপহার গ্রহণ হিসেবে।

তারা ঈশ্বরের দিকে ফেরে। ঈশ্বরহীন জীবনের সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে। প্রতিমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে – দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্য।[270] তারা নিজেদের জীবনের পাপ চিনতে পারে এবং তাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে তা স্বীকার করে।[271] তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে ক্ষমা আঁকড়ে ধরে। তারা পরিত্রাণ ও আরোগ্য লাভ করে। সুসমাচার যখন শক্তিতে এবং মহা নিশ্চয়তায় ও স্পষ্টতায় প্রচারিত হয়, তা মানুষকে আলোতে নিয়ে যায়।[272] তারা চিনতে পারে, তারা কে এবং ঈশ্বর কে। জীবনের বাস্তবতার দিকে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকায়। এক বদল ঘটে, ঈশ্বর নিজেই যা ঘটান – যেন মৃত্যু থেকে জীবনে।[273]

যীশুর শিষ্য হওয়া

যীশুর দিকে ফেরা প্রায়ই একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটে। যে মানুষ সুসমাচারের মাধ্যমে যীশুর সংস্পর্শে আসে, সেই মানুষ বিশ্বাসে ছোট ছোট পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। যীশুর কথা শুনতে ও তাঁর উপর ভরসা রাখতে শুরু করে। এক যাত্রা শুরু হয়, এক গড়ে ওঠা ও শেখা। শিষ্য হওয়ার অর্থ একজন ছাত্র, একজন শিক্ষার্থী হওয়া। এটি এমন এক প্রক্রিয়া, যা এই জীবনে কখনো শেষ হয় না।

সেই সময়ে যীশুর শিষ্যেরা যীশু যেখানে যেতেন, সেখানেই তাঁর পিছনে চলতেন। বারোজনের চেয়ে বেশি শিষ্য ছিলেন। যীশু ছিলেন গুরু, যাঁর কাছ থেকে শিষ্যেরা শিখতেন। শিষ্যেরা তাঁর মতো হতে চাইতেন, তিনি যা বলতেন, তা পালন করে।[274]

265. ১ পিতর ২:২
266. ১ পিতর ৪:২-৩
267. প্রেরিত ২:৩৭-৪১
268. যাকোব ২:১৯
269. রোমীয় ১:৫; ১৬:২৬; ১ যোহন ২:৩-৪; ৩:২৪; ৫:২-৩
270. প্রেরিত ১১:২১; ১৪:১৫; ১ থিষলনীকীয় ১:৯-১০; ১ পিতর ৪:৩
271. প্রেরিত ১৯:১৮-২০; ১ যোহন ১:৯; হিতোপদেশ ২৮:১৩; গীতসংহিতা ৫১
272. ১ থিষলনীকীয় ১:৫
273. কলসীয় ২:১৩; ১ যোহন ৩:১৪
274. যোহন ৮:৩১

যীশু যখন আর ছিলেন না, তখনও যীশুতে বিশ্বাসী সবাইকে শিষ্য বলা হতো। পরে তাঁদের খ্রীষ্টান বলা হতে লাগল।[275]

শিষ্যত্বের সূচনা

শিষ্যত্বই আমাদের নিয়ে ঈশ্বরের লক্ষ্য! এমন মানুষ, যাঁরা রাজা যীশুর বাধ্য ও অনুগত। এর শুরু কখনো চোখে পড়ার মতো, কিন্তু প্রায়ই দ্বিধাভরে ও নিঃশব্দে। ঈশ্বরের আত্মা শিষ্যদের সাহায্য করেন, যেন তাঁরা যীশুর কথামতো কাজ করেন। আর বিশ্বাসে বেড়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে সুসমাচার এমন বীজের মতো কাজ করে, যা হৃদয়ের উর্বর জমিতে পড়ে এবং বেড়ে উঠে ফল দেয়।[276] কারও ক্ষেত্রে দ্রুত, কারও ক্ষেত্রে বেশি সময় লাগে। পড়ে যাওয়া ও আবার উঠে দাঁড়ানো। এভাবেই নতুন আত্মিক জীবন দৃশ্যমান হয়।[277] সুসমাচারকে আরও ভালোভাবে বোঝা তখনও এক শেখার প্রক্রিয়াই থাকে। এটি নিছক মাথার ব্যাপার হিসেবে ঘটে না, বরং তা পালন করা ও যাপন করার মধ্য দিয়ে।

আরও একবার বলি, কারণ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ: যীশুকে অনুসরণ করা ও শিষ্য হওয়াই সুসমাচারের লক্ষ্য। সুসমাচার স্বর্গে ঢোকার টিকিট নয়, পরকালের আশ্বাস দিয়ে বর্তমানকে ভুলিয়ে রাখে না। এটি এমন কিছু, যা এই জীবনকেই এখানে ও এখন বদলে দেয়, যা পরে একদিন অনন্তকালে ও মহিমায় চলতে থাকবে ও পূর্ণতা পাবে। অনন্ত জীবন এখনই যাপন করা হয়!

একটি বাহ্যিক চিহ্ন আছে, যার মাধ্যমে একজন মানুষ সাক্ষ্য দেয় যে, এখন থেকে সে খ্রীষ্টের: বাপ্তিস্ম।[278] এটি প্রকাশ্যে, মানুষের সামনে ও অদৃশ্য জগতের শক্তিগুলোর সামনে নিশ্চিত করে ও মুদ্রাঙ্কিত করে যে, এখন থেকে যীশু খ্রীষ্ট তার জীবনের মুক্তিদাতা ও প্রভু। জলে বাপ্তিস্ম এক বড় পার্থক্য গড়ে দেয়। এটি পক্ষ বদল, রাজা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি এক স্বীকারোক্তি। এটি যীশুর সঙ্গে জীবনের একেবারে শুরুতে আসে। এটি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত, যেন মানুষ দেখতে পায়, যীশুর শিষ্যেরা বিষয়টিকে কতটা গুরুত্ব দেন।

যীশুকে অনুসরণ করা দেখতে কেমন?

শিষ্য হিসেবে জীবন দেখতে কেমন? শিষ্য আগের মতোই জীবনের সব স্বাভাবিক কাজ করে যাবেন: ঘুমানো, খাওয়া, কাজ করা, স্কুলে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ভেতরের মনোভাব ও প্রেরণা, জীবন ও প্রতিবেশীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়।

275. প্রেরিত ১১:২৬
276. মার্ক ৪:২০; যোহন ১৫:৮
277. রোমীয় ৬:২১-২২; ৭:৪; ইফিষীয় ৫:৯; কলসীয় ১:১০; তীত ৩:১৪; ইব্রীয় ১৩:১৫; ২ পিতর ১:৮
278. মথি ২৮:১৯; মার্ক ১৬:১৬; প্রেরিত ২:৩৮-৪১; ৮:১২, ৩৬-৩৮; ৯:১৮; ১০:৪৭-৪৮; ১৬:১৫, ৩৩; ১৮:৮; রোমীয় ৬:৩; গালাতীয় ৩:২৭; ইফিষীয় ৪:৫; কলসীয় ২:১২

এখানে ঈশ্বর থেকে আসা নতুন জীবনের ফল হিসেবে যীশুর শিষ্যদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। আমি যা কিছু উল্লেখ করছি, তা এখনও পরীক্ষার মধ্যে আছে, আর থাকবেও। খ্রীষ্টে নতুন সত্তাকে নিয়েও লড়াই চলে। বাধা শুধু বাইরে থেকে আসে না, ভেতর থেকেও আসে। আমাদের পুরোনো সত্তা, পুরোনো অভ্যাস, আমাদের ভেতরের পাপ আবার মাথা তোলে। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, যেন সব নতুনত্ব কেবল কল্পনা। ঈশ্বর সাহায্য করেন এবং আমাদের মধ্যে কাজ করেন। তাঁর আত্মা আমাদের দেওয়া হয়েছে সান্ত্বনাদাতা, শক্তি ও সহায় হিসেবে।

যীশুর শিষ্যেরা ঈশ্বরকে, তাঁদের প্রতিবেশীকে ও একে অপরকে ভালোবাসেন![279] ঐশ্বরিক প্রেম চিরকাল সবচেয়ে মহান থাকে![280] এর কোনো সীমা নেই। যীশুর শিষ্যদের চেনা যায় সেই প্রেম দিয়ে, যা তাঁদের পরস্পরের মধ্যে আছে![281]

শিষ্যেরা একে অপরের যত্ন নেন ও খোঁজখবর রাখেন![282] তাঁরা এক পরিবার। তাঁরা এক সহভাগিতা। এটি শুধু নিয়মিত উপাসনায় যোগ দেওয়ার মধ্যে প্রকাশ পায় না, বরং গোটা জীবনে, দৈনন্দিন জীবনে।

যীশুর শিষ্যেরা প্রভুর ভোজে, রুটি ভাঙায়, একসঙ্গে স্মরণ করেন, যীশু তাঁদের জন্য কী করেছেন। তাঁরা তা নিয়মিত করেন বা যত বার পারেন।[283] তাঁদের উপাসনার জন্য তাঁরা গির্জাভবনের উপর নির্ভরশীল নন। তাঁরা ঘরে ঘরে মিলিত হন, এক আত্মিক পরিবার হিসেবে।

যীশুর শিষ্যেরা প্রার্থনা করেন স্বর্গীয় পিতার কাছে, একা ও একসঙ্গে![284] তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন, যেন তাঁকে দেখছেন। একা ও একসঙ্গে উপাসনা ও প্রশংসাগান তাঁদের কাছে মহা আনন্দের বিষয়।[285]

যীশুর শিষ্যেরা বাইবেল পড়েন![286] এভাবে তাঁরা ঈশ্বরকে ও তাঁর ইচ্ছাকে জানতে পারেন। আর তিনি তাঁদের কী দান করেছেন।

যীশুর শিষ্যেরা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনেন এবং দৈনন্দিন জীবনে, ছোট-বড় সব বিষয়ে তাঁর পরিচালনা ও নির্দেশনা অভিজ্ঞতা করেন।

যীশুর শিষ্যেরা কষ্টভোগ করেন।[287] যীশু যেমন নির্যাতিত হয়েছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও তেমন ঘটতে পারে। এর শুরু উপহাস ও হয়রানি দিয়ে, আর বিশ্বের কিছু দেশে যেমন, আজও এর পরিণতি

279. মথি ২২:৩৬-৪০; যোহন ১৩:৩৪-৩৫; ১৫:১৩-১৭; ১ করিন্থীয় ১৩:৪-৭
280. ১ করিন্থীয় ১৩:১৩
281. যোহন ১৩:৩৫
282. প্রেরিত ১১:২৯
283. ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৭
284. মথি ৬:৫-১৫; যোহন ১৬:২৬-২৭; ১ থিষলনীকীয় ৫:১৭
285. যোহন ৪:২৩
286. কলসীয় ৩:১৬; ২ তীমথিয় ৩:১৬; ১ পিতর ২:২
287. প্রেরিত ১৪:২২

মৃত্যু হতে পারে।[288]

যীশুর শিষ্যেরা অন্য মানুষদের শিষ্য করে তোলেন![289] সুসমাচার মানুষকে এমন খ্রীষ্টান বানায় না, যারা নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস করে, বরং এমন শিষ্য বানায়, যাঁরা দৈনন্দিন জীবনে যীশুকে অনুসরণ করেন। যাঁরা সবকিছু ত্যাগ করতে ও প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিতে প্রস্তুত এবং অন্য মানুষদের শিষ্য করে তোলাকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছেন। যীশু এটাই চেয়েছিলেন, আর কিছু নয়![290] যীশুর শিষ্যেরা মানুষের কাছে বেরিয়ে যান। তাঁরা নিজেদের গুটিয়ে রাখেন না।

বাইবেল বৃদ্ধি ও উপলব্ধির এক প্রক্রিয়ার কথা বলে।[291] খ্রীষ্টানরা নিখুঁত নন। খ্রীষ্টানরা এখনও পাপ করেন, কিন্তু পাপ আর তাঁদের উপর কর্তৃত্ব করে না।[292] তাঁরা আর পাপ করতে চান না। ঈশ্বর তাঁদের যে সর্বব্যাপী ক্ষমা দান করেছেন, সেই ক্ষমার মধ্যে তাঁরা বাস করেন। সেই পাপগুলোর জন্যও, যা তাঁরা ভবিষ্যতে করবেন।[293] তাঁরা নিজেদের পাপ চিনতে পারেন এবং তাঁদের স্বর্গীয় পিতার কাছে তা স্বীকার করেন। একে অপরের কাছেও, যখন তাঁরা পরস্পরের প্রতি দোষী হয়েছেন।[294] তাঁরা অনুগ্রহের অধীনে বাস করেন,[295] ব্যবস্থার অধীনে নয়।[296] দশ আজ্ঞা পালন করা তাঁদের লক্ষ্য নয়। যীশুর সঙ্গে জীবন এই আজ্ঞাগুলোর দাবির চেয়েও অনেক দূর যায়। এটি সম্ভব হয়, কারণ পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে বাস করেন।

তাঁরা পবিত্র আত্মা পেয়েছেন,[297] যিনি তাঁদের মধ্যে বাস করেন ও তাঁদের পরিচালনা করেন। তাঁর লক্ষ্য, আত্মার উত্তম ফল যেন দৃশ্যমান হয়।[298] এই ফল সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় পরস্পরের সঙ্গে আচরণে: প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, সদয়তা, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, আত্মসংযম। সব মিলিয়ে এটাই, যা যীশু যাপন করেছেন। তাঁর মতো হওয়াই জীবনের নতুন লক্ষ্য।[299] এটি ঈশ্বরের ফল, যা তিনি আমাদের জীবনে জন্মাতে ও বাড়তে দেন, যখন আমরা তাঁর উপর ভরসা রাখি। পবিত্র আত্মাই যীশুকে অনুসরণ করার শক্তি।[300] এই আত্মা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত উপস্থিতি। এ তো অবিশ্বাস্য, তাই না? আত্মা একসঙ্গে পরামর্শদাতা, কোচ, প্রশিক্ষক, সহায় ও পথপ্রদর্শক। যীশু এখানে পৃথিবীতে আমাদের মাঝে থাকলে যা করতেন, তিনি ঠিক তা-ই করেন।

288. যোহন ১৫:১৮-২০
289. মথি ২৮:১৮-২০
290. লূক ১৪:২৬-২৭, ৩৩; প্রেরিত ১৪:২১
291. যোহন ৩:৩০; কলসীয় ১:১০; ২ থিষলনীকীয় ১:৩; ২ পিতর ৩:১৮
292. রোমীয় ৬:১২-১৪
293. ইব্রীয় ১০:১৪; ১ যোহন ১:৫-২:২
294. যাকোব ৫:১৬
295. প্রেরিত ১৩:৪৩
296. রোমীয় ৬:১৪
297. যোহন ৭:৩৯; ১৪:১৭; ১ করিন্থীয় ২:১২; ৬:১৯
298. গালাতীয় ৫:১৩-২৬
299. ২ করিন্থীয় ৩:১৮
300. প্রেরিত ১৩:৫২; রোমীয় ৮:১২-১৭

ঈশ্বরের আত্মা শিষ্যদের নানা বরদান দেন, যা দিয়ে তাঁরা পরস্পরের সেবা করতে পারেন।[301]

শিষ্যত্ব কোনো আরামের পাঠ নয়, কোনো হালকা বেড়ানো নয়, কোনো আরামকেদারার খ্রীষ্টধর্ম নয়। এর অর্থ যীশুর মতো বাঁচা ও সেবা করা। জীবনের এক নতুন মূলমন্ত্র, যা দায়বদ্ধও করে। যীশুর শিষ্যের কাছে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতা সবসময় প্রথম স্থানে। বাকি সবকিছুর দেখাশোনা, যীশু বলেন, আমাদের পিতা করবেন।[302]

যীশু ছাড়া আর কারও এ কথা বলার অধিকার নেই: আমার পশ্চাৎ আইস! তিনি যখন আমাদের ডাকেন, আমরা কি "না" বলতে পারি?

এ পথ সহজ হবে না। যীশু বলেন, আমাদের খরচের হিসাব করে নেওয়া উচিত,[303] যেন আমরা এক মজবুত, প্রকৃত ও ভেবেচিন্তে নেওয়া সিদ্ধান্ত নিই, যা প্রথম উল্টো হাওয়াতেই উড়ে না যায়। যে পথ জীবনের দিকে নিয়ে যায়, তা সরু, এবং তা উপরের দিকে ওঠে। বিনাশের দিকে যাওয়া চওড়া পথ আপনা-আপনিই চলে। যেমন আছে তেমন থাকা ছাড়া আর কিছুই করার দরকার হয় না।[304]

যীশুর অনুসারী হিসেবে আমাদের গোটা সংগ্রামময় ও পরীক্ষাপূর্ণ জীবনের জন্য এ কথা সত্য: ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের প্রতিটি মুহূর্তে ঠিক ততটাই ভালোবাসেন, যতটা সেই মুহূর্তে, যখন তিনি তাদের জন্য তাঁর পুত্রকে দান করেছিলেন।[305]

সুসমাচারকে উপেক্ষা করা

সুসমাচার কোনো ভয় দেখানোর বার্তা নয়। এটি আনন্দের বার্তা! মন ফেরানো ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এটি ঈশ্বরের কাছে, ক্ষমার দিকে, স্বাধীনতার দিকে, জীবনের দিকে, জীবনের অর্থের দিকে যাওয়ার পথ খুলে দেয়।

কিন্তু সুসমাচার ইচ্ছেমতো বেছে নেওয়ার বিষয় নয়। বহু সত্যের মধ্যে একটি সত্য নয়। যে এই বার্তা শোনে, তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কারও উচিত নয় একে হালকাভাবে নেওয়া। শেষ পর্যন্ত এই বার্তা আমাদের পরিত্রাণ করতে ও রক্ষা করতে চায়।

কল্পনা করুন এমন এক খবর, যা দাবানল, ঘূর্ণিঝড়, দূষিত পানীয় জল বা বাঁধ ভাঙার বিষয়ে সতর্ক করে। এমন এক খবর, যা শুধু সতর্কই করে না, বরং বেরোনোর পথ ও সুরক্ষার উপায়ও দেখায়। এমন বার্তাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত? যদি কেউ ভুল করে মনে করে, এটি অতিরঞ্জিত বা অসত্য, কিংবা শুধু অন্যদের জন্য, তাহলে কী হবে?

301. ১ করিন্থীয় ১২; রোমীয় ১২:৩-৮
302. মথি ৬:৩৩
303. লূক ১৪:২৮
304. মথি ৭:১৩-১৪
305. যোহন ১৬:২৭; ১৭:২৩

সবকিছু আলোতে আসবে

যীশুর শিষ্যেরা জগতের পুনরুত্থিত প্রভুর সাক্ষ্য দিয়ে সুসমাচার প্রচার করতেন।[306] তাঁরা ঘোষণা করতেন যে, তাঁর মধ্যে ক্ষমা সম্ভব, যখন কেউ তাঁর উপর ভরসা রাখে, নিজের পাপ স্বীকার করে এবং নিজের জীবন বদলায়। একই সঙ্গে তাঁরা সবসময় জোর দিয়ে বলতেন যে, একটি দিন আসছে এবং তা স্থির হয়ে আছে, যেদিন প্রত্যেক মানুষকে এই প্রভুর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। যীশুই সব মানুষের বিচারক। প্রত্যেককে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। চোখে চোখ রেখে। ঈশ্বর, তাঁর পিতা, তাঁর হাতে বিচারের ভার দিয়েছেন।[307]

আমরা যা কিছু করেছি, বলেছি ও ভেবেছি – সবকিছুর জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। তাই এটি এক সতর্কবাণী, আমাদের জীবন নিয়ে ভাবার! ভেবে দেখার, আমরা যা করি, তা ঈশ্বরকে খুশি করে কি না। আপনার কেমন লাগে, যখন ভাবেন যে, সবকিছু আলোতে আসবে – ব্যতিক্রম ছাড়া সবকিছু? যা আমরা গোপনে ভেবেছি ও করেছি, মানুষের প্রতি যা করেছি এবং যা করতে অবহেলা করেছি।

আমাদের ভেতরের গভীরে, হৃদয়ে ও বিবেকে, আমরা সবাই জানি যে, আমরা পাপ করেছি। আমরা জানি, ঈশ্বর কী কখনো অনুমোদন করেন না। কল্পনা করুন: গত সপ্তাহের আমাদের চিন্তা ও আবেগ কি আমরা একটি পর্দায় প্রকাশ্যে তাদের সবার সামনে দেখাতে রাজি হতাম, যাদের সঙ্গে এই সপ্তাহে আমাদের কাজকারবার ছিল? সম্ভবত আমরা রাজি হতাম না, কারণ এমন কিছু কিছু বিষয় থাকত, যা আমরা নিজেদের মধ্যেই রাখতে চাইতাম। মানুষের সামনেই যদি কিছু কিছু বিষয়ের জন্য লজ্জা লাগে, তবে পবিত্র ঈশ্বরের সামনে অবস্থা কেমন হবে?

মানুষ হিসেবে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে পাপের প্রশ্নকে বাইবেল কখনো তুচ্ছ করে না। যেভাবেই ঘোরানো-ফেরানো হোক না কেন: এটাই মূল সমস্যা। আনন্দের বার্তা এই: যে খ্রীষ্টে আছে, তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় নেই।[308] আমাদের যদি ক্ষমা করা হয়ে থাকে, তবে ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে আমাদের আর ভয় পাওয়ার দরকার নেই। তিনি খ্রীষ্টে আমাদের তাঁর সন্তান করেছেন, তাঁর পুত্র ও কন্যা।[309] ঈশ্বরের সিদ্ধ প্রেম ভয়কে দূর করে দেয়![310]

কিন্তু আমি যদি সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করি, তবে? ঈশ্বর কারও উপর তাঁর বার্তা চাপিয়ে দেন না। তিনি সিদ্ধান্তের ভার মানুষের উপর ছেড়ে দেন। যদিও একই সঙ্গে মানুষকে এই বার্তার সত্যতা বোঝাতে তিনি সবকিছু করেন। তিনি মানুষের হৃদয় জয় করার জন্য খোঁজেন ও লড়াই করেন।[311]

306. প্রেরিত ৪:২; ৮:১২, ২৫, ৩৫, ৪০; ১১:২০; ১৭:১৮
307. যোহন ৫:২২-২৯
308. রোমীয় ৮:১
309. যোহন ১:১২
310. ১ যোহন ৪:১৬-১৯
311. লূক ১৯:১০

একজন ডুবন্ত মানুষের কথা ভাবুন, যার দিকে একটি লাইফবয় ছুড়ে দেওয়া হয়। কেউ এ কথা বলার কথা ভাববে না যে, ডুবন্ত লোকটিকে উদ্ধার পেতে বাধ্য করা হচ্ছে। নিজেকে হারানো বলে যে চেনে না, সুসমাচার সেই মানুষের কাছে অর্থহীন। কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা সুসমাচারে কাজ করেন, মানুষকে পাপের বিষয়ে চেতনা দিয়ে।[312] ঈশ্বরের বাক্যের হৃদয় খুলে দেওয়ার শক্তি আছে।[313]

তবে কারও কোনো ভ্রান্ত ধারণা রাখা উচিত নয়: সুসমাচার ছাড়া, খ্রীষ্ট ছাড়া আমরা হারানো এবং ইতিমধ্যে ঈশ্বরের ক্রোধের অধীনে। কোনো নিরপেক্ষ অঞ্চল নেই। খ্রীষ্টে কোনো দোষী সাব্যস্ত হওয়া নেই – খ্রীষ্ট ছাড়া আমরা ন্যায্যভাবেই দোষী সাব্যস্ত হব।

প্রত্যাখ্যানই যদি থেকে যায়, তবে সেই পরিণতি নিয়েই বাঁচতে হবে। পাপ ও দোষ নিয়ে মানুষ তখন একাই থেকে যায়। যিনি সব উদ্দেশ্য দেখে ফেলেন, তাঁর সামনে কীভাবে কেউ নিজের পক্ষ সমর্থন করতে চাইবে বা পারবে?

ঈশ্বর প্রেম![314] কিন্তু তিনি আলোও। সম্পূর্ণ পবিত্র।[315] তাঁর বার্তার বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত নেয়, সেই মানুষ ঈশ্বরকে, যীশুকে এবং প্রেমের বশে তিনি সেই মানুষের জন্য যা কিছু করেছেন, সেই সবকিছুকে "না" বলে। আর যা তিনি প্রত্যেককে বিনামূল্যে দান করেন। যীশু একবার বলেছিলেন:

যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ![316]

ঈশ্বরের ক্রোধ

ঈশ্বরের ক্রোধের বাস্তবতার কথা না বলা হবে বিপদের মুখে সাহায্য না করার মতো এক অপরাধ।[317] পাপের প্রতি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণার কথা না বলা। পাপ তাঁর অন্তরের গভীরকে আঘাত করে। তিনি দুঃখিত,[318] যখন দেখেন, তাঁর মানুষেরা ঈশ্বরহীনভাবে জীবন যাপন করে এবং দেখে না যে, তাঁকে ছাড়া পথ দুর্দশার দিকে যায়। ঈশ্বরের প্রেম যেমন আবেগ ছাড়া ভাবা ও বোঝা যায় না, তাঁর ক্রোধও তেমনই। কিন্তু এই ক্রোধও নির্মল ও পবিত্র। কোনো হঠাৎ রাগ নয়, মানুষের পাপের প্রতি কোনো অযৌক্তিক ও মাত্রাছাড়া প্রতিক্রিয়া নয়। ঈশ্বর ক্রোধে ধীর![319] আমাদের মানুষদের মতো নয়।

ঈশ্বরের ক্রোধের অর্থ, মানুষের পাপের পরিণতি ও প্রভাবের মধ্যে ঈশ্বর মানুষকে একা ছেড়ে দেন।[320] একা ফেলে রাখা, আমার নিজের তৈরি সব সমস্যা নিয়ে হারিয়ে যাওয়া। কেউ এমন

312. যোহন ১৬:৮
313. ইব্রীয় ৪:১২-১৩
314. ১ যোহন ৩:১; ৪:৭-৮, ১৬
315. ১ যোহন ১:৫; প্রকাশিত বাক্য ৪:৮
316. মথি ১২:৩০
317. যোহন ৩:৩৬; রোমীয় ১:১৮; ২:৫, ৮; ৩:৫; ৫:৯; ইফিষীয় ২:৩; ৫:৬; কলসীয় ৩:৫-৬; প্রকাশিত বাক্য ৬:১৬-১৭; ১১:১৮
318. মার্ক ৩:৫
319. যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬
320. রোমীয় ১:২৬

অভিজ্ঞতা চায় না।

ক্রোধের অর্থ, বিচারের দিনে আমার পাপ নিয়ে ঈশ্বরের মহিমাময় পবিত্রতার সামনে দাঁড়ানো। ঈশ্বরের ক্রোধ আমাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের উত্তর – সেই পাপ, যা আমরা মানুষের প্রতি ও তাঁর প্রতি করি।

ঈশ্বর যদি ক্রুদ্ধ না হতেন, তবে তিনি ঈশ্বর হতেন না। তিনি তাঁর প্রেমকে অস্বীকার করতেন, যে প্রেম যে কোনো রূপে মন্দকে অসহনীয় মনে করে। শেষ পর্যন্ত কেউই এমন ঈশ্বর চায় না, যিনি সবকিছুতে "হ্যাঁ" বলেন। মানুষ যদি ন্যায়ের নিশ্চয়তাই দিতে না পারে, তবে আমরা কেবল ঈশ্বরের উপরই আশা রাখতে পারি। কিন্তু এটি শুধু অন্যদের বেলায় খাটে না – প্রত্যেককে নিজের জন্য হিসাব দিতে হবে।

খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের পুনর্মিলনের ইচ্ছার সাক্ষ্য দেন,[321] কারণ তাঁরা নিজেরা তাঁকে এভাবেই চিনেছেন।[322] কিন্তু তিনি কোনো পোষ-মানানো ঈশ্বর নন, যিনি আমাদের মাপকাঠি গ্রহণ করে নেন। আমাদের অন্যায়ের বিষয়ে তিনি নীরব থাকবেন না। কিংবা সহজেই তা উপেক্ষা করবেন না। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর নিজের উপায়ে, যা আমাদের সামর্থ্য ও আজকের ধারণাকে ছাড়িয়ে যায়।

যে ঈশ্বরকে ও তাঁর সুখবরকে "না" বলে, হয়তো একাধিকবার, সেই মানুষ নিজেকে কঠিন করে তোলে। এভাবে মানুষ হারিয়ে যায়।[323] হারিয়ে যায়, কারণ ঈশ্বর ভারী মনে এই প্রত্যাখ্যান মেনে নেন। হারিয়ে যাওয়ার অর্থ, যেখানে থাকার কথা ও থাকা যেত, সেখানে না থাকা। ঘরে নয়, বরং একাকী ও শিকড়হীন। ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। এমন এক ঈশ্বরের সঙ্গে, যিনি প্রত্যেককে ঘরে ফিরিয়ে আনতে শেষ সীমা পর্যন্ত প্রত্যেকের খোঁজে যান।[324]

সুসমাচার প্রত্যাখ্যানকারী প্রত্যেকে নিজের পাপের জন্য ন্যায্যভাবে দোষী সাব্যস্ত হবে।[325] রায় হবে সম্পূর্ণ ন্যায্য।[326] মানুষ যা বোনে, তা-ই কাটবে, কারণ ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না।[327] যে সত্য ও সুসমাচারের অবাধ্য হয়েছে, একগুঁয়েভাবে প্রতিরোধ করেছে, সেই মানুষ ক্রোধ, রোষ, ক্লেশ ও ভয় ভোগ করবে।[328] কখনো কখনো এই জীবনেই, কিন্তু মৃত্যুর পরে নিশ্চিতভাবে। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি, নিজের সেই পাপের চোখে চোখ রাখা এবং নিজের পাপের মুখোমুখি আরও একবার হওয়া – এমনই লাগবে। এবার ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে। আর সেই মানুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে, যাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে।

321. ২ করিন্থীয় ৫:১৯-২০
322. ২ করিন্থীয় ৫:১১
323. রোমীয় ২:১২; ১ করিন্থীয় ১:১৮; ১৫:১৮; ২ করিন্থীয় ২:১৫; ৪:৩; ২ থিষলনীকীয় ২:১০; ২ পিতর ৩:৯
324. লূক ১৫:৪, ২৪; যোহন ৩:১৬; ২ পিতর ৩:৯
325. ২ করিন্থীয় ৫:১০
326. প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫; ২১:৮
327. গালাতীয় ৬:৭-৮; গণনাপুস্তক ৩২:২৩
328. রোমীয় ২:৫-১১

অনন্ত জীবন ও নরক

যীশু মহিমায় অনন্ত জীবনের কথা বলেন[329] এবং অনন্ত আগুন ও অনন্ত শাস্তির কথা বলেন।[330] তিনি বাইরের অন্ধকারের কথা বলেন, যেখানে তারা থাকে, যারা সুসমাচারের বাধ্য হয় না।[331] কান্না ও দাঁত কিড়মিড়ের কথা বলেন।[332]

সত্যিই যীশুই প্রায়ই নরকের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি, যিনি স্বয়ং প্রেম, এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি বলেছেন।[333]

নতুন নিয়মের মূল গ্রিক ভাষায় নরকের শব্দটি হলো গেহেন্না। সেই সময় এটি ছিল একটি বাস্তব স্থান, যিরূশালেমের কাছে একটি উপত্যকা। যীশুর সময়ে একটি ময়লার ভাগাড়, যেখানে অবিরাম আগুন জ্বলত। যীশু ভাববাদী যিরমিয়ের কথাও উল্লেখ করেন, যিনি সেই একই উপত্যকাকে বেন-হিন্নোম বলেন।[334] এই স্থান মূর্তি-উপাসনার জন্য কুখ্যাত ছিল, যেখানে শিশুদেরও বলি দেওয়া হতো। অর্থাৎ লজ্জা ও পাপের চূড়ান্ত প্রতীক। আর তাই বিচার ও বিনাশের। ধ্বংস ও মৃত্যুর।

যে আগের মতোই বাঁচতে চায়, যে নিজের পাপে থেকে যেতে চায়, সেই মানুষ এভাবে জীবনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়। অনন্ত জীবনের মহিমা থেকে বাদ পড়ে থাকে। এই অনন্ত জীবনই ঈশ্বরের সব সন্তানের জীবন ও ভবিষ্যৎ – তাঁর নতুন জগতে।[335]

নরককে সতর্কবাণী হিসেবে কঠোর সব ছবিতে বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেল এ বিষয়ে নীরব নয়। বরং উল্টো: বাইবেল জোরালোভাবে সতর্ক করে। নরক শুধু "বড় পাপীদের" জন্য নয়। আসুন, শুধু হিটলার (Hitler), স্তালিন (Stalin) বা মাও (Mao)-এর মতো গণহত্যাকারীদের কথা না ভাবি। শুধু ধর্ষকামী বা শিশু-নির্যাতনকারীদের কথাও নয়। ঈশ্বর তাদের রায় ঠিক ততটাই ন্যায্যভাবে নির্ধারণ করেন, যতটা এমন এক মানুষের রায়, যে আমাদের মাপকাঠিতে কোনো দোষ করেনি বা সামান্যই করেছে। বাইবেল স্পষ্ট বলে: "সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে।"[336]

নরক মানুষের জন্য বিস্তারিতভাবে কী অর্থ বহন করে, এ বিষয়ে যীশু ও বাইবেল নীরব। তাই কল্পনার এখানে কোনো স্থান নেই। যীশুর কথাগুলোই যথেষ্ট সতর্কবাণী।

নরক সম্পর্কে আপনি নানা মত শুনবেন। কেউ কেউ বলে, নরক বলে কিছু নেই। অন্যরা মনে করে, সেখানে হারানো মানুষেরা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ বলে, মানুষ সেখানে কেবল সীমিত সময়ের জন্য শুদ্ধ হতে থাকবে, তারপর শেষে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে। এ বিষয়ে

329. যোহন ৩:৩৬; ৫:২৪; ৬:৪৭, ৫১; ১০:২৮; ১১:২৬; রোমীয় ৫:২১; ৬:২৩; ১ যোহন ২:২৫; ৫:১১, ১৩
330. মথি ২৫:৩৪, ৪১, ৪৬
331. মথি ৮:১২; ২২:১৩; ২৫:৩০; যোহন ৮:১২; ১২:৪৬
332. মথি ৮:১২; ১৩:৪২, ৫০; ২২:১৩; ২৪:৫১; ২৫:৩০; লূক ১৩:২৮
333. মথি ৫:২২-৩০; ১০:২৮; ১৮:৯; ২৩:৩৩
334. যিরমিয় ৭:৩১; ১৯:২-৭; ৩২:৩৫; যিশাইয় ৬৬:২৪
335. প্রকাশিত বাক্য ২১:৮, ২৭; ২২:১৫
336. রোমীয় ৩:২৩

বাইবেল পড়ুন এবং টীকায় দেওয়া অংশগুলো খুলে দেখুন। সবচেয়ে খারাপটা, সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিটাই ধরে নিন। তিক্তভাবে হতাশ হওয়ার চেয়ে আনন্দের সঙ্গে অবাক হওয়া ভালো।

ঈশ্বর মানুষের প্রত্যাখ্যানকে সম্মান করেন। যদিও তা তাঁকে ব্যথা দেয় এবং যীশু যেমন যিরূশালেমের জন্য বিলাপ করেছিলেন, তিনিও তেমনই বিলাপ করেন।[337] তারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং তাদের প্রত্যাখ্যান ও পাপের পরিণতি বহন করবে। বাইবেল একে বলে দ্বিতীয় মৃত্যু।[338] তারা ঈশ্বর ছাড়া বাঁচতে চেয়েছিল, আর এখন চিরকাল তেমনই বাঁচবে। "নরকে কেবল স্বেচ্ছায় আসা মানুষেরাই থাকবে" – এই বাক্যটি সত্য।[339] মানুষের সামনে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন: মৃত্যু, না জীবন।[340]

আজই পরিত্রাণের দিন – আগামীকাল নয়!

অন্য এক সুসমাচার

সুসমাচার সত্যের বাক্য।[341] ঈশ্বরের সত্য। সুসমাচার যত ছড়িয়েছে, তত এমন সব সংস্করণ দেখা দিয়েছে, যা আর মূলের সঙ্গে মেলে না। খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীতেই প্রেরিতেরা, যাঁদের যীশু প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সুসমাচারের জাল সংস্করণের বিষয়ে সতর্ক করেন।[342] সেগুলো দেখতে মূলের মতো, প্রতারণামূলকভাবে খাঁটি মনে হতে পারে।

একইভাবে খণ্ডিত সংস্করণও আছে, যা জরুরি বিষয় বাদ দেয় বা কিছু যোগ করে। ভুল ও বিভ্রান্তিকর সংস্করণ আছে। দিক চেনার জন্য এই উদাহরণগুলো।

সুসমাচার ধারাবাহিকভাবে দেখায় যে, আমরা নিজেদের পরিত্রাণ করতে পারি না। নিজেদের উন্নত করার প্রতিটি চেষ্টা নিষ্ফল। ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করে এবং ভালো কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[343]

ঠিক তেমনই, ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটু দাবি করে সেই সঙ্গে আমাদের ভালো কাজগুলোকে প্রয়োজনীয় সংযোজন হিসেবে যোগ করাও চলে না। অনুগ্রহ ও কাজের মাধ্যমে ধার্মিকতার এক মিশ্রণ বা সংযোজন। নিজেরা কিছু অর্জন করতে চাওয়া কোনো-না-কোনোভাবে আমাদের মানব-স্বভাবের অংশ। অনুগ্রহ গ্রহণ করা কঠিন। কিন্তু ঠিক এটাই সুসমাচার!

অন্যদিকে ঈশ্বরের এই অনুগ্রহকে মূল্যহীন ও সস্তা করে ফেলাও সম্ভব। যে সুসমাচারের দাবি করে, কিন্তু নিজের জীবন বদলায় না – জীবনের এই পরিবর্তনকে বাইবেল মন ফেরানো ও ঈশ্বরের

337. মথি ২৩:৩৭
338. প্রকাশিত বাক্য ২:১১; ২০:৬, ১৪; ২১:৮
339. ভাবনাটির উৎস সি. এস. লুইস (C. S. Lewis): নরকের দরজাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ ("Über den Schmerz", The Problem of Pain)।
340. দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৫-১৯
341. গালাতীয় ২:৫, ১৪; ইফিষীয় ১:১৩; কলসীয় ১:৫; ১ তীমথিয় ২:৪
342. ২ করিন্থীয় ১১:১-৪; গালাতীয় ১:৬-৯
343. রোমীয় ৩:২০, ২৮; গালাতীয় ২:১৬; ৩:১০

দিকে ফেরা বলে – সেই মানুষ সুসমাচারকে ভুল বুঝেছে। সুসমাচার স্বার্থপরতা ও পাপপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার জীবনের জন্য কোনো ছাড়পত্র নয়।[344] জীবন্ত বিশ্বাস সবসময় জীবনের গভীর মোড় ফেরায় নিয়ে যায়।[345] এটি এক নতুন জীবনে নিয়ে যায়, যেখানে খ্রীষ্টই প্রভু ও কর্তা।[346] নতুন জীবন পাপহীন নয়। পার্থিব দেহে তা কখনো হবেও না। কিন্তু একটি স্পষ্ট 'আগে' ও একটি 'পরে' আছে, এমন এক পরিবর্তন, যা ছোট বা বড় কাজে ও কথায় দৃশ্যমান হয়। ভালো কাজ খ্রীষ্টীয় জীবনের ঠিক ততটাই অংশ, যতটা বিশ্বাস নিজে। ভালো কাজ ছাড়া বিশ্বাস মৃত। যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস আছে, তা ভালো কাজে দৃশ্যমান হয়। এটি কাজের মাধ্যমে ধার্মিকতা নয়। ভালো কাজ নতুন জীবনের প্রমাণ।

সত্য সুসমাচারের কোনো সংযোজনের প্রয়োজন নেই। যীশু; তিনি ছাড়া আর কিছুই নয় – এটাই বার্তা।

তাই নতুন নিয়ম যেভাবে বর্ণনা করে, সেভাবেই আমাদের সুসমাচারকে রক্ষা করা উচিত।[347] বিকৃত সুসমাচার পরিত্রাণ দেয় না!

সুসমাচার যা নয়

সুসমাচার কোনো মণ্ডলী বা সম্প্রদায়ের বিজ্ঞাপন নয়। এর মানে এই নয় যে, মণ্ডলীর কোনো ভূমিকা নেই। সব সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানরা তো কমবেশি সুসমাচার অন্যদের কাছে পৌঁছে দেন। মণ্ডলীগুলো তাদের সবার ঘর, আপন জায়গা, যারা বিশ্বাসে আসে।

সুসমাচার নিজেকে প্রথমত জগৎ উন্নয়নের কোনো কর্মসূচি হিসেবে দেখে না, যদিও বহু স্থানে এটি সেই কাজে বিরাট অবদান রাখে। এটি বরং হৃদয় বদলানোর এক কর্মসূচি। যীশুর বহু শিষ্যের প্রতিবেশী-প্রেমের মাধ্যমে অনেকে সাহায্য পায়। হাসপাতাল, শিশু-আশ্রম, দাসপ্রথার বিলোপ – এগুলো ঈশ্বরের প্রেমের প্রমাণ, যা মানুষের মধ্যে রূপ পায়। খ্রীষ্টানদের লবণের মতো কাজ করার কথা।[348] অন্যায়কে – বিশ্বজুড়ে অন্যায়কেও – নাম ধরে চিহ্নিত করা এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো।

খ্রীষ্টের ক্রুশের মাধ্যমে একেকজন মানুষের পরিত্রাণ এক বৈপ্লবিক শক্তি মুক্ত করে, যা সমাজকে প্রভাবিত করে। ক্রুশের বার্তাই একমাত্র শক্তি, যা জগৎকে ভালোর দিকে বদলাতে পারে। এবং একমাত্র শক্তি, যা এ কাজে নিজের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। সময় এসেছে, খ্রীষ্টের ক্রুশ যেন আরও একবার জোরে ও স্পষ্টভাবে প্রচারিত হয়।

ব্যবহারিকভাবে সুসমাচার প্রকাশ পায় যীশুর মতো কাজ করার মধ্যে। দিতে, সাহায্য করতে, রক্ষা করতে, মুক্ত করতে, স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা। ভালোবাসতে! বহু স্থানে কিছু একটা ভালোর দিকে

344. রোমীয় ৬:১; ২ পিতর ১:৯-১১
345. যাকোব ২:১৮-২৬
346. ২ পিতর ২:১; যিহূদা ১:৪
347. যিহূদা ১:৩
348. মথি ৫:১৩

বদলায়। এমন মানুষদের মাধ্যমে, যাদের সুসমাচার বদলে দিয়েছে। ঈশ্বর তাঁর লোকদের মাধ্যমে জগতে কাজ করেন, এবং একদিন তিনি সবকিছু নতুন করবেন। জগৎকে বদলানো, রূপান্তরিত করা এবং এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা শিষ্যদের কাঁধের বোঝা নয়। এটি সেই দায়িত্ব ও মিশন নয়, যা যীশু আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন।

রাজ্যের শিষ্যদের মধ্যে, তাঁদের সহভাগিতায়, ঈশ্বরের নতুন জগৎ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তাঁরা রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করেন এবং মানুষকে শিষ্য করে তোলেন। তাঁরা যে সমাজে বাস করেন, সেই সমাজের উপর এটাই সবচেয়ে কার্যকর প্রভাব।

সুসমাচার ব্যক্তিগত জীবন-উন্নয়নের কোনো কর্মসূচিও নয়। কিংবা ধনী হওয়ার। আত্ম-উৎকর্ষের কোনো পদ্ধতি নয়। এটি এই বার্তা যে, ঈশ্বর এমন কিছু করেছেন ও সম্পন্ন করেছেন, যা আমরা পারিনি। এই শৈলের উপর আমরা আমাদের জীবন গড়ি। ক্রুশে যীশু যা বলে চিৎকার করেছিলেন, তাতেই আমাদের পরিত্রাণ স্থির: "সমাপ্ত হইল!" আমরা এতে "হ্যাঁ" বলি, আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করি।

তবে সমৃদ্ধি বা ধনসম্পদ কখনোই সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা নয়। সমাজচ্যুতি ও নির্যাতনের কারণে খ্রীষ্টানদের অবস্থা কখনো কখনো তাঁদের প্রতিবেশীদের চেয়েও খারাপ হয়। কিন্তু তাঁরা সেই ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখতে পারেন, যিনি সবসময় তাঁদের সঙ্গে থাকার ও তাঁদের প্রয়োজন মেটানোর প্রতিজ্ঞা করেছেন।

শেষ কথা

এটি ছিল জগতের সেরা বার্তার কেবল একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এমন এক বার্তা, যা মানুষকে তুলে দাঁড় করায়। যা ক্ষমা দান করে ও আপন করে নেয়। যা যীশুর মাধ্যমে মুক্ত করে ও সাহস জোগায়।

এই বার্তা ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে কী বলে? আপনার হৃদয়কে? হয়তো আপনি এর আগে কখনো এত কাছে আসেননি, যতটা এখন। আজই পরিত্রাণের দিন – আগামীকাল নয়, তখন হয়তো খুব দেরি হয়ে যাবে।

সুসমাচার যেন একটি বড় নোট, যা খুচরো পয়সা ও ছোট নোটে ভাঙিয়ে দেওয়া হয়। এই বার্তার বিষয়বস্তু আরও বেশি করে ধরতে ও আত্মস্থ করতে সময় লাগে। এটি ঘটে ছোট, কখনো বড় পদক্ষেপে। যখন আমরা যীশুকে অনুসরণ করি। দৈনন্দিন জীবনে। প্রকৃত উপলব্ধি বাড়ে কেবল বিশ্বাস ও বাধ্যতার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে। অর্থাৎ কেবল তখনই, যখন আমরা যীশুর কথামতো কাজ করি।

সুসমাচার বিশ্ব-ইতিহাসের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে, যে ইতিহাসকে ঈশ্বর পরিত্রাণের ইতিহাসে পরিণত করেছেন।

পৌল রোমের বিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে চেয়েছিলেন,[349] যদিও তাঁরা অনেক দিন ধরে বিশ্বাসের পথে চলছিলেন। তিনি সুসমাচারের মহত্ত্ব, বিস্তার এবং আমাদের পার্থিব জীবন ও অনন্তকালের জন্য এর ফলাফল দেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি তা লিখে রেখেছেন: রোমীয়দের কাছে লেখা পত্র। সুসমাচারের এক স্মৃতিস্তম্ভ।

এই পত্রটি পড়ুন!

এরপর কী?

ঈশ্বর আপনার সম্পর্কে ও সরাসরি আপনাকে যত ভালো কথা বলেছেন, সেসবের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন।

আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে লিখুন: hj-ronsdorf@t-online.de

আরও বই, লেখা ও ধর্মোপদেশ আমার ওয়েবসাইটে পাবেন: www.hans-joerg-ronsdorf.de



এখানে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ:

- বাইবেল পড়ুন। সম্ভব হলে নিয়মিত।
- অন্যদের সঙ্গে মিলে বাইবেল পড়ুন – এবং তা নিয়ে মতবিনিময় করুন।
- প্রার্থনা করুন, যেন ঈশ্বর তাঁর বাক্য আপনার কাছে জীবন্ত করে তোলেন – যেন তিনি সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলছেন।
- অংশটি পড়ুন, সবচেয়ে ভালো হয় জোরে এবং কয়েকবার।

অংশটির কাছে এই প্রশ্নগুলো রাখুন:

- এই অংশটিকে আপনি কোন শিরোনাম দেবেন?
- অংশটি ঈশ্বর ও যীশু সম্পর্কে কী বলে?

349. রোমীয় ১:১-৫, ৯, ১৫-১৭

- অংশটি মানুষ সম্পর্কে কী বলে?
- অংশটি থেকে আমরা কী শিখি?
- আমাদের কী করা উচিত?
- এই বাক্য আমাদের কীভাবে উৎসাহ দেয়?

একসঙ্গে প্রার্থনা করুন। আবার যখন মিলিত হবেন, আপনাদের অভিজ্ঞতা ও ঘটনাগুলো নিয়ে কথা বলুন।

এমন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহভাগিতা খুঁজুন, যাঁরা যীশু খ্রীষ্টকে ভালোবাসেন ও সম্মান করেন এবং বাইবেলকে মূল্য দেন, পড়েন ও গুরুত্ব দেন।

যীশুর সুসমাচার কি সুখবর? আসলে কেন?

একটু সময় নিন এবং নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সুসমাচারের মৌলিকতা আবিষ্কার করুন।

সহজ ও সহজবোধ্যভাবে এখানে পুরো বড় ছবিটির কথা বলা হয়েছে।